পরম শ্রদ্ধেয়া

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী,

যাঁর দিব্য প্রেরণা,

সুচিন্তিত উপদেশ ও

অকৃপণ স্নেহ পেয়ে

এ জীবনে ধন্য হয়েছি

তাঁরই শ্রীচরণে,

এ নাটক দু'টি উৎসর্গ করলাম।

এই লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

- কালো হরিণ চোখ
- বিদেহী
- ছন্দ-যতি-মিল
- এক মুঠো আকাশ
- মধুরাই
- মরুকন্যা
- দুয়োরাণী
- স্বয়ম্বরা
- ভঙ্গুর মাটির পাত্রে

নাটক

- সৈনিক
- ধৃতরাষ্ট্র
- রূপোলী চাঁদ
- নাট্যগুচ্ছ
- এক মুঠো আকাশ
- রজনীগন্ধা
- এক পেয়ালা কফি
- আর হবে না দেরী

গল্প

- ছিলেন বাবুর দেশে

নিশাচর

প্রথম রজনীর অভিনয় ১৫ই মার্চ ১৯৬৪ সাল

স্থান—থিয়েটার সেণ্টার

অংশ গ্রহণে—মুখোস শিল্পীগোষ্ঠী।

রচনা	...	ধনঞ্জয় বৈরাগী
নির্দেশনা	...	তরুণ রায়
সঙ্গীত	...	শশাঙ্ক ঠাকুর
আলো	...	বিমল দাস
পরেশনাথ ভাদুড়ী	...	তরুণ রায়
শংকর	...	সমরেশ চক্রবর্তী
ডাক্তার	...	প্রণত ঘোষ
প্রফেসর	...	পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়
রাধু	...	অরুণ চট্টোপাধ্যায়
জগবন্ধু	...	অনুকূল দত্ত
আগন্তুক	...	সনৎ দে
ভুন্টি	...	কাজল রায়
পোস্ট অফিস	...	বিভাস মুখোপাধ্যায়
ইনেস্‌পেক্টর	...	শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়
ললিতা	...	দীপান্বিতা রায়
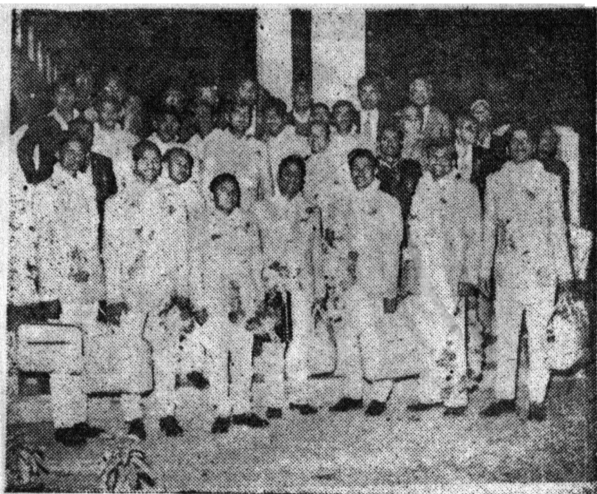
তেজগাঁও বিমানঘাটিতে ভারতীয় কবাডি দল।

ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলার আগে ভারতের
এজাজুল্লা গৌরীর সঙ্গে করমর্দন
করছেন তাজুদ্দীন আমেদ।

ঢাকা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ দল।

ঢাকা স্টেডিয়ামে দুই দেশের খেলোয়াড়দের
মধ্যে প্রীতি বিনিময়।

জাহাঙ্গীর আলম হানা দিচ্ছে ভারতীয় কোর্টে।

ফরিদপুরে খেলার আগে দুই দেশের ম্যানেজার।
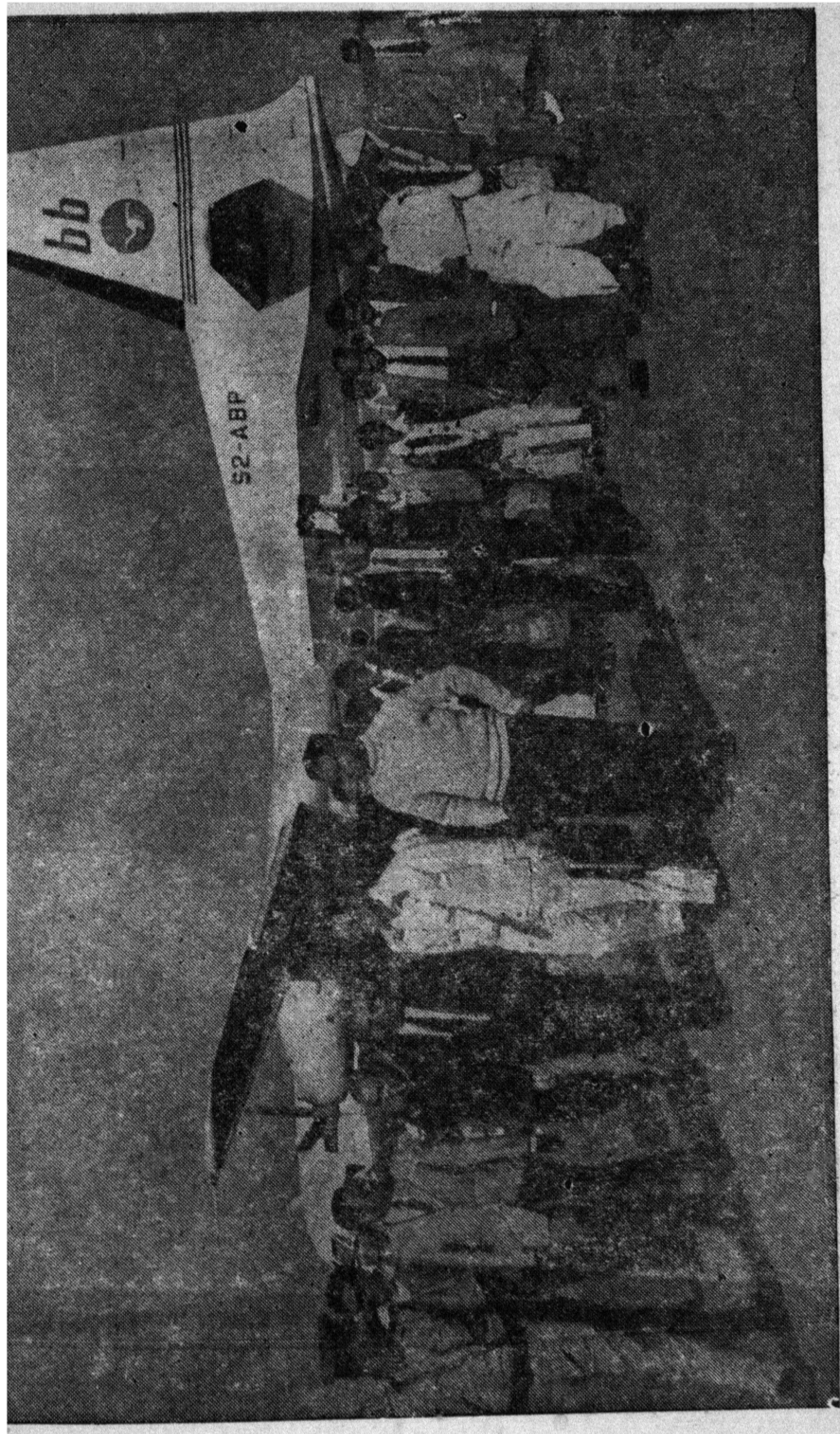
যশোহর বিমানঘাটিতে ভারতীয় দলের বিপুল সংবর্ধনা
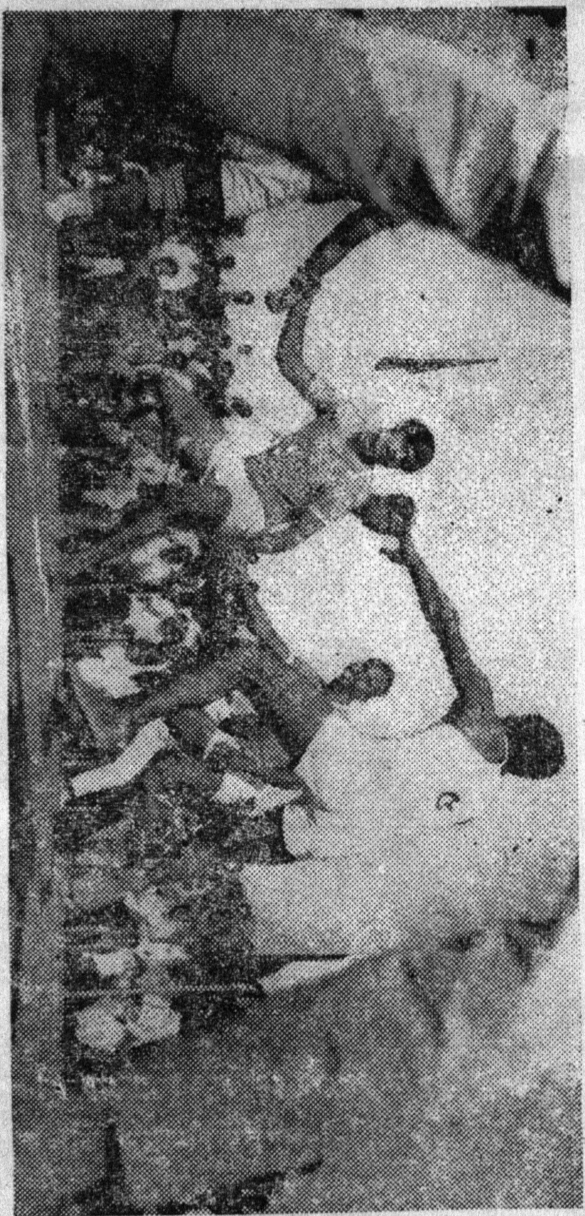
ফরিদপুরে ভারতীয় কোর্টে বাংলাদেশের হানাদার।

কুমিল্লা স্টেডিয়ামে ভারতীয় দলের
সঙ্গে বাংলাদেশের কর্মকর্তাগণ।

টাঙ্গাইলে ভারতীয় হানাদার ধরা পড়েছে।

রংপুরে দুই দেশের ম্যানেজার পতাকা ও
মালা বিনিময় করছেন।

ছবিগুলি বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ
কবাডি অ্যাসোসিয়েশন, নিখিল ভট্টাচার্য ও
মনোজিৎ চন্দের সৌজন্যে।

রাধু। তা না আর বলছি কি।

প্রফেসার। আজ বিকেলে তোমার বাড়ী যাব কথা হবে।

রাধু। নিশ্চয় বিকেলে।

[প্রফেসার কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যায়, রাধু দরজা বন্ধ করে দেয়। রাধু বসতে বসতে বলে উঠে]

রাধু। এই প্রফেসারটা কতক্ষণ এসেছে?

পরেশ। এই তো কিছুক্ষণ।

রাধু। বড্ড Irresponsible. ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, কিছু বলাও যায় না। অথচ ওর বাড়ীর কাজ কর্ম আমরাই অবশ্য যতটা পারি, তারপর কেমন আছেন?

পরেশ। আমার যে কিছু হয়েছিলো তাই তো মনে করতে পারছি না, How do I look?

রাধু। Fresh like an apple. অবশ্য সবটুকু credit ললিতা দেবীর প্রাপ্য, কি বলুন?

পরেশ। আপনি ঠিক বলেছেন রাধুবাবু, ললিতা আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে।

রাধু। তাই তো মনে হয়, এই তো সেদিন আপনাদের দেখলাম কোথায় হ্যাঁ Victoria'য়।

ললিতা। কবে বলুন তো?

রাধু। আপনি একটা গোলাপী রঙের শাড়ী পরেছিলেন, দূর থেকে মনে হল দুজনে চিনে বাদাম খাচ্ছেন আর খুব হাসছেন।

পরেশ। ওঃ সেদিন—মনে আছে ললিতা—

ললিতা। আঃ please বলবেন না।

পরেশ। আমরা এখন কি করব, বেরুব?

ললিতা। ডাক্তারের জন্য আর একটু wait করে দেখি।

[শংকরের প্রবেশ] (হাতে চেক বই ও ফাইলস)

শঙ্কর। মেশোমশাই তোমার এখন সময় হবে?

পরেশ। কেন?

শঙ্কর। কয়েকটা সই করবার ছিল।

পরেশ। দাও। চশমাটা দেখতো টেবিলের উপরে আছে কি না?

শঙ্কর। আরো দুটো চেক সই হবে।

পরেশ। (সই করে) এই নাও।

শঙ্কর। ফাইলে দুটো জরুরী documents আছে।

পরেশ। আর কোন দরকার নেই তো, আমি এখন বেরুব।

শঙ্কর। না, ঘুরে এস।

[প্রস্থান]

রাধু। চেকগুলো সই করলেন একবার পড়ে দেখলেন না?

পরেশ। ও আমি দেখি না—

রাধু। আর documentগুলো—

পরেশ। ব্যবসাপত্তর সবই শঙ্করের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু সই করে খালাস্।

রাধু। হ্যাঁ শঙ্করবাবু খুব able লোক, ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করেন, ব্যবহারও চমৎকার, তবে—

পরেশ। তবে কি?

রাধু। Young generation এর কথা ভেবে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আপনার এতবড় বিষয় সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত ওর মাথার ঠিক থাকলে হয়।

পরেশ। আপনার কর্তব্য ঠিকই করেছেন, তবে শঙ্কর একরকম ছেলেরই মতন, ওর মা মানে আমার শালী যখন মারা যায়, শঙ্কর তখন ছয় সাত বছর হবে, ওর বাবা আর একটা বিয়ে করেন, তখন আমার স্ত্রী শঙ্করকে নিয়ে আসে, আমার স্ত্রী ও শঙ্করের মা পিঠোপিঠি বোন। সেই থেকে শঙ্কর এ বাড়ীতে আছে।

রাধু। আমি অবশ্য এতটা জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম শঙ্করবাবু আপনার আত্মীয়, কাজকর্ম দেখাশোনা করছেন।

পরেশ। শঙ্কর আমার আত্মীয়ের বাড়া, আমার বিষয় সম্পত্তি বেশীর ভাগই ওর নামে উইল করে দিয়েছি।

রাধু। তাহলে ভাববার কিছুই নেই—

পরেশ। (ব্যস্তভাবে) ললিতা কোথায় গেল? ললিতা—ললিতা—

[ললিতার প্রবেশ]

ললিতা। ডাকছেন?

পরেশ। কোথায় গিয়েছিলে? আমি একটু বেরুতে চাইছিলাম যে।

ললিতা। ডাক্তারের জন্য wait করবেন না?

পরেশ। (বিরক্ত হয়ে) আর কত wait করবো। সে কখন আসবে তার ঠিক নেই চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

রাধু। আমি তাহলে এখন উঠি।

পরেশ। আসুন বিকেলের দিকে দেখা হবে।

রাধু। আসি ললিতাদেবী, নমস্কার।

[ললিতা নমস্কার করে, রাধুর প্রস্থান]

পরেশ। এই হল কলকাতার জীবন, তুমি চাও না চাও একের পর এক লোক আসবে। সকলের সঙ্গে কথা বলতে হবে, দেঁতো হাসি হাসতে হবে, নয়ত তোমাকে কেউ সহ্য করবে না। ললিতা, এ হল Acting; প্রতিদিন আমরা অভিনয় করছি, তোমার কি মনে হয়?

ললিতা। (অন্যমনস্ক) অভিনয়? কেন? (একটু ভেবে) ও হ্যাঁ, সত্যি আপনার মত লোকের পক্ষে খুব অসুবিধে হয় বুঝতে পারি।

পরেশ। তুমি মাঝে মাঝে কি এত ভাব?

ললিতা। কই না।

পরেশ। আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। আমার একান্ত অনুরোধ যা কিছু তোমার বলার ইচ্ছে আমায় বলে ফেল। সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আমি তোমাকে ভালবাসি—তুমি—

ললিতা। বলব। একদিন হয়ত সব বলতে পারব, পাছে আপনি—

পরেশ। এখনও আপনি, তুমি বলতে দোষ কি?

ললিতা। অভ্যেস হতে সময় লাগবে তো—তাছাড়া—

পরেশ। তাছাড়া কে কি বলবে, এই তো? I care too figs for them. আমি কারও তোয়াক্কা করি না [বেল বেজে উঠলো] কে এলো?

[ললিতা দরজা খোলে; ডাক্তার-এর প্রবেশ]

ডাক্তার। আমার একটু আসতে দেরী হয়ে গেল।

ললিতা। হ্যাঁ উনিতো বেরুবার জন্যে ছটফট করছেন।

ডাক্তার। কেমন আছেন পরেশবাবু?

পরেশ। Perfectly alright. এখন আপনি দেখুন!

ডাক্তার। ওষুধগুলো খাচ্ছেন?

ললিতা। কই উনি তো আজকাল—

পরেশ। না ডাক্তার, আমি সব শিশি শেষ করে দিয়েছি।

ডাক্তার। (হেসে) বুঝতে পেরেছি, sister আপনার রিপোর্ট দেখি। (নার্সের খাতা দেখে) এখন আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ, প্রয়োজন বোধ না করলে ওষুধ খাবার দরকার নেই।

পরেশ। আমি তোমায় বলিনি ললিতা, ডাক্তার আর আমায় ঘরে বন্ধ করে রাখবে না।

ডাক্তার। You are at liberty to go any where you like, no restrictions.

পরেশ। Thank you doctor, আমি এখনই তৈরী হয়ে আসছি। We shall go out for a long drive. ললিতা তৈরী হয়ে নাও।

[প্রস্থান]

ডাক্তার। পরেশবাবু খুব খুসী হয়েছেন, হবারই কথা। ললিতা, পরের সপ্তাহ থেকে তোমায় Regent Parkএ dutyতে পাঠাব।

ললিতা। ওখানে?

ডাক্তার। (হেসে) খুব interesting case, তোমাকে ওরা double টাকা দেবে।

ললিতা। (ভয় পেয়ে) কেন ? আবার কি কোন রকম। না, না আমি পারব না।

ডাক্তার। (অবাক হয়ে) সে আবার কি ? তোমার আর রোজগার করার ইচ্ছা নেই ?

ললিতা। আর আমি পারছি না doctor. একটার পর একটা নোংরা case আমাকে attend করতে হয়, আর পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে।

ডাক্তার। তোমার আবার পাপ কিসের ? তুমি তো আর্তের সেবা করছ।

ললিতা। Doctor, এ থেকে কি আমি মুক্তি পাব না ? সারাজীবন এই ভাবে বেঁচে থাকতে হবে, একবার শুধু আমার পদস্খলন হয়ে ছিল বলে ? সেও তো নিজের ইচ্ছেয় নয়, আমাকে দিয়ে জোর করে করান হয়েছিল, ওঃ, ভগবান।

ডাক্তার। ওসব কথা ভেবে কি লাভ। টাকা রোজগার করার জন্যে তুমি নার্স হয়েছিলে, এতে তোমার রোজগার বাড়বে বই কমবে না।

ললিতা। বিশ্বাস কর আমি আর রোজগার বাড়াতে চাই না, আমি একজন সাধারণ মেয়ে হিসাবে বেঁচে থাকতে চাই। সব সময় এই আতঙ্কের মধ্যে বাস করা আমার পক্ষে অসহ্য।

ডাক্তার। ছেলেমানুষি কোর না ললিতা, আমি সেখানে কথা দিয়েছি তোমাকে নিয়ে যাব বলে।

ললিতা। না, আমি যাব না।

ডাক্তার। তোমাকে যেতে হবে, নয়ত সব কথাই আমি ফাঁস করে দেব, এ সহরে কেউ আর তোমায় Nursing করার জন্যে ডাকবে না।

ললিতা। ডাক্তার !

ডাক্তার। (হেসে) I am very cruel at time, কিন্তু তা ছাড়া উপায়ই বা কি ?

[পরেশবাবুর প্রবেশ]

পরেশ। চল ললিতা, আমি তৈরী।

ললিতা। হ্যাঁ, চলুন।

ডাক্তার। পরেশবাবু, সামনের সপ্তাহ থেকে ললিতাকে আমি অন্য কেস attend করতে পাঠাচ্ছি। আপনার আর নার্স রাখার দরকার হবে না।

পরেশ। তার মানে? নার্স?

ডাক্তার। যদি চান, আমি আর একটা মেয়েকে পাঠিয়ে দেব। ললিতা তুমি বরং শর্মিলাকে বলে দিও।

পরেশ। না, না, ললিতা এখানে থাকবে।

ডাক্তার। তা হয় না। মানে বুঝতেই পারছেন, আমাদের দরকার efficient nurse এর, যতদিন প্রয়োজন ছিল ললিতা আপনার সেবা করেছে। এখন আর একটি critical case attend করবার জন্যে ওকে যেতে হবে। কারণ She is a nurse, this is her duty.

পরেশ। আর সে যদি নার্স না থাকে?

ডাক্তার। তার মানে?

পরেশ। ললিতা, তুমি বুঝি এখনও ডাক্তারকে এ সুখবরটি দাও নি? ডাক্তার আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ললিতার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে, ও আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে, এবং কথা দিয়েছে সে আমার কাছে থাকবে, তাই না ললিতা?

ললিতা। হ্যাঁ।

ডাক্তার। ও, একথা আমি জানতাম না। Congratulate ললিতা, পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব, পরেশবাবু আপনারাও তো এখন বেরবেন, I don't like to disturb you. চলি।

[প্রস্থান]

পরেশ। ললিতা, তুমি খুসী হয়েছ?

ললিতা। এত তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে না বললেই বোধহয় ভাল হ'ত।

পরেশ। একদিন তো তারা জানতেই পারত। যা সত্য তা প্রকাশ করতে দোষ কি?

ললিতা। দোষ নেই, কি জানি।

পরেশ। ললিতা, ডাক্তারকে যখন বলেই দিয়েছি, আজ থেকে আর তুমি নার্স নও। তুমি একটি কুমারী মেয়ে, যাও, এ সাদা পোষাক ছেড়ে একখানা রঙীন শাড়ী পরে এস। সেই—, যেটা আমি তোমায় Present করেছি। যাও, Please।

ললিতা। আসছি এখনি।

[প্রস্থান]

[পরেশনাথ একটা বইএর পাতা ওল্টায়, খোলা দরজা দিয়ে জগবন্ধুর প্রবেশ, প্রৌঢ়]

জগবন্ধু। শঙ্কর কোথায় ?

পরেশ। (চম্‌কে) কে ? ও তুমি। আবার এসেছ ? যাও—

জগবন্ধু। যাবার জন্যে তো আসিনি।

পরেশ। আমি তোমায় repeatedly বারণ করেছি।

জগবন্ধু। টাকা দাও, চলে যাব।

পরেশ। তোমাকে আমি কিছু দেব না, চলে যাও।

জগবন্ধু। টাকা না নিয়ে আমি যাব না।

পরেশ। You are a scoundrel.

জগবন্ধু। এটা আর কি নতুন বিশেষণ প্রয়োগ করলে। আমি জঘন্য, দুশ্চরিত্র, মাতাল, মানছি। কিন্তু আমার টাকা চাই। তুমি না দাও শঙ্করকে ডাক।

পরেশ। বেশ তাকেই ডাকছি, শঙ্কর, শঙ্কর। (শঙ্করের প্রবেশ) আমি তোমায় বারবার বারণ করেছি লোকটা যেন আমার বাড়ীতে না ঢোকে, তবু কেন ও আসে ?

জগবন্ধু। শঙ্কর, তোমার মেশমশাইকে বলে দাও আমি শুধু টাকার জন্যে আসি।

শঙ্কর। মেশমশাই অসুস্থ, ওঁকে মিছিমিছি উত্তেজিত কোর না। যাও।

[জগবন্ধু টাকার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দেয়]

পরেশ। শঙ্করের জবাব শুনলে তো, Now get out.

জগবন্ধু। Get out? বাঃ চমৎকার। ভুলে যেও না পরেশনাথ ভাদুড়ী, এটা আমার বাড়ী।

পরেশ। ছিল একদিন কিন্তু এখন আর নেই ' তুমি বিক্রি করে দিয়েছ, আমি কিনে নিয়েছি।

জগবন্ধু। কিনেছ? না ঠকিয়েছ? এতবড় একটা বাড়ী তুমি তার দাম দিয়েছিলে মাত্র ৪০,০০০ হাজার টাকা।

পরেশ। তখন বাজার দর এই ছিল, আর বেশী পেলেই বা তোমার কি লাভ হত। দুদিনেই ত ফুর্তি করে উড়িয়ে দিতে।

জগবন্ধু। আমার টাকা আমি যা খুশী করেছি, করব। তবে হ্যাঁ তুমি বাড়ীটা সাজিয়েছ বেশ, তাইত ঘুরে ফিরে আসি। আমার বাপ ঠাকুর্দা কি জানতো যে তাদের এ সাধের বাড়ী শেষ পর্যন্ত তোমার গব্বায় যাবে? তাহলে আর তারা বোধহয় পাথরের মেঝে বানাতো না, কাঠের সিঁড়ি করতো না, স্রেফ একখানা খোলার চাল করে ছেড়ে দিত। ঠিক কিনা বাবু পরেশনাথ ভাদুড়ী?

পরেশ। তাঁরা যদি জানতেন তোমার মত একটি অপদার্থ বংশধর জন্মাবে, তাহলে বোধহয় খোলার চালও রেখে যেতেন না।

জগবন্ধু। রাগ করছ কেন ভাদুড়ী মশায়, তোমার সঙ্গে একটু রহস্য করছিলাম।

পরেশ। বাজে বকবক করতে ভাল লাগছে না, যাও।

জগবন্ধু। (হেসে) শুঁড়িখানায় বসে মাল খাচ্ছিলাম, হঠাৎ ট্যাঁকে হাত দিয়ে দেখি পয়সা নেই, তাইতো এখানে এসেছি বাবা, একটু রেস্ত জোগাড় করতে।

পরেশ। নির্লজ্জ লোফার।

জগবন্ধু। (হিহি করে হেসে) শুঁড়িখানার মালিক নীচে দাঁড়িয়ে আছে। দেরী হলে সে ওপরে এসে টাকার জন্যে হামলা করবে। তখন পাড়ার লোক কি ভাববে, এত বড়লোক, পরেশবাবুর বাড়ীতে মাতালদের চেঁচামিচি। হাঃ হাঃ হাঃ নাটক দিব্যি জমবে।

পরেশ। শঙ্কর যেমন করে হোক লোকটাকে বিদেয় কর, আর যেন এখানে না আসে।

জগবন্ধু। আসব না, মহামান্য পরেশবাবু কথা দিচ্ছি, আমি আর আসব না। শুধু সময় মত শুঁড়িখানার রেস্তটুকু পাঠিয়ে দেবেন।

[শাড়ী বদলে ললিতার প্রবেশ]

পরেশ। চল ললিতা আমরা বেরিয়ে পড়ি।

জগবন্ধু। ইনি আবার কে ?

পরেশ। শঙ্কর, আমরা বেরচ্ছি। Before we come back, get this man out—this is my last warning.

শঙ্কর। ঠিক আছে, তোমরা যাও।

[পরেশ ও ললিতার প্রস্থান, দরজা বন্ধ করে এসে]

(রেগে) কেন তুমি আস ? জান মেসমশাই তোমাকে ছ'চোক্ষে দেখতে পারে না।

জগবন্ধু। তোমার মেসমশাই কেন, কেউই আমায় দেখতে পারে না।

শঙ্কর। তোমার জন্যে আমাকে গালাগাল খেতে হয়। কেন তুমি আমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করে দিতে চাও ?

জগবন্ধু। আমি কিছুই চাই না, কয়েকটা পাতি চাই, দশ টাকার পাতি, তিনখানা।

শঙ্কর। আমার কাছে নেই।

জগবন্ধু। হিঃ হিঃ হাজার হাজার টাকা কামাচ্ছ, আর আমার বেলা ফক্কা, তিনটে পাতি জোটে না, না দাও আমি উঠব না, তোমার মেশো ফিরে এসে আরও চোটে যাবে।

শঙ্কর। উঃ কি বিশ্রী। কি যে করব।

জগবন্ধু। টাকা দেবে।

শঙ্কর। না, না মেসমশাই রেগে যাবেন।

জগবন্ধু। মেসমশাই উঃ ? রেগে যাবেন ? তাহলে আর তোমার

টাকা দেবেন না, সম্পত্তি দেবেন না, কি বল? ভয় ঢুকেছে, কিন্তু ও ছুঁড়ীটা কে?

শঙ্কর। কার কথা বলছ?

জগবন্ধু। মেস যাকে নিয়ে বেড়াতে গেল?

শঙ্কর। নার্স।

জগবন্ধু। নার্স? খাসা নার্স জুটিয়েছে, কতদিন হল?

শঙ্কর। অসুখের সময় এসেছে।

জগবন্ধু। যাচ্ছে না তো? যাবেও না, ক'দিন বাদে রাঙা টুকটুকে মাসী হয়ে বসবে।

শঙ্কর। আঃ কি যাতা বলছ?

জগবন্ধু। বুড়ো বয়সে যারা ঢলাঢলি করে, কিছুতেই নিজেদের সামলাতে পারে না। এরকম অনেক দেখেছি। ও নার্স বেটি নিশ্চয় হাত করেছে তোমার মেসোকে, দেখতে হবে না। উইল টুইল বদলালো বলে। তখন বাবা তোমাকেও আমার মত তিরিশটে টাকার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াতে হবে!

শঙ্কর। আমি আর শুনতে চাইনা, তুমি যাও।

জগবন্ধু। টাকাটা দাও, চলে যাচ্ছি।

[শঙ্কর টাকা বার করে দেয়]

তিন পাত্তি, দিন কয়েক এখন দিব্যি চলে যাবে।

শঙ্কর। তুমি আর এস না।

জগবন্ধু। সে কথা দিতে পারছি না, অবশ্য তখন কার কাছে হাত পাততে হবে জানি না। তোমার কাছে, মেসোর কাছে না নার্স মাসীর কাছে? চলি। (গুণ গুণ করে গান করতে করতে দরজা পর্যন্ত যায়, ফিরে হ্যাঁ ক'দিন আগে কাণা গণেশের দলের ছেলেরা তোমার খোঁজ করছিল আমার কাছে।)

শঙ্কর। কেন?

জগবন্ধু। তা আমি কি করে জানব ?

শঙ্কর। কিছু বলে নি ?

জগবন্ধু। না,.জানি না তুমি ওদের সঙ্গে কোন কাজ করছ কি না, সাবধান, কাণা গণেশ dangerous criminal।

শঙ্কর। জানি।

জগবন্ধু। ওদের সঙ্গে মিশনা, বিপদে পড়বে।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়, আলো জ্বললে দেখা যায় পরেশনাথ কবিতা পড়ছেন, অদূরে ললিতা সেজে গুজে বসে, বুনতে বুনতে শুনছে]

ললিতা। বড় সুন্দর ভাষা।

পরেশ। আমি একটার পর একটা পড়ে যেতে পারি। কবিতা আবৃত্তি করতে আমার ভাল লাগে, কিন্তু কাকে শোনাব। এই অভিমানেই বোধ হয় বইগুলোর উপর এতদিন ধুলো জমছিল।

ললিতা। তুমি আরও পড়।

পরেশ। (দু একটা অন্য কবিতা থেকে আবৃত্তি করে পরে) ললিতা, ছেলেবেলা থেকে, আমি নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছি, ভাষা পাইনি, কিন্তু সৌন্দর্যকে উপভোগ করেছি। নীরব কবি বলে একটা কথা আছে জানো ? আমি সেই।

ললিতা। তোমার এ ধরনের কথা শুনলে কে বলবে তুমি একজন নামজাদা ব্যবসাদার।

পরেশ। এইজন্যেই বোধ হয় বড় ব্যবসাদার হতে পারিনি। বলতে গেলে এখন শঙ্করই তো সব দেখাশুনা করে।

ললিতা। তবে যে বলছিলে বাড়ীতে দুঘণ্টা করে অফিস করবে ?

পরেশ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) কয়েকটা গোলমাল হয়েছে। অফিসারদের ইচ্ছে আমি নিজে সেগুলো দেখাশুনা করি।

ললিতা। তাই বলে তুমি overstrain করতে পারবে না।

পরেশ। না, না, আমাদের পুরোন ম্যানেজার একটা Report পাঠিয়েছে, সেইটেতে চোখ বুলিয়ে নেব। ডাক্তার আসবে বলেছিল না ?

ললিতা। হ্যাঁ, আমি তো তার জন্যে অপেক্ষা করছি।

পরেশ। যদি আমাকে দরকার মনে হয় ডেকো নয়ত ডাক্তারকে ঘরেই নিয়ে আসতে পার।

[প্রস্থান]

[ললিতা উঠে গিয়ে রেডিওটা চালিয়ে দেয়—একটা বাজনা বাজে—একটু পরে বেলের শব্দ, দরজা খুলতে ডাক্তার ঘরে ঢোকে]

ললিতা। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

ডাক্তার। আমার সৌভাগ্য বলতে হবে।

ললিতা। কেন?

ডাক্তার। তুমি এখন ধনীর গৃহিণী হতে চলেছ, আমাদের এখন খাতির করে চলতে হবে, তাই না?

ললিতা। ভনিতা রাখো, কি বলতে চাইছিলে?

ডাক্তার। পরেশবাবু কোথায়?

ললিতা। ঘরে কাজ করছেন।

ডাক্তার। এদিকে এসে পড়বেন না তো?

ললিতা। না ডাকলে নয়।

ডাক্তার। ললিতা, আমি চাই তুমি সুখী হও, শান্তিতে বাস কর, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও চাই যে, আমি নিজে কিছুটা সুপ্রতিষ্ঠিত হই, নিশ্চয় তুমি আমাকে সাহায্য করবে। কি বল?

ললিতা। যদি আমার সাধ্যে কুলোয়।

ডাক্তার। সাধ্যাতীত কিছু চাইছি না, হাজার দশ পনের টাকা আমার চাই, তোমরা পার্টনার হিসাবে আসতে পার বা শুধু Finance করতে পার। আমি একটি Dispensary খুলতে চাই।

ললিতা। এরই মধ্যে টাকার কথা পরেশবাবুকে বলা ঠিক হবে?

ডাক্তার। না, না। তুমি কিছু সময় নাও, আমার আপত্তি নেই কিন্তু—টাকাটা আমার চাই। (ললিতাকে চুপ করে থাকতে দেখে) ললিতা, আমি তোমাকে চিনি, তুমি আমাকে চেন, যে মারাত্মক কেসের সঙ্গে ডাক্তার

হিসেবে আমার নামটা জড়িয়ে সেই কেসের সঙ্গে নার্স হিসাবে তোমার নামটাও জড়িয়ে রয়েছে। সে কথা আজ ফাঁস করে দিলে, তুমি খুব ভাল করে জান, প্রৌঢ় পরেশবাবুর মোহ কেটে যাবে; তিনি তোমায় বিয়ে করবেন না।

ললিতা। উঃ ভগবান, ডাক্তার, আমার জীবনের এ একটা অভিশাপ।

ডাক্তার। ললিতা!

ললিতা। ডাক্তার!

ডাক্তার। ভয় পাবার কিছু নেই, আমি তোমার বন্ধু হিসেবেই থাকবো, শুধু প্রয়োজন মত টাকাটা আমাকে বার করে দিয়ো। আমি কথা দিচ্ছি তোমার কোন ক্ষতি আমি করব না।

ললিতা। বেশ ওকে আমি বলব।

ডাক্তার। শুধু বলা নয় ললিতা, ঐ টাকাটা আমার চাই নইলে—

ললিতা। না, না, ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা করব।

ডাক্তার। এইতো ভাল মেয়ের মত কথা, তাহলে আমি চলি।

ললিতা। পরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করবে না?

ডাক্তার। কি দরকার? (যেতে যেতে) আশা করি তোমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে গেলাম না। হাঃ হাঃ হাঃ।

[প্রস্থান

[একটা পর্দা পড়ছে দেখতে পেয়ে ললিতা সভয়ে]

ললিতা। কে, ওখানে কে?

[পর্দা সরিয়ে শঙ্কর বেরিয়ে আসে]

ললিতা। ওঃ আপনি?

শঙ্কর। কেন? কিছু বলবেন?

ললিতা। না।

শঙ্কর। আমি প্রয়োজন হলে বধির। অনেক কথাই কানে শুনতে পাই না।

ললিতা। তার মানে?

শঙ্কর। এক বাড়ীতে আমরা রয়েছি অথচ আপনার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হল না।

ললিতা। আমি একজন সামান্য নার্স, ওর বেশী পরিচয় হবার দরকার কি ?

শঙ্কর। তা নয়, আলাপ করে রাখা ভাল। কখন কাকে দিয়ে কি কাজ পাওয়া যায় কে বলতে পারে ?

ললিতা। কি বলছেন ?

শঙ্কর। কিছু না। মেসোমশাই এখন যার report পড়ছেন সেটা কার লেখা ?

ললিতা। আমি জানি না।

শঙ্কর। সেটা জানতে হবে, আমার প্রয়োজন।

ললিতা। আপনি ওঁকে জিজ্ঞেস করুন না ?

শঙ্কর। উনি হয়ত বলতে চাইবেন না ; সেইজন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

ললিতা। দেখি।

শঙ্কর। যে ভয়ে ডাক্তারের জন্যে পনের হাজার টাকার আর্জি করতে রাজী হয়েছেন, সেই একই ভয়ের জন্যে আমাকে ঐ নামটা জেনে দিতে হবে।

ললিতা। এ আপনি কি বলছেন !

শঙ্কর। প্রথম আলাপেই এ ধরনের বেয়াড়া অনুরোধ আগে বোধহয় আপনাকে কেউ করেনি, কিন্তু কি করবো বলুন, আমি লোকটাই যে বেয়াড়া।

ললিতা। শঙ্করবাবু, আমি-কোন কথা দিতে পারছি না।

শঙ্কর। কথা দিন বা না দিন, নামটা আমাকে বলতে হবে। কাল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

ললিতা। কালই ! যদি তার মধ্যে report দেখার সুযোগ না পাই ?

শঙ্কর। তাহলে আপনি বিপদে পড়বেন। [illegible] সবিনয়ে অনুরোধ করি, পরে আদেশ করতে বাধ্য হই, তাদের [illegible] কথা [illegible]নে, তাদের পক্ষে আমার সঙ্গে একই ছাদের নীচে বা[illegible] সম্ভব নয়—ক[illegible]

ললিতা। কারণ আমি জানতে চাই না—

শঙ্কর। কাল সকালেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব

ললিতা। বেশ।

[প্রস্থান]

[আগন্তুকের প্রবেশ]

শঙ্কর। ওখানে কি খুঁজছো ?

আগন্তুক। (চমকে) কে ?

শঙ্কর। তোমাদের আমি বারণ করেছি এখানে আসতে, তবু কেন এসেছো ?

আগন্তুক। আমাকে আদেশ করা হয়েছে এখানে আসতে।

শঙ্কর। কে আদেশ দিয়েছে ?

আগন্তুক। নিশাচর !!!

শঙ্কর। মিথ্যা কথা বলো না, চলে যাও এখান থেকে।

আগন্তুক। যাচ্ছি কিন্তু বেশী দেরী কোর না, টাকাটা পাঠিয়ে দিও নইলে বিপদে পড়বে।

শঙ্কর। সে আমি বুঝবো। না না, পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করো না, এইটে দেখ।

আগন্তুক। ও বেশ আমি যাচ্ছি। আজ নয় আর একদিন বোঝাপড়া হবে।

[প্রস্থান]

[শঙ্করের প্রচণ্ড হাসি, অন্ধকার হয়ে যায়]

[আলো জ্বললে দেখা যায় পরেশনাথ ফাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করছেন। মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করছেন। চেকবই নিয়ে শঙ্করের প্রবেশ]

শঙ্কর। ডাকছিলে ?

পরেশ। হ্যাঁ, আমি কাল যা নিয়ে তোমাকে বলেছিলাম স্টোরে রীতিমত চুরি হচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে supervision এর অভাব।

শঙ্কর। কে তোমাকে এসব কথা বলেছে জানি না, আমি তো জোর দিয়ে বলতে পারি, এধরনের পুকুর চুরি আমাদের কম্পানীতে হয় না।

পরেশ। আমার কাছে evidence রয়েছে শঙ্কর, do not try to bluff me.

শঙ্কর। (রেগে) Bluff ? তোমার যদি এ ধারনা হয়ে থাকে যে আমি তোমায় bluff দেবার চেষ্টা করছি তাহলে আমি দুঃখিত। এতদিনেও তুমি আমাকে বোঝনি।

[পরেশনাথ কোন উত্তর না দিয়ে file দেখতে থাকে]

শঙ্কর। কয়েকটা চেক সই করবার আছে, তোমার এখন সময় হবে ?

পরেশ। কিসের চেক দেখি।

শঙ্কর। ভাউচারগুলো আমি পেমেন্টের পর তোমায় দেখিয়ে দেব।

পরেশ। একি ? বারো হাজার টাকার self চেক কাটছ ? এত টাকার তো self কাটা হয় না।

শঙ্কর। কেন এর আগেও তো কতবার তুমি সই করেছ।

পরেশ। যদি করে থাকি অন্যায় করেছি। বড় বড় অঙ্কের চেক সব সময় আমরা account payee দিই। তার মানে বুঝতে পারছি companyর নিয়ম কানুন বদলে ফেলেছ।

[শঙ্কর কথা না বলে কলমটা এগিয়ে দেয়]

পরেশ। না, আমি এখন সই করব না। কালকে বরং—

শঙ্কর। টাকাটা আজই দরকার ছিল।

পরেশ। তা হলেও আজ থাক ।

শঙ্কর। বেশ।

[প্রস্থান]

[কিছু আগেই ললিতা ঢুকেছিলো]

ললিতা। তুমি তো আগে না দেখে চেকে সই করতে।

পরেশ। করতাম, কিন্তু সে বিশ্বাসের দাম শঙ্কর দিল না।

ললিতা। তার মানে তুমি যা report পেয়েছ ?

পরেশ। সবই সত্যি মনে হচ্ছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না ললিতা। ছেলেটাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছি। সে কি করে এতখানি বিগড়ে গেল। বলবার উপায় নেই নিজের আত্মীয় অথচ সে যে কি করছে।

ললিতা। এখন তা হলে কি করবে ?

পরেশ। আস্তে আস্তে সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিতে হবে। নিজের হাতে গড়া companyটাকে আমি তো আর নষ্ট হতে দিতে পারি না। শঙ্করের হাত থেকে সব ক্ষমতা তুলে নেওয়া দরকার।

ললিতা। কোথায় যাচ্ছ ?

পরেশ। Attorney'র officeএ যেতে হবে।

ললিতা। খাওয়ার আগে ফিরবে তো ?

পরেশ। নিশ্চয়।

[পরেশনাথ বেরিয়ে যায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের প্রবেশ]

শঙ্কর। নামটা জানতে পেরেছিলেন ?

ললিতা। না।

শঙ্কর। আমার সঙ্গে চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না। বলুন কে ঐ report পাঠিয়েছে ?

ললিতা। আমি দেখার সুযোগ পাই নি।

শঙ্কর। এখনও বলুন, নইলে এ বাড়ীতে আর আপনাকে থাকতে হবে না।

ললিতা। কি করবেন ?

শঙ্কর। মনে করবেন না যে আমি বসে বসে ঘাস খাই। সেদিন ডাক্তারের কথা শোনার পর আমি আপনার সব খবরই সংগ্রহ করেছি। আপনি আর ঐ ডাক্তার দুজনেই ছিলেন কানপুরে। চিকিৎসার অজুহাতে ষড়যন্ত্র করে একটা আঠারো বছরের নির্দোষ কুমারী মেয়েকে আপনারা মেরে ফেলেন।

ললিতা। না, এ সব মিথ্যা কথা।

শঙ্কর। হ্যাঁ, কোর্টে তাই রায় দিয়েছিল বটে, যার জন্যে আজও আপনারা জেলের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু বিচার সব সময় ঠিক হয় না।

ললিতা। শঙ্করবাবু কেন আপনি আমাকে এভাবে ভয় দেখাচ্ছেন, আমি তো আপনার কোন শত্রুতা করিনি?

শঙ্কর। শত্রু হবার জন্যে আজ আমি আসিনি আপনার কাছে। আমি আপনার বন্ধু হতে চাই। আমার কথা শুনে যদি চলেন, আপনার কোন ভয় নেই।

ললিতা। কি করতে হবে আমাকে?

শঙ্কর। প্রথমে বলুন কে ঐ secret report পাঠিয়েছে?

ললিতা। ভদ্রলোকের নাম বোধহয় প্রকাশ—

শঙ্কর। প্রকাশ নন্দী! Oh that old blighter, I shall kill him. তাই বলি মেসমশাই আমাকে সন্দেহ করছেন কেন? কেন তিনি চেকে সই করলেন না। ঠিক আছে দেখে নেব। না না ললিতা তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমার বন্ধু, এখানে এসে বস।

[ললিতা যন্ত্রচালিতের মত এসে চেয়ারে বসল]

শঙ্কর। আমার এক্ষুনি কিছু টাকার দরকার। সে টাকা আপনাকে বার করে দিতে হবে।

ললিতা। আমি তা কি করে পারব?

শঙ্কর। পারতেই হবে, নইলে সুখের নীড় রচনা করার সুযোগ তুমি পাবে না। ললিতা তুমি আমার এখন হাতের মুঠোর মধ্যে। মেসোমশাইকে আমি খুব ভাল করে জানি। একবার যদি শোনেন একটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তুমি জড়িত ছিলে, উনি তোমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবেন।

ললিতা। (চেঁচিয়ে উঠে) ওঃ ভগবান

শঙ্কর। (হেসে) অতএব আমি যা বলব, তাই তোমায় শুনতে হবে।

[বাইরে বেলের শব্দ। শঙ্কর দরজা খোলে, ডাক্তার ঢোকে]

শঙ্কর। Hallow Doctor কেমন আছেন?

ডাক্তার। ভালই।

শঙ্কর। আপনি কলকাতায় কতদিন practice করছেন?

ডাক্তার। প্রায় পাঁচ বছর।

শঙ্কর। অত তো হবে না। বছর তিনেক আগেও তো আপনি কানপুরে ছিলেন।

ডাক্তার। (চম্‌কে) কানপুর!

শঙ্কর। Am I wrong? যাক্‌গে আপনারা কথা বলুন আমি নীচে যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

ডাক্তার। একি ললিতা, এরকম করে বসে রয়েছ? শরীর খারাপ নাকি?

ললিতা। আমি আর পারছি না ডাক্তার। আমি আবার Nursing করব, তুমি আমাকে নিয়ে চল।

ডাক্তার। কেন, কি হয়েছে?

ললিতা। শঙ্করবাবু ভয়ঙ্কর লোক, আমাদের সব কথাই উনি জানতে পেরেছেন, ভয় দেখাচ্ছেন আমাদের বিয়ে ভেঙ্গে দেবেন বলে।

ডাক্তার। কি চায় শঙ্কর?

ললিতা। টাকা!

ডাক্তার। আমি জানতাম, শঙ্কর অসৎ সঙ্গে মেশে, জঘন্য পল্লীতে ঘুরে বেড়ায়।

ললিতা। তাই তো বলছি যে এ বাড়ীতে থাকতে আমার গা ছমছম করে। শঙ্কর যখন জানতে পেরেছে সব কথাই একদিন ফাঁস করে দেবে।

ডাক্তার। না, না, তা করতে দিলে চলবে না। তীর পর্যন্ত এসে তরী আমরা ডুবতে দেব না। তুমিতো বললে পরেশবাবু Dispensary খুলতে রাজী হয়েছেন।

ললিতা। তা হয়েছেন!

ডাক্তার। তবে তুমি বিয়ে থা করে গৃহিণী হয়ে বস আমিও Practice জমাই। অতীতটাকে ভুলে গিয়ে নতুন করে আমরা জীবন স্থরু করি।

ললিতা। কিন্তু শঙ্করবাবু ?

ডাক্তার। শঙ্কর! ঐ একমাত্র আমাদের পথের কাঁটা। ওকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

ললিতা। কি বলছ ডাক্তার ?

ডাক্তার। তা ছাড়া কোন উপায় নেই। We must get rid of him.

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়]

[আলো জ্বললে দেখা যাবে পরেশনাথ রেগে পায়চারী করছে হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি একটা চিঠি দিয়ে যায় ও পরেশনাথ পড়ে]

পরেশ। শঙ্কর, শঙ্কর, [শঙ্কর প্রবেশ করে] ছি ছি তোমার কাছ থেকে এ আমি আশা করিনি শঙ্কর। যদি আমি সাবধান না হতাম ব্যবসা আমার টিকতো না। তুমি যে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিতে পার তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

শঙ্কর। আমিও বুঝতে পারছি না তুমি আমার চেয়ে কতকগুলো উড়ো চিঠিকে বিশ্বাস করছ কি বলে ?

পরেশ। প্রথম প্রথম উড়ো চিঠিই আমি ভাবতাম। এখন দেখছি সবই তো সত্যি বেরুচ্ছে।

শঙ্কর। তুমি আমাকে কয়েকদিন সময় দাও, আমি সব হিসেব মিলিয়ে দেব।

পরেশ। সে তো দিতেই হবে, কিন্তু জানত একবার কারুর উপর বিশ্বাস হারালে তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। তোমাকে আমি তোমার বাবার কাছ থেকে কেড়ে এনেছিলাম মানুষ করবার জন্যে; মাতৃহীন বালক তুমি, তোমার মাসীমা এবং আমি দু'জনেই কোন কৃপণতা করিনি। নিজেদের ছেলে ভেবেই আস্তে আস্তে সব দায়িত্ব তোমারই উপর ছেড়ে দিয়েছি।

শঙ্কর। সে জন্যে তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরেশ। আর এই সেই কৃতজ্ঞতার দাম! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, একটা প্রশ্নের সত্য জবাব দেবে?

শঙ্কর। কি প্রশ্ন?

পরেশ। নিশাচর কারা?

শঙ্কর। তোমায় কে বলেছে?

পরেশ। যেই বলুক, অস্বীকার করতে পার তাদের দলে তুমি মেশনি? তারা এ সহরের কুখ্যাত গুণ্ডার দল নয়?

শঙ্কর। উঃ আমি বুঝতে পারছি না, কে আমার সঙ্গে এভাবে শত্রুতা করছে। এতগুলো বছর আমি যে রক্ত জল করে তোমার company দাঁড় করাবার জন্যে পরিশ্রম করেছি, সে সব কথা তুমি ভুলে গেলে। বেশ তো, যদি আমাকে না চাও, আমি এখান থেকে চলে যাব।

পরেশ। সেইটেই বোধ হয় ভাল। ঘরের মধ্যে মামলা মকদ্দমা আমি পছন্দ করি না। বলতে বাধ্য হচ্ছি আগের উইলও আমায় বদলাতে হবে।

শঙ্কর। সে তুমি এমনিতেই বদলাতে, তা আমি জানি।

পরেশ। তার মানে?

শঙ্কর। আমি কিছু বলিনি তাই; ওই নার্সটাকে নিয়ে এই বুড়ো বয়েসে যা কেলেঙ্কারী সুরু করেছ কোথাও তো আর কান পাতা যাচ্ছে না।

পরেশ। কি বললে? Are you out of your senses!

শঙ্কর। যা বলবার তা ঠিকই বলেছি, আর তুমিও কিছু ভুল শোননি, শেষ পর্যন্ত একটা নার্স? and you talk of moral character. ছিঃ ছিঃ, ঘেন্না।

পরেশ। শঙ্কর, শুনে যাও।

শঙ্কর। না, আমি আর কোন কথা বলতে চাই না।

[শঙ্কর চলে যায়, পরেশনাথ অত্যন্ত চঞ্চল, ললিতা ঘরে ঢোকে]

পরেশ। (একদৃষ্টে ললিতার দিকে তাকিয়ে থেকে) দুধ কলা দিয়ে আমি কালসাপ পুষেছি।

ললিতা। তুমি বড্ড excited হয়ে পড়েছ।

পরেশ। How can I help it? শঙ্কর ওইটুকু একটা ছেলে, আজ এতই তার মাথা গরম হয়ে গেছে যে সে আমার সমালোচনা করতে চায়।

ললিতা। আজকের জগতই এই।

পরেশ। অকৃতজ্ঞ, দুশ্চরিত্র, শয়তান। কোনদিন তাকে কিছু বলিনি, আমার প্রতি তার এতটুকু ভালবাসা নেই, সে চায় না আমি সুখী হই।

ললিতা। সব গোলমাল আমাকে নিয়েই, আমি বেশ বুঝতে পারছি।

পরেশ। ললিতা!

ললিতা। আমি বরং এখান থেকে চলে যাই।

পরেশ। তাহলে আমি বাঁচব না ললিতা। বিশ্বাস কর, তোমাকে পেয়েই আমার বাঁচার স্বাদ বেড়েছে। ভুলেও তুমি এসব কথা চিন্তা করবে না। কথা দাও ললিতা। [ললিতাকে কাছে টেনে নিয়ে] ললিতা তোমার কোন ভয় নেই, কালসাপকে আমি সরিয়ে দেব।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়]

[আলো পেছন থেকে যেন ওদের ছায়া মূর্তির মত দেখায়]

ললিতা। না না এ অসম্ভব।

শঙ্কর। ললিতা, বোঝবার চেষ্টা কর। এতে আমাদের সকলের সুবিধে।

ললিতা। না, আমি পারব না।

শঙ্কর। কোন ভয় নেই, আমি তোমাকে যা যা বলেছি একবার ভাল করে ভেবে দেখ, This is the opportune moment.

ললিতা। কেউ আসছে!

শঙ্কর। মেশোমশাই। তুমি ওখানে যাও।

[ললিতা উপরের ঘরে যায়, শঙ্কর পর্দা টেনে দেয়। পরেশনাথ ঘরে ঢোকে। কাগজ পত্র দেখে বেরিয়ে যায়। শঙ্কর পর্দার ভেতর থেকে মুখ বাড়ায় এবং পরে বেরিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরায়। পরে ললিতা প্রবেশ করে]

(হাতে ছোট ট্রেতে চা বা শরবৎ নিয়ে কোণের টেবিলে রাখে ললিতা)

শঙ্কর। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

ললিতা। জানি।

শঙ্কর। তুমি রাজী ?

ললিতা। এ ছাড়া আর উপায় কি ?

শঙ্কর। এই তো বুদ্ধিমতীর মত কথা, চিঠিটা ফেরত দাও।

[ললিতা মুখ তুলে তাকায়]

শঙ্কর। আমি কোন evidence রেখে কাজ করি না।

[ললিতা চিঠি বার করে দেয়, শঙ্কর তা ছিঁড়ে ফেলে পকেটের মধ্যে পুরে ফেলে।]

শঙ্কর। ললিতা তোমার কোন ভয় নেই, তোমাদের আর আমি বিরক্ত করবো না। কিন্তু You must keep your promise. আশা করি এতদিনে তুমি আমায় ভাল ভাবেই চিনতে পেরেছ।

[পরেশনাথ ঘরে ঢুকে ওদের দিকে তাকিয়ে পিছনের দিকে চলে যায়। ললিতা যেন কথা ঘোরাবার জন্ত বলে।]

ললিতা। শরবৎ দেব ?

শঙ্কর। আপত্তি নেই।

ললিতা। চিনি দু চামচ দেব ?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

[ললিতা জামার ভেতর থেকে একটা শিশি বের করে কি যেন মেশায়]

শঙ্কর। হঠাৎ কি রকম গরম পড়ে গেছে। সারাদিন অফিসে ছট্‌ফট্‌ করেছি। দু এক দিনের মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয় বড্ড কষ্ট হবে।

[ললিতা আর একটি কাপ নিয়ে যায় পরেশনাথের কাছে]

পরেশ। আজ মিঃ বাসুর বাড়ীতে যাবার কথা আছে না ?

ললিতা। হ্যাঁ।

পরেশ। তুমি তৈরী হও নি যে ?

ললিতা। আমিও যাব ?

পরেশ। নিশ্চয়ই ! ওকে তো আমি বলেছি we are going to be engaged.

[সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কর চেঁচিয়ে ওঠে "আঃ"—দুজনে চমকে ফিরে তাকায়]

শঙ্কর। উঃ, বুকে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। একি হল, শরবতে কি ছিল ? মেসোমশাই, নার্স, উঃ ডাক্তার ডাক্তার please একটা ডাক্তার।

পরেশ। (ছুটে গিয়ে) কি হয়েছে ? শঙ্কর ! শঙ্কর !

শঙ্কর। ওঃ। সব ঝাপসা দেখছি, বড় কষ্ট, উঃ, ওঃ আঃ ভগবান (ঢলে পড়ে)।

পরেশ। একি হল, ললিতা ?

ললিতা। মারা গেছে।

পরেশ। সে কি ? কি বলছ ?

ললিতা। (শিশি দেখিয়ে) Poison আমি দিয়েছি।

পরেশ। বিষ ! তুমি কি বলছ ? শঙ্কর is dead ?

ললিতা। তুমি তো চেয়েছিলে শঙ্করকে জীবন থেকে সরিয়ে দিতে।

পরেশ। কিন্তু এ ভাবে নয়।

ললিতা। আর কোন উপায় ছিল না। প্রতিদিন সে যে আমায় কি যন্ত্রণা দিয়েছে তা তোমাকে আমি বলতে পারিনি, Horrible, mental torture. আমি যে এতদিন পাগল হয়ে যাই নি, এই আশ্চর্য।

পরেশ। না, না, ললিতা, Murder, খুন, তুমি বুঝতে পারছ না, এখুনি জানাজানি হয়ে যাবে, পুলিশ আসবে।

ললিতা। ভয় পাচ্ছ কেন ? আমি তো অস্বীকার করছি না, সব দোষ আমার, পুলিশ আমাকে জেলে রাখুক, ফাঁসি দিক আমি সহ্য করতে পারব কিন্তু এখানকার জীবন আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমি যাচ্ছি পুলিশে ফোন করতে।

পরেশ। পাগলামী কোর না ললিতা।

ললিতা। শুধু এইটুকু বিশ্বাস কর ভাল মন্দ যাই আমি করে থাকি না কেন সবই তোমার জন্যে করেছি।

পরেশ। ললিতা আমার মাথা কাজ করছে না, আমি কি করব, কি করব? (বেল বেজে উঠে) ঐ বেল বাজছে, কে?

ললিতা। কেউ দেখা করতে এসেছে।

পরেশ। তাহলে এখন উপায়?

ললিতা। মাত্র দুটো উপায় আছে, হয় আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দাও নয়ত,—

পরেশ। কি?

ললিতা। এই Deadbody সরিয়ে ফেলতে হবে। (আবার বেল বেজে উঠে)।

পরেশ। কোথায় সরাব? বেল বাজছে যে?

ললিতা। ঐ পর্দাটার আড়ালে।

[শঙ্করকে পর্দার আড়ালে সরিয়ে দেয়, ললিতা দরজা খোলে]

[প্রফেসার ও রাধুর প্রবেশ]

প্রফেসার। আরে আপনারা বাড়ীতে রয়েছেন, আমরা তো সাড়া না পেয়ে ভাবলাম আপনারা বুঝি বাড়ী নেই।

রাধু। তুমি তা ভেবে থাকতে পার প্রফেসার আমি তা ভাবিনি, আমি ভেবেছিলাম—

প্রফেসার। থাক, তোমায় আর ভাবতে হবে না রাধু, যা দেরী করলে, এই দেখ এঁদের শরবৎ খাওয়া হয়ে গেল, আজও মাংসের সিঙাড়া miss ছিঃ ছিঃ।

পরেশ। আমাদের বাইরে নেমন্তন্ন আছে, এখুনি বেরুবো।

রাধু। বেশ তো বেয়ারাকে বলে দিন, আমাদের চা সিঙাড়া দিক।

ললিতা। বেয়ারারা সব ছুটি নিয়ে গেছে।

প্রফেসার। বরাত খারাপ আমাদের। চলহে রাধু হা করে দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে?

রাধু। তাই চল। (দরজা পর্যন্ত গিয়ে)

প্রফেসার। রাধু তুমি সকালে যে কথাটা বলছিলে ?

রাধু। সে তো পরেশবাবুকে বলে লাভ নেই, সে তো বলতে হবে শঙ্করকে।

প্রফেসার। আহা এলেই যখন কথাটা পেড়ে দেখ না। শঙ্করকে একটু ডেকে দিন না।

পরেশ। শঙ্কর তো এখানে নেই।

ললিতা। কোলকাতার বাইরে গেছেন।

রাধু। কোলকাতার বাইরে, কোথায় ?

ললিতা। বম্বে।

রাধু। আশ্চর্য, এইতো আজ দুপুরে দেখা হল, অথচ কিছুই বললো না।

প্রফেসার। বরং বললে, সন্ধ্যের পর তোমার বাড়ীতে যাবে।

পরেশ। একটা জরুরী টেলিগ্রাম এসেছিল, তাই হঠাৎ চলে যেতে হয়েছে।

রাধু। তাহলে চল, বসে থেকে কোন লাভ নেই।

প্রফেসার। কার সঙ্গে বসে শরবৎ খাচ্ছিলেন ?

পরেশ। (সভয়ে) কে দেখেছে ?

প্রফেসার। না মানে তিনটে গেলাস রয়েছে কি না তাই বলছিলাম।

ললিতা। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন।

পরেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্তার ডাক্তার……

প্রফেসার। শঙ্করবাবু দেখছি তাড়াতাড়ির মাথায় দরকারী জিনিষটাও ফেলে গেছেন।

পরেশ। কি বলুন তো ?

প্রফেসার। ঐ যে পোর্ট ফলিও ব্যাগটা, ওটা তো কোন সময়ও হাত ছাড়া করে না।

পরেশ। তাই তো !

ললিতা। আমাদের তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।

প্রফেসার। Good night. Good night.

ললিতা। Good night.

[প্রফেসার ও রাধুর প্রস্থান]

পরেশ। ওঃ I am feeling awfully tired. ললিতা কি হবে ?

ললিতা। রাত্রের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। চল Trunkটা নিয়ে আসি।

পরেশ। Trunk ?

ললিতা। বড় কালো ট্রাঙ্ক, যার মধ্যে লেপ তোষক ভরা থাকে।

[Black out] [Dark]

আলো জ্বললে দেখা যায় যে পরেশ ও ললিতা দুজনে একটা ট্রাঙ্ক ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে বেশ ভারী।

পরেশ। রাখ, এখানে রাখ, আমি আর পারছি না। ললিতা, ওটা কি ?

ললিতা। স্কার্ফটা বেরিয়ে পড়েছে। ওটা ঢুকিয়ে দাও। চল চল এবার—

[দুজনে ধরাধরি করে নিয়ে যায়, আর আস্তে আস্তে পরদা নেমে আসে।]

প্রথম অঙ্ক শেষ

দ্বিতীয় অঙ্ক

[পরদা উঠলে দেখা যায় পরেশবাবু শুয়ে, ললিতা মাথার কাছে বসে]

ললিতা। কাল রাত্রেও তুমি ভাল করে ঘুমোও নি।

পরেশ। না। ঘুম এল না।

ললিতা। এ তুমি কি করছ? একে দুর্বল শরীর সবে অসুখ থেকে উঠেছ, তার উপর রাত্রে না ঘুমুলে—

পরেশ। আমি তো ইচ্ছে করে জেগে থাকছি না, বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ঘুম আসে না। চোখ বন্ধ করে রাখি, কিন্তু কান তো বন্ধ করতে পারি না। শুনতে পাই রাস্তায় লোক চলাচল করছে, কথা বলছে, পাশের ঘরে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ।

ললিতা। না তো! আমি খাওয়া দাওয়ার পরই শুয়ে পড়ি।

পরেশ। আমার মনে হল পায়ের শব্দ শুনলাম, কি জানি হয়ত আমারই ভুল। Oh it is a torture. Sleepless night.

ললিতা। ডাক্তার বলেছিলো ঘুমোবার ওষুধ খাবার জন্যে।

পরেশ। না, ঘুমের ওষুধ আমি খাবো না, যদি ঘুম না ভাঙ্গে।

ললিতা। এ সব কথা কেন চিন্তা করছ?

পরেশ। তুমি বুঝতে পারছ না ললিতা, যদি অসুখ থেকে সেরে না উঠতাম, দুঃখ ছিল না। মৃত্যুর জন্যে মনকে আমি তৈরী করে নিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে পেয়ে বাঁচার সাধ যখন বাড়লো তখন থেকে কতরকম বাধা যে আসছে; কিছুতেই মনটাকে ঠিক করতে পারছি না।

ললিতা। তোমার এ কথাগুলো যখনই শুনি আমার যে কি কষ্ট হয়, বুঝতে তো পারি শুধু আমারই জন্যে তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

পরেশ। না, না, ললিতা তুমি আমায় ভুল বুঝছ।

ললিতা। ভুল আমি বুঝিনি। আমার উচিৎ ছিলো তোমার সঙ্গে আগে

পরামর্শ করার। কেন যে মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপ্‌লো, কেন ভাবলাম শঙ্করকে সরিয়ে দিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হব।

পরেশ। সে দোষ আমার। তোমার মাথায় ঐ চিন্তা আমিই ঢুকিয়ে ছিলাম।

ললিতা। চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।

পরেশ। কোথায় ?

ললিতা। যেখানে হোক। এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলে হয়ত তুমি ভাল থাকবে।

পরেশ। এখন যাওয়া যায় না ললিতা। নিজেকে ব্যবসা দেখতে হচ্ছে। তার উপর যদি কেউ সন্দেহ করে।

ললিতা। কেন সন্দেহ করবে ? কিছুতেই তোমাকে বোঝাতে পারছি না, যদি আমরা normal থাকি কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না। তুমি আজকাল যেরকম করছ তাতেই তো ধরা পড়ে যাবে। লোকে মনে করবে নিশ্চয় কিছু হয়েছে আমাদের। Please বোঝ।

পরেশ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হঁ্যা বুঝতে পারছি, কিন্তু মনকে বোঝাতে পারছি না।

ললিতা। কি ভাবছো ?

পরেশ। But let the frame of things disjoint
both the worlds suffer,
Ere we will eat our meal in fear and sleep
In the affliction of these terrible dreams
That shake us nightly, better be
with the dead,
Whom we, to gain our peace
have sent to peace
Than on the torture of the minel to lie
In restless ecstasy.

ললিতা। আবার ম্যাকবেথ থেকে recite করছ ?

পরেশ। Macbeth, Macbeth, Macbeth has murdered sleep. Macbeth will sleep no more.

ললিতা। তুমি এ কি করছ? নিজের উপর তুমি সমস্ত control হারিয়ে ফেলছ। বুঝতে পারছ না।

পরেশ। কি করব ললিতা, আমি যে আর পারছি না (বেল বেজে উঠে) ঐ বেল বাজছে।

ললিতা। কারা?

পরেশ। সেদিনও বেল বেজেছিলো, তোমার মনে নেই?

ললিতা। সেদিন তো প্রফেসার আর রাধু এসেছিল। (দরজা ধাক্কা দেওয়ার মৃদু আওয়াজ)

পরেশ। ও:। Hark, there is knocking at the door.

ললিতা। তুমি ঘরে যাও, আমি দেখছি কে এলো।

(পরেশনাথের প্রস্থান)

[ললিতা দরজা খোলে। ডাক্তারের প্রবেশ]

ডাক্তার। হঠাৎ জরুরী তলব কেন ললিতা?

ললিতা। পরেশবাবুর শরীরটা ভাল নেই।

ডাক্তার। কি হয়েছে?

ললিতা। বুঝতে পারছি না। রাত্রে ঘুমুচ্ছেন না।

ডাক্তার। ওঁকে একবার ডাকো দেখি।

ললিতা। আমি খবর দিচ্ছি।

ডাক্তার। রুগীকে দেখবার আগে তোমাকে একবার দেখা দরকার।

ললিতা। কেন?

ডাক্তার। মুখ ফ্যাকাশে, তুমিও তো ঘুমুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে না।

ললিতা। কই না, আমি তো ঠিক ঘুমুই।

ডাক্তার। তাহলে চোখের তলায় কালি পড়তো না। তাছাড়া চোখে মুখে যে রুক্ষ ভাব ফুটে রয়েছে তাওতো তোমার স্বাভাবিক নয়।

ললিতা। হ্যাঁ ডাক্তার, আমারও rest দরকার।

ডাক্তার। কি হয়েছে তোমাদের ?

ললিতা। কিছু না।

ডাক্তার। তবে ?

ললিতা। রুগীর সেবা করতে হলে নার্সের উপরও strain পড়ে ; এ আর নতুন কি।

[পরেশনাথের প্রবেশ]

পরেশ। ওঃ, ডাক্তার, আপনি ?

ডাক্তার। হ্যাঁ এলাম আপনাকে দেখতে।

পরেশ। Did you knock at the door ?

ডাক্তার। (হেসে) হ্যাঁ দুবার বেল বাজিয়ে যখন সাড়া পেলাম না তখন দরজায় knock করেছি।

পরেশ। হ্যাঁ আমিও তাই ভেবেছিলুম। (চলে যেতে যেতে)

ডাক্তার। এখানে এসে বসুন !

পরেশ। কেন ?

ডাক্তার। পরীক্ষা করে দেখতাম !

পরেশ। পরীক্ষা ? মানে Examination ? Cross examination ? হাঃ হাঃ হাঃ ডাক্তার আমাকে অতটা বোকা মনে করবেন না।

ডাক্তার। পরেশবাবু আপনি আজ একেবারে অন্যরকম মুডে, কি ব্যাপার ?

পরেশ। আপনি খুব চালাক ডাক্তার। কিন্তু আমিও চালাক। আসুন শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি করি।

ডাক্তার। আপনি ঠাট্টা করছেন।

পরেশ। না ! না ! ঠাট্টা করিনি। ললিতা শোন, (এককোণে ডেকে নিয়ে) ডাক্তার কেন এসেছে বলতো ? ও কিছু সন্দেহ করছে ?

ললিতা। (চাপাগলায়) না, না, কি বলছ ?

পরেশ। ওর চোখ দুটো দেখ, আড় চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। Full of inquisitiveness and why ?

ললিতা। Please নিজেকে Control কর।

পরেশ। আমি কি বেশী excited হয়ে পড়ছি?

ললিতা। তুমি বুঝতে পারছ না!

পরেশ। আমি তাহলে চান করে আসি, কি বল? মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। তুমি রাগ করনি তো?

ললিতা। না, না, যাও চান করে এস।

পরেশ। ডাক্তার, আমি স্নান করতে যাচ্ছি। আমি ফিরে আসি তারপর আপনি আমায় Cross examine করবেন। আমি জানি আপনি হতাশ হবেন কারণ সব প্রশ্নের জবাব আমি আগে থেকে তৈরী করে রেখেছি।

[প্রস্থান

ডাক্তার। কি ব্যাপার ললিতা? He is not in his senses?

ললিতা। আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। রাত্রে ঘুম না হলেই এরকম ছট্‌ফট্‌ করে। আবার একটু অপেক্ষা করে দেখ কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তার। তাহলেও এমন কিছু একটা ঘটেছে যার জন্যে ওঁর মন খুব disturbed. তুমি কিছু জানো?

ললিতা। না।

ডাক্তার। শঙ্কর ফিরেছে?

ললিতা। না এখনো বম্বেতেই আছে।

ডাক্তার। ওকে টেলিগ্রাম করে ডেকে পাঠাও, আমার মনে হয় ওদের ব্যবসাতে একটা বড় রকমের গোলমাল হয়েছে। শঙ্কর এলে তার হদিশ দিতে পারবে।

ললিতা। আপাততঃ আমি কি করব?

ডাক্তার। আমি একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। এতে ঘুম হবে হয়ত একটু বেশী, সে নিয়ে চিন্তা কোর না, যতটা rest হয় ততই ওঁর পক্ষে ভাল।

ললিতা। (প্যাড এনে) বেশ, তাই লিখে দাও।

ডাক্তার। যদি ওঁর restlessness বাড়ে, আমাকে তখুনি ডেকো। আরও strong ওষুধ দিতে হবে।

ললিতা। তা আমি জানি। আজও সেইজন্যে তোমায় ডেকেছি। কাল থেকেই আমার মনে হয়েছে, ওঁর চিকিৎসার দরকার।

ডাক্তার। তাহলেও শঙ্করকে ডেকে পাঠাতে ভুলো না, কারণটা জানতে পারলে এ caseটা সারাতে সুবিধে হবে। তা ছাড়া তুমিও চেষ্টা করলে নিশ্চয় বার করতে পারবে, কোন চিন্তা ওঁকে কষ্ট দিচ্ছে।

ললিতা। আমিও চেষ্টা করব।

ডাক্তার। (উঠে পড়ে) তোমার এতটা nervous হওয়া উচিত নয়, After all you are a nurse.

ললিতা। তা আমি বুঝি ডাক্তার!

ডাক্তার। চলি, (যাবার জন্যে দরজা খোলে)

[নেপথ্যে ডাক্তার সাহেব, ডাক্তার সাহেব, প্রফেসারের গলা শুনা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রাধুর সঙ্গে প্রফেসরের প্রবেশ।]

প্রফেসার। ডাক্তার সাহেব আপনার গাড়ী দেখেই আমি এসেছি।

ডাক্তার। বলুন কি করতে পারি ?

প্রফেসার। একেবারে appetite নেই। কোন একটা টনিকের sample শিশি দিন না, কদিন খেয়ে দেখি।

রাধু। প্রফেসারের কথায় কান দেবেন না ডাক্তার, ও ওষুধ পেলে আর কিছু চায় না। বাড়ীতে যান দেখবেন এত ওষুধ-এর sample শিশি জড় করেছে যে ছোট খাট একটা dispensary.

ডাক্তার। (হেসে) একদিন বরং আমার ডাক্তারখানায় আসুন। দেখবো যদি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

প্রফেসার। ডাক্তার, শুধু আমার জন্যে নয় ; ছেলেমেয়েগুলো মানে child children বড্ড ভুগছে। একখানা ঘরের নাম দিয়েছি hospital. সব সময় দেখবেন রুগীভর্তি।

রাধু। যাই বল প্রফেসার, তোমার বাড়ী বড় নোংরা, সেইজন্তেই তো এত রোগভোগ হয়।

প্রফেসার। You shut up. নোংরা! নোংরা বললেই হল? প্রতিমাসে আমি চার টিন ফিনাইল কিনি জানো? দুশিশি ডেটল, এক গ্যালন—

রাধু। এইরে, প্রফেসারের এখন মাসকাবারি মুদীর ফর্দ শুনতে হবে। দাদখানি চাল, মুসুরীর ডাল, চিনি পাতা দই, ডিম ভরা কই···

ডাক্তার। আঃ, কেন প্রফেসারকে চটাচ্ছেন রাধুবাবু?

প্রফেসার। বলুন তো, রাধুটা এখনো adolesent রয়ে গেছে। বুঝতেই পারে না আমি কি বলছি। ডাক্তার, essentially I am a homeopath. আমার পিশেমশায় ছিলেন নামজাদা homeopathist. অথচ আমার মধ্যে কবিরাজী blood. We are বৈদ্য by cast কিন্তু allopathy করি।

রাধু। বিনা পয়সায় ওষুধ পেলে তবে।

প্রফেসার। দেখো রাধু, আমি তোমার সঙ্গে কোন কথাই বলতে চাই না। একটা sense of decency নেই। যা তা আগডুম বাগডুম বকছ। ডাক্তার, ডাক্তার শুনুন (এক পাশে নিয়ে গিয়ে কথা বলতে থাকে)

রাধু। প্রফেসারটা বদরাগী বটে কিন্তু বেরসিক নয়।

ললিতা। আপনার সঙ্গে তো সারাক্ষণই ঝগড়া হয় দেখি।

রাধু। এ ঝগড়াও বলতে পারেন আবার ভালবাসাও বলতে পারেন। এ অনেকটা দাম্পত্য কলহের মত। সেই যে সংস্কৃতের একটা শ্লোক আছে না— কিযে ঐ যে দাঁড়ান ও প্রফেসার প্রফেসার···বল না···

প্রফেসার। Disturbing ডাক্তার disturbing. তাহলে ডাক্তার ঐ কথাই রইল। আমি এরই মধ্যে একদিন আসছি।

ডাক্তার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও নিয়ে ভাববেন না। ওসব মামুলী female disease.

রাধু। (সবিস্ময়ে) কার প্রফেসারের?

প্রফেসার। Impertinent.

[সহাস্যে ডাক্তারের প্রস্থান]

রাধু। ও প্রফেসার, রাগ করছ কেন? ললিতাদেবীকে সে সংস্কৃত শ্লোকটা শুনিয়ে দাও না।

প্রফেসার। কি শ্লোক?

রাধু। সেই যে দাম্পত্য কলহশ্চইব……

প্রফেসার। থাক রাধু থাক, আর চেষ্টা কোর না, দাঁত পড়ে যাবে।

রাধু। আপনি বলুন, আমার বাবার বয়সী এই লোকটা পাঁচ ছেলের বাপ আমার পিছনে কি রকম লাগে? আমি তো ওঁর কাছে নাবালক!

প্রফেসার। তুমি স্বীকার করছ যে নাবালক?

রাধু। নিশ্চয়ই করছি।

প্রফেসার। Sister আপনি সাক্ষী রইলেন। তাহলে আর ঝগড়া নয় Peace.

রাধু। Peace.

প্রফেসার। Shake hands. Now take your seat.

ললিতা। (হেসে) আপনারা এখন মনের আনন্দে গল্প করুন। উনি চান করতে গেছেন। আমি ভেতর থেকে আসছি।

[ললিতার প্রস্থান

রাধু। যা বলছিলাম, ঠিক কিনা? দাম্পত্যের কলহ কথাটা তুললাম, কই আপত্তি করলে? বাবা যা রটে তা কিছুটা তো বটে। বিয়ের ব্যাপারটা পাকা।

প্রফেসার। দেখ আমারও তাই doubt হচ্ছে, তা ছাড়া পরেশবাবুর ঠিকুজিতে দেখিছি।

রাধু। দোহাই তোমার, তুমি আর ঠিকুজি নিয়ে আওড়িও না। তুমি তো বলেছিলে, আমার ছেলেপুলে কিছুই হবে না। এদিকে যে মেয়ের পর মেয়ে হচ্ছে কি করে বে থা দোব বলতে পার?

প্রফেসার। ও সব prejudice আমার নেই। আমার কাছে ছেলেও যা মেয়েও তা—মানে Child Children same.

রাধু। কিন্তু তুমি যা বলছ সত্যি ? সারা রাত ওঁরা জেগে থাকেন ?

প্রফেসার। আরে ভাই every night দুতিন বার করে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, কদিন ধরে দেখছি পরেশবাবু জেগে কি ব্যাপার বুঝি না।

রাধু। কিন্তু কালকের ব্যাপারটা ?

প্রফেসার। ওদের জিজ্ঞেস করতে হবে। বেশ লম্বা বুঝলে, আমি পরিষ্কার দেখলাম এই জায়গাটা থেকে গট্ গট্ গট্ গট্ করে এদিকে এল, আবার গট্ গট্ করে এই বরাবর ফিরে এলো। ঘরে আলো ছিলো না। আস্তে আস্তে গিয়ে ঐ জানলার পর্দাটা টেনে দিল।

রাধু। বেশ ভয়ের ব্যাপার ?

প্রফেসার। নয়ত বলছি কেন ? এ রীতিমত একটা mystery.

[বেল বেজে ওঠে খুব জোরে]

রাধু। এরা তো এখানে কেউ নেই, দরজা খুলে দেব ?

প্রফেসার। খোল না ভয় কি ?

রাধু। কালকের যদি সে কিম্ভূতকিমাকার লোকটা হয় তখন ?

প্রফেসার। যাঃ, ভীতুর সর্দার কোথাকার।

[রাধু দরজা খুলে দেয়। মাতাল জগবন্ধু এসে ঢোকে]

রাধু। কাকে চাই ?

জগবন্ধু। কাউকে না।

রাধু। তবে ?

জগবন্ধু। তবে কি ?

প্রফেসার। মানে What do you want ? কি চাই ?

জগবন্ধু। টাকা !

প্রফেসার। টাকা ? টাকা কোথায় পাব ?

রাধু। উনি বোধ হয় ভেবেছেন এখানে একটা টাকার গাছ আছে, নাড়লেই পড়বে। হাঃ হাঃ হাঃ।

জগবন্ধু। ঝন ঝন করে পড়বে হিঃ হিঃ হিঃ।

প্রফেসার। আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়া গেছে।

জগবন্ধু। কে মাতাল? ও এই লোকটা! (রাধুর দিকে দেখিয়ে)

রাধু। চ্যাপ্!!! (ধমকে)

জগবন্ধু। (হেসে) তবে বুঝি এই লোকটা……(প্রফেসারের দিকে)

প্রফেসার। কোথাকার অসভ্য, মাথার ঠিক নেই যাতা বক্‌ছে?

জগবন্ধু। তোমরা কারা বাবা? এখানে জুটেছ কেন? বাড়ীর লোক-জন সব কোথায় গেল?

রাধু। কাকে খুঁজছেন, পরেশবাবুকে?

জগবন্ধু। দূর, ও লোকটা বড় বেরসিক; আমাকে দেখলেই চেঁচামেচি করে।

প্রফেসার। তাহলে কাকে ডাকবো? ললিতাদেবীকে?

জগবন্ধু। ললিতা দেবী? ওঃ সেই নার্স এখনও আছে? বে থা, হয়ে গেছে কিনা জানেন? (গলা নামিয়ে)

প্রফেসার। জানি না।

জগবন্ধু। বলুন না মাইরী, আপনারা আমার friends, আপনি বলুন তো।

রাধু। হবে তো শুনছি।

প্রফেসার। আঃ রাধু, যা জানো না তা নিয়ে বাইরের লোকের সঙ্গে কথা—

জগবন্ধু। না, না, আমি বাইরের লোক নই, আমি আপনাদের ফ্রেণ্ড। আপনারা স্বীকার না করলেও আমি আপনাদের ফ্রেণ্ড। ফেণ্ড, একবার শঙ্করকে ডেকে দিন না।

রাধু। শঙ্কর তো এখানে নেই।

জগবন্ধু। এ্যাঃ এরই মধ্যে পালিয়েছে? আমি বলেই ছিলাম বাবা পালাতে হবে। Will টুইল সব ফক্কা, কি মিললো তো?

রাধু। কি আবোল তাবোল বকছেন, শঙ্কর বম্বে গেছে।

প্রফেসার। বম্বে গে……

জগবন্ধু। আরে মশাই প্রথমে সবাই ও রকম বম্বে যায়; তার পরেই

মাদ্রাজ, তার পর কাশ্মীর, শেষে দণ্ডকারণ্য। ও সব আমি জানি। এখন তাহলে আমি কি করি ?

প্রফেসার। আপনি কি করবেন তা আমরা কি করে জানব ?

জগবন্ধু। যাই, শুড়িখানাতেই ফিরে যাই।

প্রফেসার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেইখানেই যান, সেই হচ্ছে আপনার ঠিক জায়গা।

জগবন্ধু। তা আমি জানি, কিন্তু গেলেই পাত্তি চাইবে। আরে এই তো আপনারা রয়েছেন। আপনারা তো আমার ফ্রেণ্ড! হ্যাঁ ফ্রেণ্ড!

রাধু ও প্রফেসার। হ্যাঁ আমরা ফ্রেণ্ড !!

জগবন্ধু। তা হলে friendship এর fees দিন।

দুজনে। Friendship এর fees ?

জগবন্ধু। আপনার পাঁচ টাকা এনার পাঁচ টাকা।

প্রফেসার। আচ্ছা আবদার, ওঃ পাঁচ টাকা দিলেই হল ?

জগবন্ধু। না দিলে আমি চেঁচাব।

প্রফেসার। সে কি মশাই ?

জগবন্ধু। হ্যাঁ চেঁচাব, ওমনি লোক জড় হবে। আঃ নাটক কেমন জমবে, কি বলুন ? আপনারা তো আমার ফ্রেণ্ড আমি চেঁচাই আঃ আঃ আঃ।

প্রফেসার। করেন কি, করেন কি ?

রাধু। দোহাই আপনার চেঁচাবেন না।

জগবন্ধু। টাকা দিন, নইলে চেঁচাব আঃ! আঃ !! আঃ !!!

দুজনে। দিচ্ছি দিচ্ছি (দুজনে দুটো পাঁচ টাকার নোট জগবন্ধুর হাতে গুঁজে দেয়)

[নোটের দিকে তাকিয়ে হেসে]

জগবন্ধু। বল হরি হরি বোল। বল হরি হরি বোল (পকেটে নোট ঢুকিয়ে) তাহলে আমি চলি। Friends good bye, good bye.

[প্রস্থান]

প্রফেসার। বাপরে বাপরে বাপ, একেবারে দশ দশটা টাকা নিয়ে চলে গেল ?

রাধু। তুমিই তো দিয়ে দিলে, আমার তেমন দেবার ইচ্ছা ছিল না।

প্রফেসার। দেবার তোমার ইচ্ছা ছিল না ? রাধু, একটা কথাও তো বলতে পারলে না ; friend friend করে মাতালটার গলা জড়িয়ে ধরলে।

রাধু। তুমি বুঝি foe foe করছিলে ?

প্রফেসার। ছিঃ ছিঃ একদিনের বাজারের টাকা শুড়িখানায় চলে গেল ! কিন্তু রাধু ও লোকটা কে ?

রাধু। কে আবার, একটা মাতাল !

প্রফেসার। কিন্তু এ বাড়ীতে এল কেন ? পরেশবাবুদের সবাইকেই তো চেনে দেখলাম।

রাধু। তা বটে। তুমি ঠিক বলেছ প্রফেসার। এ বাড়ী mysteryতে ভরা।

প্রফেসার। চুপ, চুপ, ওঁরা কেউ আসছেন।

[দরজা খুলে পরেশনাথ ও ললিতাদেবীর প্রবেশ]

পরেশ। শুনলাম আপনারা এসেছেন, কিন্তু স্নান করতে গিয়েছিলাম তাই আসতে দেরী হল।

দুজনে। না না, ঠিক আছে, আমরা নিজেরাই আলাপ করছিলাম।

পরেশ। বেশ জোরেই করছিলেন।

প্রফেসার। তা করছিলাম, বুঝলেন না, আমরা আপনার বাড়ীতে এলে বড় homely feel করি।

রাধু। নিজেদের না, lonely মোটেই মনে হয় না। প্রফেসার কি রকম punটা দিলাম।

প্রফেসার। এটাকে পান্ বলে না রাধু, এ খয়ের। চুনও বলতে পার। পান সাজতে হলে পাতার দরকার হয়। Green leaf, green leaf.

ললিতা। এইরে ওদের আবার তর্ক শুরু হল।

রাধু। না, না, আর আমরা তর্ক করব না। ও প্রফেসার, বল না কাল রাত্রে কি দেখেছ ?

ললিতা। কি দেখেছেন ?

প্রফেসার। দেখুন জোর দিয়ে বলা শক্ত। কারণ আমি সবে ঘুম থেকে উঠে অভ্যেসমত bath roomএর দিকে যাচ্ছিলাম, আপনাদের এই জানালাটা আমার বারান্দা থেকে বেশ ভাল ভাবেই দেখা যায়। হঠাৎ নজরে পড়ল এই ঘরের মধ্যে কে যেন চলাফেরা করছে। আলো নেভানো ছিল বলে তাই স্পষ্ট দেখতে পাইনি।

ললিতা। আমাদেরই কারুকে হয়ত দেখেছিলেন, অনেক সময় তো রাত্রে উঠি।

প্রফেসার। উঁঃ হু। সে মেয়ে নয়, আর পরেশবাবুও নন। কারণ লোকটা একটি বেখাপ্পা ধরনের, তাই কট্ করে আমার নজরে পড়েছিলো।

পরেশ। লোকটা কি করছিলো ?

প্রফেসার। আজ্ঞে তা তো দেখতে পাইনি। আস্তে আস্তে গিয়ে ঐ জানালাটার পর্দাটা টেনে দিলো।

ললিতা। আপনি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছেন।

রাধু। আঃ আমি ঐ রকম একটা কিছু ভাবছিলাম। প্রফেসারটা বড্ড ঘুমোয়, যারা অতো ঘুময় তারা স্বপ্নও দেখে। Latest থিয়োরীতে বলছে কুম্ভকর্ণ নাকি full length cinemaর মত স্বপ্ন দেখত।

প্রফেসার। আমি বাজী রেখে বলতে পারি এ স্বপ্ন নয়। আমি তক্ষুণি গিয়ে আমার wifeকে বলেছি।

রাধু। বেশ চল তোমার wifeএর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করা যাক ?

প্রফেসার। তুমি যে কেন যেতে চাইছ রাধু সে আর আমি বুঝি না ? এই দেখে এলে তোমার বৌদি মাল্পো ভাজছে, তা হ্যাঁ রাধু এখোনো ভাল করে রস ঢোকেনি, তুমি গেলে একখানাও বাঁচবে ? কুম্ভকর্ণ শুধু স্বপ্ন দেখত না রাধু, খেতো, কুড়িটা হাতীর খাওয়া একসঙ্গে খেতো।

রাধু। তার চেয়ে বল না তোমার মিথ্যেটা ধরা পড়ে যাবে, তাই তুমি যেতে চাইছ না?

প্রফেসার। এখুনি চল। কিন্তু এই ভদ্রলোকের সামনে word of honour দাও, যদি আমার wife বলে, ঠাকুরপো দুটো মালপো খেয়ে যাও—তোমাকে বলতে হবে, না বৌদি আমার খিদে নেই আমি খাব না; তবে নিয়ে যাব।

রাধু। বেশ আমি কথা দিচ্ছি, সত্য বই মিথ্যা বলিব না, মালপো দিলেও মালপো খাইব না।

প্রফেসার। বেশ তাহলে চল। আমরা আসছি স্যর।

[দুজনে বকবক করতে করতে প্রস্থান]

ললিতা। উঃ কি বকরবকর করতে পারে। Government যদি কথার উপর ট্যাক্স বসাত তাহলে অনেক রোজগার করত এদের কাছ থেকে। এত গম্ভীর হয়ে কি ভাবছ?

পরেশ। ভাবছি প্রফেসারের কথাগুলো।

ললিতা। ওর যতসব আজগুবী কথা।

পরেশ। আমিও তাই বলে উড়িয়ে দিতে পারতাম, যদি নিজে না দেখতাম।

ললিতা। কি দেখেছ তুমি?

পরেশ। ঐ লোকটাকে।

ললিতা। কি বলছ?

পরেশ। ঘুম আসছিল না, আমি তখন বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছি। হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার খাটের চারপাশে ঘোরা ফেরা করছে। প্রথমটা ভয় পেলাম, সজাগ হয়ে উঠে অল্প করে চোখ খুলে দেখি, একটা ছায়ামূর্তি যেন আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি কে কে বলে চেঁচালাম। তার পরে আর কাউকে দেখতে পেলাম না। কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

ললিতা। এ দরজা তো বন্ধ ছিল।

পরেশ। হ্যাঁ, এ জানালাটাও। ভোরের বেলায় আমি নিজে খুলে দিয়েছি তাই তুমি খোলা দেখেছ।

ললিতা। এ কথা তুমি আমায় আগে বলনি কেন?

পরেশ। যদি আমার মনের ভুল হয়। তুমি আমায় বিশ্বাস করতে না। এখন প্রফেসারের কথা শুনে মনে হচ্ছে কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়, সারা শরীর তার কালো কাপড়ে ঢাকা।

ললিতা। তখন সময় কটা মনে আছে?

পরেশ। রাত তিনটে বাজে। ঘড়িতে ঘণ্টা বাজলো। আমি বিছানায় শুয়ে শুনলাম ঢং ঢং ঢং। প্রত্যেকদিন রাত্রে ঠিক ঐ সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

ললিতা। আশ্চর্য!

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। Suspense music. ঘড়িতে তিনটে বাজল, আস্তে আস্তে বাইরে দরজা খুলে যায়, বর্ণনা অনুযায়ী কালো কাপড়ে ঢাকা একটি ছায়া মূর্তি ঘরে এসে ঢোকে। জানালাটা বন্ধ করে টেবিলের উপর একটা চিঠি রাখে। ভেতর থেকে পরেশ-নাথের গলার আওয়াজ আসে—কে—কে—ছায়ামূর্তি দ্রুত পালিয়ে যায় ভেতর বাড়ীতে। সঙ্গে সঙ্গে ললিতা ও পরেশনাথের প্রবেশ]

পরেশ। আমি পায়ের শব্দ শুনেছি, সেই পায়ের শব্দ। ললিতা, ললিতা—

ললিতা। আমি তো তোমার চিৎকার শুনে উঠে পড়লাম।

পরেশ। দরজা তো বন্ধই রয়েছে।

ললিতা। কি ভাবে ঢুকলো?

পরেশ। আশ্চর্য!

ললিতা। কে আসছে, কেন আসছে, কি চায়!

পরেশ। দেখত টেবিলের উপর ওটা কি?

ললিতা। (সভয়ে) একটা চিঠি।

পরেশ। এইটে রাখতে এসেছিলো। (খাম ছিঁড়ে পরেশনাথ পড়তে থাকেন)

পরেশবাবু

এ আমার দ্বিতীয় চিঠি। আগের টাকা যথাসময়ে পেয়েছি সে জন্য ধন্যবাদ। আরো দশ হাজার টাকা চাই। পরশু দিনের বেলায় একটি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করবে চাকরির জন্যে। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন আগে কোথাও কাজ করেছে কিনা, সে বলবে Post Officeএ। আপনি আগে থেকেই একটা ছোট কাঠের বাক্সে দশ হাজার টাকা ভরে রাখবেন। ওকে বলবেন এটা রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে ; তাহলেই টাকাটা আমি পেয়ে যাব। যে লোকটা যাবে সে অত্যন্ত নিরীহ লোক। তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবেন না। আপনি এবং ললিতাদেবী আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আপনারা শঙ্করকে খুন করেছেন তা আমরা জানি। প্রমাণ পত্র মজুত আছে। কথার অন্যথা হলেই গোপন তথ্য ফাঁস করে দেব। ইতি

নিশাচর

পরেশ। কাল আবার !

ললিতা। এর আগের বার পাঁচ হাজার নিয়েছিল এবার দশ হাজার, কিন্তু এ চাওয়া ত থামবে না। কতদিন তুমি এদের টাকা দেবে !

পরেশ। এ ছাড়া উপায় কি ললিতা ?

ললিতা। পুলিশকে খবর দিয়ে রাখ লোকটা এলেই তাকে ধরিয়ে দাও।

পরেশ। পুলিশ ! তারা এলেই ত আমাদের arrest করবে।

ললিতা। কোন অপরাধে ?

পরেশ। শঙ্করকে খুন করেছি আমরা।

ললিতা। কি প্রমাণ তার ?

পরেশ। কি বলছ ললিতা ?

ললিতা। কোন প্রমাণ নেই। আমরা অস্বীকার করব। তুমি মনের জোর কর, নিশাচরই হোক, যেই হোক টাকা না দিয়ে বিদায় করে দাও, দেখা যাক কি হয়।

পরেশ। না, না, তা হয় না। কোন গোলমাল হলেই আমি জানি আমাকে বাঁচাতে সব দোষ তুমি নিজেই স্বীকার করে নেবে। ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে চলে যাবে। না, না, তা আমি সহ্য করতে পারবো না।

ললিতা। আমাকে বাঁচাতে তুমি সারা জীবন এ যন্ত্রণা ভোগ করবে?

পরেশ। করব ললিতা, এ সংসারের দাঁড়িপাল্লায় একদিকে আমি তোমাকে রেখেছি আর এক দিকে আমার মান, অর্থ সব কিছুই।

ললিতা। আমি যে তার যোগ্য নই।

পরেশ। এতো কিছুই নয়। এর চেয়ে তুমি অনেক বড়। ললিতা—

ললিতা। বল।

পরেশ। যত বিপদ, যত দুঃখই আসুক না কেন, তুমি আমার পাশে থাকলে, আমি সব কিছুই সহ্য করতে পারব। বল তুমি থাকবে? কথা দাও।

ললিতা। থাকবো।

পরেশ। চল অনেক রাত হল, শোবে চল।

[আলো নিভিয়ে প্রস্থান। Suspense music. ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক চেয়ে টেবিলের উপর থেকে চিঠিটা বের করে নেয়। আস্তে আস্তে বাইরের দরজা দিয়ে বার হয়ে যায়।]

[আলো জ্বললে দেখা যাবে বেল বাজছে। দিনের বেলা। ললিতা দরজা খুলে দেয়। একটি ভদ্রলোক প্রবেশ করে। চেহারায় দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট।]

ভদ্রলোক। আমি পরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ললিতা। উনি এখন বিশ্রাম করছেন।

ভদ্রলোক। একটু খবর দিয়ে দেখুন, বলুন চাকরির খোঁজে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

ললিতা। ওঃ, বসুন, আমি ডাকছি।

[ভদ্রলোক ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে চেয়ারে বসে। পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরায়। একটু পরে পরেশবাবু ও ললিতার প্রবেশ।]

ভদ্রলোক। আপনি পরেশবাবু?

পরেশ। হ্যাঁ।

ভদ্রলোক। আমি একটা চাকরির খোঁজে এসেছিলাম।

পরেশ। আগে কোথাও কাজ করেছেন ?

ভদ্রলোক। Post officeএ।

পরেশ। হুঁ। আপনার নাম ?

ভদ্রলোক। তা তো জানি না।

পরেশ। বাড়ীর ঠিকানা ?

ভদ্রলোক। নেই।

পরেশ। একটা বাক্স আছে percel করে পাঠিয়ে দিতে পারবেন ?

ভদ্রলোক। পারব।

পরেশ। ললিতা বাক্সটা এনে দাও। (ললিতা চলে যায়) আপনি বোধহয় আর কিছুই বলবেন না ?

ভদ্রলোক। না, আমি তো Post office.

পরেশ। কত বয়স ?

ভদ্রলোক। Post officeএর আবার বয়স কি ?

পরেশ। সিগারেট খাবেন ?

ভদ্রলোক। সিগারেট ?

পরেশ। ভয় পাবেন না, এতে কিছু মেশান নেই।

ভদ্রলোক। তা নয়, অভ্যেস নেই তো ? দিন একটা, পকেটে রেখে দিই। হয়ত পরে কাজ দেবে। (ললিতা বাক্সটা এনে ভদ্রলোকের হাতে দেয়) ধন্যবাদ, চলি।

পরেশ। যে চাকরির দরখাস্ত করতে এসেছিলেন সেটা কিন্তু রেখে গেলেন না, বলা তো যায় না আমি হয়ত চাকরি দিতাম।

ভদ্রলোক। অশেষ ধন্যবাদ, প্রয়োজন হলে আবার হয়ত চাকরির দরখাস্ত নিয়ে আসতে হবে।

পরেশ। ওঃ।

ভদ্রলোক। (যেতে যেতে) ওঃ হ্যাঁ এই স্কার্ফটা হয়ত আপনাদের কাজে লাগতে পারে।

পরেশ। স্কার্ফ ?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ। টেবিলের উপর রেখে গেলাম।

পরেশ। (তুলে নিয়ে) এই স্কার্ফটা ওরা পেল কোত্থেকে ?

ললিতা। আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না।

পরেশ। শঙ্করের গলায় শেষ পর্যন্ত এটা ছিল, strange !

ললিতা। কিন্তু এটা আমাদের কাছে পাঠাবার উদ্দেশ্য কি ?

পরেশ। আমি বুঝতে পেরেছি কেন পাঠিয়েছে। (ফিরে) ওকি আপনি এখনো যান নি ? ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন ?

[ভদ্রলোক পিঠ দিয়ে পেছন ফিরল, মুখ যন্ত্রণায় ফ্যাকাশে, আস্তে আস্তে মাটিতে কোল্যাপস্ করে]

পরেশ। কি হলো ?

ভদ্রলোক। বড় যন্ত্রণা, উঃ।

পরেশ। (ললিতাকে) এ আবার কি ফ্যাসাদ ? লোকটা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে যে ?

ললিতা। আমার মনে হয় Renal pain. ওকে ধরাধরি করে শুইয়ে দাও।

পরেশ। উঠুন, ঐ সোফায় বসবেন চলুন।

ভদ্রলোক। আমি পারছি না।

পরেশ। আমি ধরছি চলুন (ধরে সোফায় বসিয়ে দেয়)।

ললিতা। (নাড়ি দেখে) অনেকদিন থেকে পেটে যন্ত্রণা ?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ।

ললিতা। ডাক্তারেরা কি বলেন ? Renal pain ?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ, যখন বাড়ে হঠাৎ। উঃ, আঃ।

ললিতা। আমি ওষুধ দিচ্ছি, এখুনি আরাম পাবেন।

পরেশ। খাবেন কি না জিজ্ঞেস কর।

ভদ্রলোক। হ্যাঁ দিন, এ অসহ্য, আর আমি পারছি না। উঃ

[ললিতা ট্যাবলেট এনে দেয়, ভদ্রলোক জল দিয়ে খেয়ে ফেলে]

ললিতা। আপনি চোখ বুজে রেস্ট নিন্। এখুনি ব্যথা কমে যাবে।

পরেশ। এ কি আপদ বলো ত। তুমি আবার নিজের বুদ্ধিতে ওষুধ দিতে গেলে কেন? যদি কিছু হয়, আবার আমাদের নিয়ে টানাটানি করবে।

ললিতা। কি করব, আমি নার্স, চোখের সামনে একটা লোক কষ্ট পাচ্ছে দেখছি, জানি একটা ওষুধ দিলে সেরে যাবে, তাও দিতে পারব না?

পরেশ। এরা তো আমাদের বন্ধু নয়, শত্রু।

ললিতা। তবু তো সে মানুষ।

পরেশ। মানুষ, মানুষ, যদি কোন শয়তানির প্যাচ থাকে?

ললিতা। সে আমাদের দুর্ভাগ্য।

পরেশ। ললিতা শোন, এদিকে এস, (কোণে গিয়ে) বুঝতে পারছি না কেন এই স্কার্ফটা আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। জলের তলা থেকে নিশ্চয়ই ওরা সেই ট্রাঙ্কটা তুলেছে। এটা তারই প্রমাণ; তা না হলে এই স্কার্ফটা ওরা পাবে কোত্থেকে? সেই জন্যেই বরাবর নিশাচর লিখছে শঙ্করকে যে আমরা খুন করেছি তার প্রমাণ ওর কাছে আছে।

ললিতা। থাকুক প্রমাণ, কিন্তু কি করে সে আমাদের জড়াতে পারে আমি বুঝতে পারছি না। আমিও ওদের সহজে ছেড়ে দেব না।

পরেশ। কি করবে?

ললিতা। আমি খুঁজে বার করব নিশাচর কে।

পরেশ। কি করে?

ললিতা। তুমি একটু ওঘরে যাও। আমি ঐ লোকটার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

[পরেশ পাশের ঘরে চলে যায়, ললিতা লোকটার কাছে যায়]

ললিতা। এখন কি রকম লাগছে?

ভদ্রলোক। কমছে।

ললিতা। এ রোগ বেশীদিন পুষে রাখবেন না, পরে বিপদে পড়বেন।

ভদ্রলোক। কি করব? কি করে চিকিৎসা করাব, আমি যে বড় গরীব।

ললিতা। ভয় নেই, আমার একজন পরিচিত ডাক্তার আছেন,

আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। তার সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করবেন সারিয়ে তুলতে।

ভদ্রলোক। আপনার অনেক দয়া।

ললিতা। এতে দয়ার কি আছে? আপনি কষ্ট পাচ্ছেন দেখছি, সাহায্য করব না?

ভদ্রলোক। এ সংসারে কেউ করে না।

ললিতা। নিজে অনেক ব্যথা পেয়েছি বলে, অন্যের ব্যথাও আমি বুঝতে পারি। শুধু শরীরেই তো আপনার যন্ত্রণা নয় আরও বেশী যন্ত্রণা আপনার মনের মধ্যে।

ভদ্রলোক। কি করে জানলেন?

ললিতা। তা না হলে কেউ সাধ করে নিশাচরের Post office হয়।

ভদ্রলোক। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ঠিকই বলেছেন আপনি।

ললিতা। এমন কোন ঘটনা আপনার জীবনে ঘটেছে যা ঐ শয়তানের দল জানে। তাই জোর করে আপনাকে Post office বানিয়েছে। আপনাকে কোনদিন ওরা সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে দেবে না। তাই নয় কি?

ভদ্রলোক। সত্যি। বেঁচে থাকার কোন অর্থই আমি আর খুঁজে পাই না। এই যে বাক্সটা আপনি আমায় দিলেন, ওতে কি আছে আমি জানি না, যদি একটা জ্যান্ত সাপও হত তবুও আমায় নিয়ে যেতে হবে। নইলে—

ললিতা। থাক। আর বলতে হবে না। আমি সব বুঝতে পেরেছি। একটা সত্যি কথা বলবেন?

ভদ্রলোক। বলব।

ললিতা। নিশাচর কে?

ভদ্রলোক। আমি জানি না, তাকে আমি কখনও দেখিনি। (সভয়ে চিৎকার করে)

ললিতা। তাহলে কাজ করেন কি করে?

ভদ্রলোক। আমাদের বাড়ীর কাছে একটা পানওয়ালা আছে, সেই নির্দেশ দেয়।

ললিতা। এ বাক্স তার কাছেই জমা দেবেন ?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ।

ললিতা। আর প্রশ্ন করে আপনাকে বিপদে ফেলতে চাই না।

ভদ্রলোক। বেশ, আমি এখন যাই। অনেক দেরী হয়ে গেছে। ওরা নিশ্চয়ই আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

ললিতা। যেতে কষ্ট হবে নাতো ?

ভদ্রলোক। না, এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছি। নমস্কার।

[বাক্স নিয়ে ভদ্রলোক প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে পরেশনাথের প্রবেশ]

পরেশ। লোকটা চলে গেছে ? কিছু বললে ?

ললিতা। অনেক কথাই। তবে এখন বলে কোন লাভ নেই। মনে হচ্ছে নিশাচরের সন্ধান আমি পেয়েছি।

পরেশ। কি বলছ ললিতা ?

ললিতা। আমি তার মৌচাকেই ঢিল ছুঁড়েছি।

পরেশ। (কাছে গিয়ে) ললিতা—।

[অন্ধকার হয় মঞ্চ]

[Suspense Music. আলো জ্বললে দেখা যাবে চঞ্চল পায়ে ললিতা ঘরে পায়চারী করছে। জানালার পর্দাটা টেনে দেয়, দরজাটাও বন্ধ করে দেয়। আলোটা কমিয়ে নেভাতে যাবে এমন সময় পরেশনাথের প্রবেশ]

পরেশ। তুমি এখন শুতে যাবে না ললিতা ? রাত প্রায় একটা হল।

ললিতা। তুমি কেন উঠে উঠে আসছ ? যাও শুয়ে পড়।

পরেশ। আমি তো তখন থেকেই শুয়ে আছি।

ললিতা। কেন ঘুম হচ্ছে না ?

পরেশ। ঘুমুচ্ছি। আবার ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। দেখছি এঘরে আলো জ্বলছে। বুঝতে পারছি তুমি জেগে রয়েছ। কি করে আমি ঘুমুব ?

ললিতা। Please একটা রাত আমাকে জেগে থাকতে দাও।

পরেশ। শরীর খারাপ করবে যে।

ললিতা। তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি নার্স ছিলাম। রাতের পর রাত Night duty করেছি। রাত জাগা আমার অভ্যেস আছে।

পরেশ। কিন্তু কি করছ তুমি?

ললিতা। কয়েকটা কথা লিখে রাখছি ডায়রীতে। যদি আমি না থাকি, এ কথাগুলোই একজনের বিরুদ্ধে অকাট্য সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে।

পরেশ। দিনের বেলাতেও লেখা যায়।

ললিতা। যায়, কিন্তু কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারি না। লেখার তো অভ্যাস নেই। তবু রাত্রিবেলা মনের কথাটা প্রকাশ করতে পারি। Nursing carrierএও report লিখতাম আমি রাত্রে।

পরেশ। তুমি বড্ড excited হয়ে রয়েছ।

ললিতা। (হাসবার চেষ্টা) কই না। যাও তুমি শুয়ে পড় লক্ষ্মীটি, আমাকে কাজ করতে দাও।

পরেশ। দরজা বন্ধ করে দিয়েছ?

ললিতা। হ্যাঁ লক করা আছে।

পরেশ। যাই শুয়ে পড়ি। দেখি ঘুম আসে কিনা?

[ললিতা টেবিলে ডায়রী লিখে, হঠাৎ উঠে পড়ে জানালার পর্দা সরিয়ে কিছু দেখে, আবার ফিরে এসে টেবিলের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবে। একটু পরে দরজাটা বন্ধ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে। ফিরে এসে সোফায় বসে। একটা বই নিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে যখন ঢুলুনি আসে বইটা রেখে চোখ বুজে ঘুমোয়। আলো নিভে যায়। Suspense Music. ললিতা ঘুমুচ্ছে, রাত তিনটে বাজলো, দরজায় চাবি লাগানোর শব্দ। দরজা খুলে যায়, ছায়ামূর্তি প্রবেশ করে। চারিদিক ভাল করে সাবধানে দেখে নেয়। তারপর আস্তে আস্তে ললিতার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় ও গলায় একটা দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে জোরে টান মারে। ললিতা চিৎকার করে পড়ে যায় এবং হঠাৎ একটা বাসন পড়ার শব্দে ছায়ামূর্তি চমকে উঠে পালিয়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। পর্দা নেমে আসে।]

তৃতীয় অঙ্ক

[চিন্তিত পরেশনাথ পায়চারী করে, অদূরে ললিতা সোফায় বসে। সামনে গেলাসে দুধ।]

পরেশ। দুধটা খেয়ে নাও।

ললিতা। ভাল লাগছে না।

পরেশ। তুমি এখনও দুর্বল।

ললিতা। কিন্তু কে হতে পারে?

পরেশ। এখন চিন্তা করে লাভ নেই, তুমি একটু সুস্থ হয়ে ওঠ।

ললিতা। আমি দুর্বল হইনি, বিস্মিত হয়েছি। কাউকে কি বিশ্বাস করার উপায় নেই?

পরেশ। তুমি তো গোয়ার্তুমি করে এত রাত পর্যন্ত একলা বসে রইলে, কতবার ডাকলাম—তবু তুমি এলে না।

ললিতা। তাই তো জান্‌তে পারলাম, আমার উপরেও কারুর আক্রোশ আছে। সে আমাকে মেরে ফেলতে চায়।

পরেশ। কেন?

ললিতা। তা তো জানি না।

পরেশ। তুমি কি সত্যি কথা বলছ?

ললিতা। তার মানে?

পরেশ। সত্যি তুমি বুঝতে পারছ না, কে তোমাকে মেরে ফেলতে চায়?

ললিতা। না।

পরেশ। For heaven's sake ললিতা, speak out the truth. শঙ্করকে যে বিষ তুমি দিয়েছিলে, কোথায় পেয়েছিলে?

ললিতা। বিষ আমার কাছে ছিলো।

পরেশ। মিথ্যে কথা, বল কে তোমায় বিষ দিয়েছিলো?

ললিতা। না, কেউ দেয়নি।

পরেশ। Don't tell a lie. নিশ্চয়ই ডাক্তার তোমাকে বিষ দিয়েছে। শঙ্করকে হত্যা করার বুদ্ধি যুগিয়েছে। সত্যি কিনা বল?

ললিত। না ডাক্তার ও বিষ দেয়নি। শঙ্কর যে মারা গেছে সেকথাও সে জানে না, (সভয়ে) ওরকম করে কি দেখছ ?

পরেশ। কিছুনা ললিতা।

There's a divinity that shapes our end,
Rough how there how we will ?

ডাক্তার, ডাক্তার I am certain Doctor came last night to kill you.

ললিতা। না না, এ হতে পারে না।

পরেশ। সে ছাড়া আর কে ? ললিতা, ডাক্তার তোমাকে সরাতে চায় কেন না তুমি তার পাপকীর্তির একমাত্র সাক্ষী। নিশ্চয় সে তোমাকে দিয়ে শঙ্করকে হত্যা করিয়ে এখন নিশাচরের ছদ্মনামে আমাকে Blackmail করে টাকা বার করে নিয়ে যাচ্ছে।

ললিতা। না, না, তা নয়।

পরেশ। তুমি বলনি ডাক্তার-এর টাকার দরকার, সে একটা Dispensary খুলতে চায় ?

ললিতা। হ্যাঁ বলেছিলাম।

পরেশ। কাল রাত্রে তুমি তারই সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছিলে, যে জন্যে আমাকে ওঘরে সরিয়ে দিয়েছিলে।

ললিতা। বিশ্বাস কর এসব মিথ্যে কথা।

পরেশ। যদি আমি এসব বিশ্বাস করতে পারতাম, ওঃ ললিতা, Please leave me alone. আমাকে একলা থাকতে দাও।

[ললিতার প্রস্থান]

পরেশ। Foul whisperings are abroad
Unnatural deeds
Do breed unnatural troubles
infected minds
To their deaf pillows will discharge
their secrets ;
More needs she the devine
than the physician
O God God forgive us all.

[বেল বাজে]

পরেশ। আবার কে ?

[দরজা খুলে দেয়—ডাক্তার ঢোকে]

ও, এই যে ডাক্তার ; I was expecting you.

ডাক্তার। (হাসবার চেষ্টা করে) কেন ? কোন দরকার আছে নাকি ?

পরেশ। আমার দরকার না থাকলেও আপনার ত দরকার থাকতে পারে। আপনার পেসেণ্ট্ কেমন আছে, তা জানবার কৌতূহল মনে জাগছে নিশ্চয়।

ডাক্তার। আপনাকে তো ভালই দেখছি।

পরেশ। এখন তো আমি আপনার পেসেণ্ট্ নই। পেসেণ্ট্ ললিতা।

ডাক্তার। ললিতা ? কেন ? কি হয়েছে তার ?

পরেশ। চমৎকার acting. কিছুই জানেন না মনে হচ্ছে।

ডাক্তার। সত্যিই জানি না। কি ব্যাপার বলুন তো ?

পরেশ। কাল রাত্রে কে বা কারা ললিতার গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করার চেষ্টা করেছে।

ডাক্তার। কি বলছেন আপনি !

পরেশ। সত্যি কথাই, mere facts. ভয় নেই, ললিতা কাউকে দেখতে পায়নি ; ও তখন ঢুলছিল, কেউ তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে জোরে টান মারে।

ডাক্তার। Strange ! পুলিশে খবর দিয়েছেন ?

পরেশ। না।

ডাক্তার। কেন ?

পরেশ। ললিতা বারণ করেছে।

ডাক্তার। ললিতাকে একবার ডাকুন তো, আমি কথা বলতে চাই। আমি তো বুঝতেই পারছি না ললিতার উপর attempt করার কি অর্থ।

পরেশ। Just to get rid of her. বুঝতে পারছেন না, সাক্ষী সরিয়ে ফেলতে চায়।

ডাক্তার। কে ?

পরেশ। সে তো আমারও প্রশ্ন, আপনি তো ললিতাকে অনেকদিন থেকেই চেনেন, হয়ত বলতে পারবেন কে বা কারা ললিতাকে হত্যা করতে চায়।

ডাক্তার। আপনি বলতে চাইছেন—

পরেশ। আমি কিছুই বলিনি, ললিতাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তার সঙ্গে পরামর্শ করুন।

[পরেশনাথের প্রস্থান। ডাক্তার চিন্তা করতে করতে পায়চারী করে এবং হঠাৎ কি ভেবে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়, ললিতা ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে খোঁজে এমন সময়—]

ডাক্তার। (জানালা থেকে) আমি এখানে।

ললিতা। ওখানে কি করছ ?

ডাক্তার। দেখছিলাম এই বারান্দা দিয়ে বাড়ীর ভেতর থেকে বাইরে যাওয়া যায় কি না।

ললিতা। হ্যাঁ যায়।

ডাক্তার। That explains. আমি এইটুকুই চাইছিলাম।

ললিতা। কি বলছ ?

ডাক্তার। আমি আস্‌ছি। (দরজা দিয়ে প্রবেশ) পরেশবাবু যা বলছেন সত্যি, কাল তোমার life-এর উপর attempt হয়েছিল ?

ললিতা। হ্যাঁ।

ডাক্তার। তুমি কাউকে দেখতে পাও নি ?

ললিতা। না।

ডাক্তার। পরেশবাবু তখন কোথায় ছিলেন জানো ?

ললিতা। ঘরে।

ডাক্তার। তুমি কি করে জানলে ?

ললিতা। আমি শুতে পাঠিয়েছিলাম।

ডাক্তার। তুমি পাঠিয়েছিলে ঠিকই কিন্তু উনি ঘুমোন নি।

ললিতা। তার মানে ?

ডাক্তার। অপেক্ষা করছিলেন কখন তুমি ঘুমিয়ে পড় তারই জন্যে। তুমি কাল রাত্রে কোথায় বসেছিলে বলত? (ললিতা সোফায় গিয়ে বসে) ধর আমি পরেশনাথ। এই ঘর থেকে বেরুলাম, দেখছি তুমি ঐখানে ঘুমচ্ছ, আমি পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম, গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারলাম টান।

ললিতা। না, না, তা সম্ভব নয়। যদি আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত?

ডাক্তার। পরেশবাবু কিছুই করতেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতেন তোমার সঙ্গে, তাঁকে সন্দেহ করার কিছুই ছিল না। দরজা কি খোলা ছিলো?

ললিতা। না বন্ধ ছিল।

ডাক্তার। তবেই বোঝ এ নিশ্চয় ভেতরের লোকের কাজ। ধর পরেশবাবু যদি বাইরে থেকেই আসতে চান তারও অসুবিধে নেই। তোমার নির্দেশ মত উনি ঘরে শুতে গেলেন, ফের পেছনের বারান্দা দিয়ে এসে চাবি দিয়ে দরজা খুললেন, এ ঘরের চাবি ওনার কাছে আছে।

ললিতা। কিন্তু কি কারণ? কেন উনি আমায় হত্যা করতে চাইবেন?

ডাক্তার। আঃ ললিতা তুমি এখনও ছেলেমানুষ। তোমার প্রতি সত্যি দুর্বলতা ওঁর জন্মেছিল, তোমাকে তিনি অনেকখানি প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, ভেতরের ব্যাপার তুমি সবই জানতে পেরেছ। এখন তোমাকে সরিয়ে ফেলার দরকার।

ললিতা। না, না, পরেশবাবু এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না।

ডাক্তার। তাছাড়া একটা বড় কারণ আছে, যা তুমিও আমার কাছে গোপন করে গেছ?

ললিতা। কি কারণ?

ডাক্তার। শঙ্কর কোথায়?

ললিতা। শঙ্কর? শঙ্কর ত বাইরে গেছে।

ডাক্তার। Don't lie. ললিতা after all I am a Doctor. আমি বুঝতে পারিনি ভাব? কেন পরেশবাবু unnaturally behave করছেন? কেন উনি "Macbeth" থেকে কবিতা আওড়াচ্ছেন?

ললিতা। কেন?

ডাক্তার। তোমরা দুজনে মিলে শঙ্করকে খুন করেছ।

ললিতা। আঃ। ডাক্তার?

ডাক্তার। সেইজন্যে পরেশবাবু তাঁর কুকীর্তির একমাত্র evidence তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চান। তোমার উপর attempt হয়েছে শুনেই আমি বুঝতে পেরেছি। আমি ভেবেছিলাম ইতিমধ্যে একদিন শঙ্কর-এর বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করব কিন্তু তার আর দরকার হল না। Everything is out now. যদি তুমি বাঁচতে চাও এখান থেকে পালিয়ে চল। Come out of his wild clutches.

ললিতা। ডাক্তার, আমারও কিছু তোমায় বলবার আছে।

ডাক্তার। বল।

ললিতা। শঙ্কর মানে, শঙ্করকে আমরা……

[সঙ্গে সঙ্গে দরজার বেল বেজে উঠে]

ললিতা। ঐ কারা আসছে!

ডাক্তার। (অধৈর্য হয়ে) তুমি বল ললিতা, আমার জানা বিশেষ দরকার, তুমি বল।

ললিতা। এখন নয়, আমি দরজা খুলে দিই।

[ললিতা দরজা খুলে দেয়, প্রফেসার ও রাধুর প্রবেশ]

প্রফেসার। ডাক্তার সাহেব many thanks, কি দাওয়াই দিয়েছিলেন? ঘড়ি ঘড়ি খিদে হচ্ছে, রাত্রে দিব্য ঘুম হচ্ছে, এটা শেষ হলে আর এক শিশি নিয়ে আসব কিন্তু।

রাধু। চক্ষুলজ্জা করে আর শিশি চাইছ কেন প্রফেসার? পুরো জালাটাই তুলে নিয়ে এস।

প্রফেসার। Don't try to be funny. ওষুধ তো আমি খাচ্ছি না, আমার wife এর জন্যে।

রাধু। আমার wifeটার আবার একটা অসুখ করে না ছাই, যে বিনা-পয়সার ওষুধের জন্যে আপনার ওখানে ধর্না দেব।

ডাক্তার। আপনারা যদি কিছু মনে না করেন—একটু পথ দিন, আমি যাব।

প্রফেসার। যাবেন কোথায়?

ডাক্তার। জরুরী কল আছে।

রাধু। তাহলে আর আটকাবো না। একবার আমার পেটে ব্যথা উঠেছিলো, কি অসহ্য যন্ত্রণা! এক শালা ডাক্তারকে call দিলাম। বেটাচ্ছেলে আসেই না, আসেই না, মনে মনে আমি খুব মুণ্ডপাত করেছি। আপনি যদি late করেন, আপনার রুগীও নিশ্চয় মনে মনে গালাগাল করবে। শিগগীর বেরিয়ে পড়ুন।

ডাক্তার। (ললিতার কাছে গিয়ে) যদি আমাকে দরকার মনে কর খবর দিও, আসব।

প্রফেসার। কেন, কারুর কিছু অসুখ করেছে নাকি?

ডাক্তার। পরেশবাবুর শরীরটা ভাল নেই।

প্রফেসার। নিশ্চয় ঠাণ্ডা লেগেছে, লাগবে না, কাল তো কত রাত পর্যন্ত দেখলাম ঐ বারান্দাটায় পায়চারি করছেন।

ডাক্তার। বারান্দায় পায়চারী করতে আপনি দেখেছেন? তখন কত রাত হবে?

প্রফেসার। সময় আমার খেয়াল নেই। তবে অভ্যেসমত বাথরুমে যাবার জন্যে যে রকম উঠি আর কি।

রাধু। এই তো তুমি উল্টোপাল্টা বকছ। এই তো বল্লে রাত্রে দিব্যি ঘুম হয়েছে।

প্রফেসার। হয়েছিল তো, সে ত আমার স্ত্রীর। ওষুধ খাবে সে, আর ঘুম হবে আমার?

ডাক্তার। আহা, রাধুবাবুর কথায় কান দেবেন না, রাত্রিরবেলা আপনি তাহলে পরেশবাবুকে দেখেছেন বারান্দায় পায়চারী করতে?

প্রফেসার। দেখেছি বৈকি, ঐ সময় ঠাণ্ডা লেগেছে।

ডাক্তার। (ললিতাকে) আমার কথাগুলো মিলিয়ে নাও সত্যি না

মিথ্যে। আর দেরী করলে চলবে না, আমি যাচ্ছি। তোমার টেলিফোনের অপেক্ষায় থাকব। চলি প্রফেসার, নমস্কার রাধুবাবু।

[প্রস্থান]

প্রফেসার। আহা সর্দি লেগেছে তা নিয়ে এং ভাবছেন কেন? ডাক্তার-গুলোর স্বভাবই এই জানবেন, সব সময় বড় বড় কথা বলে, তিলকে তাল করে। বলেন তো আমি এক dose Homeopathy ওষুধ দিতে পারি, সর্দির trace থাকবে না, complete cure.

রাধু। তাতেও যদি না সারে আমাদের জাতবদ্যি প্রফেসার এমন এক কবিরাজী মালিশ দেবেন যে এক ঘণ্টায় cure—হাঃ হাঃ হাঃ।

ললিতা। সকাল থেকে আমার মাথাটা খুব ধরেছে, আমি একটু rest নিতে যাচ্ছি।

রাধু। নিশ্চয় যান। আমাদের জন্য ব্যস্ত হতে হবে না।

[ললিতার প্রস্থান]

প্রফেসার। রাধু, রাধু, ঐ যাঃ; sister চলে গেল, ওকে বলাই হল না শঙ্করকে ডেকে দেবার জন্যে।

রাধু। সত্যি তো, ওকে ডাকবার কথা একেবারে আমার খেয়াল হয়নি! (দুজনে ভেতরের দিকে গিয়ে) "ললিতাদেবী"—

প্রফেসার। Sister?—

রাধু। শুন্‌ছেন?—

[পরেশনাথের প্রবেশ]

পরেশ। চেঁচাচ্ছেন কেন?

প্রফেসার। না, মানে, Sisterকে ডাকছিলাম।

পরেশ। কেন? কি হয়েছে?

প্রফেসার। আমাদের তো কিছু হয়নি। আমারও না রাধু, তোমারও নয়।

রাধু। না, ও হ্যাঁ, আপনারই তো হয়েছে।

পরেশ। কি হয়েছে?

রাধু। কেন? সর্দি?

পরেশ। কে বললে?

রাধু। ঐ ডাক্তার। ওঁরা তো খুব চিন্তায় পড়েছেন আপনাকে নিয়ে, কি ওষুধ দেবেন ভেবেই পাচ্ছেন না।

প্রফেসার। আমি বলছিলাম কি Sir Bryoniaটা একবার try করে দেখুন না, কফের সঙ্গে সর্দি সব বেরিয়ে যাবে।

পরেশ। For your information আমার সর্দি হয় নি।

রাধু। তাহলে বোধ হয় অন্যকারুর হয়েছে, কি বল প্রফেসার?

প্রফেসার। ঠিক বলেছ রাধু, হয়ত শঙ্করেরই হয়েছে।

পরেশ। আপনারা কি জানেন না, শঙ্কর কলকাতায় নেই?

রাধু। কেন? সে ফিরে আসেনি?

পরেশ। না।

প্রফেসার। তাহলে কাকে হাত নাড়লাম?

পরেশ। কি বলছেন আবোল তাবোল?

প্রফেসার। আরে মশাই ট্রামে করে আসছি, Esplanadeএর কাছে, দূরে একজনকে দেখলাম ঠিক শঙ্কর-এর মত। আমি হাত নাড়লাম সেও হাত নাড়লো। তুমিও তো দেখলে রাধু?

রাধু। আমি তো আর লোকটাকে দেখিনি, তুমি হাত নাড়ছ তাই দেখলাম; জিজ্ঞেস করতে তুমি বললে শঙ্কর।

প্রফেসার। ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যেই তো আজ আপনার বাড়ীতে এসেছি।

পরেশ। শঙ্কর ফেরেনি। ফেরবার কোন কথাও নেই।

প্রফেসার। তাহলে কাকে হাত নাড়লাম, লোকটা কে?

রাধু। তুমিও যেমন, ভাল করে না দেখেই হাত নেড়ে দিলে, সেই যে সংস্কৃতেয় বলে না, বসুধৈব কুটুম্ব অ অঃ কম্।

প্রফেসার। ফের রাধু, কতবার বারণ করেছি। সংস্কৃত বলার চেষ্টা করবে না? তাহলে আর কি হবে Sir, very sorry, সবই ভুল হয়ে গেছে।

যাকে হাত নেড়েছি সে শঙ্কর নয়, যাকে ওষুধ দেব ভাবলাম তার সর্দিই হয়নি। অতএব আর আপনাকে বিরক্ত করব না। একটু গরম চা আনিয়ে দিন, খেয়েই চলে যাই।

রাধু। ইদানিং মাংসর সিঙ্গাড়াও অনেকদিন খাওয়া হয়নি, সারাদিন প্রফেসারের পাল্লায় পড়ে চরকির মত ঘুরে চনমনে খিদে হয়েছে।

পরেশ। তাহলে আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি চা সিঙ্গাড়ার ব্যবস্থা করছি।

প্রফেসার। দেখবেন স্যার কোন অসুবিধা থাকলে—

রাধু। তুমি থাম। তোমাকে আর সে জ্ঞান দিতে হবে না। এসব অল্প বিস্তর অসুবিধা উনি গ্রাহ্য করেন না। আমরা যখন মুখ ফুটে চা, সিঙ্গাড়া খেতে চেয়েছি উনি নিশ্চয় খাওয়াবেন।

পরেশ। (নিজের মনে) হ্যাঁ খাওয়াব। আমার ত আর খিদে নেই। I have supped full with horrors.

প্রফেসার। আজ্ঞে কি বললেন ?

পরেশ। আপনাদের ভয় করে ? ভয় পান ?

রাধু। ভয় করে বৈকি। ভূতের ভয় ! ওরে বাবা অন্ধকার ঘরে আমি একলা কিছুতেই যেতে পারি না, গা ছমছম করে।

পরেশ। সে ভয়ের কথা বলছি না। কখনও খুন করেছেন ?

প্রফেসার। খুন করেছি মানে ? কি বলছেন ? কাকে খুন করব ? রাধুকে ?

রাধু। আমি একবার খুন করতে গিয়েছিলাম একজনকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম না।

পরেশ। কেন ?

রাধু। আমাকে দেখে লোকটা একটা লম্বা তালগাছের উপর উঠে গেল। আমি তো আবার তালগাছে চড়তে পারি না, নীচে ছোরা নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, বদমাইস্‌টা উপর থেকে একটা ইয়া বড়কা তাল আমার মাথায় ফেলে দিল। আমিই খুন হয়ে যাই আর কি।

প্রফেসার। Bluff দিচ্ছে স্যার, Bluff দিচ্ছে। রাধুর ঐ এক দোষ স্যার, বড্ড মিথ্যা কথা বলে।

পরেশ। যদি কোনদিন খুন করতে পারেন, Then you will almost forget the test of fear. বসুন, চা সিঙ্গাড়া পাঠিয়ে দিচ্ছি। You will almost forget the test of fear.

[প্রস্থান]

প্রফেসার। লোকটার কি হয়েছে বলতো রাধু, আবোল তাবোল বকছে।

রাধু। যে রকম খুনের গল্প ফেঁদেছিলো, আমার ত ভয় হয়ে গিয়েছিলো। আমাদেরই কাউকে খুন করে দেয়।

প্রফেসার। আমার কিন্তু একটা বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছে।

রাধু। কি বল তো?

প্রফেসার। আমি সেদিন ডাক্তারের কাছে ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম, উনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই বাড়ীটার উপর watch রাখতে বলেছিলেন।

রাধু। কেন বলতো?

প্রফেসার। এটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু একটা কিছু হয়েছে, শঙ্করের কথা বললেই দুজনে চমকে চমকে ওঠে। পরেশবাবু আধ-পাগল, অথচ এরকম ছিলেন না।

[ইতিমধ্যে বাইরে থেকে মাতাল জগবন্ধুর গলার আওয়াজ শোনা যায়]

রাধু। এই রে?

প্রফেসার। কি হল?

রাধু। তোমার সেই friend আসছে।

প্রফেসার। সে কি? সেই মাতালটা? চল রাধু আমরা কেটে পড়ি।

[দুজনে তাড়াতাড়ি পালাতে যাবে এমন সময় জগবন্ধুর প্রবেশ]

জগবন্ধু। আরে কি সৌভাগ্য আমার, friendদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল।

প্রফেসার। না না আমরা কেউ friend নই, কেউ friend নই।

রাধু। আমরা Foe, foe।

জগবন্ধু। কেন রসিকতা করছ ভাই, সেদিন তোমাদের টাকায় মৌতাত যা জমেছিল কি বলব। সারারাত শুঁড়িখানায় পড়েছিলাম।

প্রফেসার। দেখুন আমি আগে থাকতে ব'লে দিচ্ছি, আমার পকেটে ফুটো পয়সাও নেই। ও Friendship এর fees, tees দিতে পারব না।

রাধু। আমারও নেই।

জগবন্ধু। (হেসে) তোমরা একেবারে বোকা। Friendship এর fees প্রত্যেকবার দিতে হয় নাকি? ঐ যে তোমরা দশটা টাকা আমায় দিয়েছিলে ওতেই তোমরা আমার friend। ভয় নেই বন্ধুগণ, আজ আমার পকেটে রেস্ত রয়েছে।

প্রফেসার। রেস্ত যখন রয়েছে শুঁড়িখানায় যাও।

জগবন্ধু। যাব, যাব, আরও কুড়িটা টাকা নিতে এসেছি।

রাধু। কার কাছ থেকে?

জগবন্ধু। মহামান্য পরেশনাথ ভাদুড়ীর কাছ থেকে।

রাধু। উনি দেবেন কেন?

জগবন্ধু। খুব দেবেন; দেখনা মজাটা, তোমাদের সামনেই ওকে ডাকছি। পরেশবাবু বাড়ীতে আছেন, পরেশবাবু কোঠিমে হ্যায়, Is Mr. Pareshnath Bhaduri in? [রেগে পরেশনাথের প্রবেশ] ঐ দেখ গর্তের মধ্যে থেকে বাঘ বেরিয়েছে। কিন্তু ও কাগজের বাঘ, কামড়ায় না শুধু চেঁচায়।

পরেশ। ফের তুমি এসেছ? যাও বেরিয়ে যাও, Get out.

জগবন্ধু। ঐ দেখ চেঁচাচ্ছে।

পরেশ। তুমি ভাল কথায় যাবে, না আমি পুলিশ ডাকব?

জগবন্ধু। তুমি যাকে খুসী ডাক, কুড়িটা টাকা না নিয়ে আমি যাব না।

রাধু। চল প্রফেসার আমরা চলে যাই।

প্রফেসার। তাই চল।

জগবন্ধু। সেকি friend, বিপদের সময় আমাকে ফেলে রেখে চলে যাবে?

পরেশ। আপনারা এর friend?

দুজনে। না না আমরা কেউ ওর friend নই।

জগবন্ধু। আলবাৎ friend. তা না হলে সেদিন এইখানে বসে Friendship এর fees দিলে কেন? আর আমি সেই টাকায় মাল খাই নি?

পরেশ। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। কে কার বন্ধু বাড়ীর বাইরে গিয়ে আপনারা settle করুন, যান।

জগবন্ধু। ঠিক আছে। চল friend আমরা বাইরে যাই। তার আগে কুড়িটা টাকা ছাড় দিকি।

পরেশ। বলেছি তো টাকা আমি দেব না।

জগবন্ধু। তাহলে শঙ্করকে ডাক।

পরেশ। শঙ্কর নেই।

জগবন্ধু। কেন মিথ্যে কথা বলছ? আজ সে আমায় এই দশটা টাকা দিয়েছে, আর বললে বাকী কুড়িটা টাকা মেশমশাই এর কাছে নিয়ে নিতে; আমি তাই এসেছি।

পরেশ। মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ, জোচ্চোর।

জগবন্ধু। মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর—তাহলে এ টাকা আমি পেলাম কোত্থেকে? (টাকা বার করে দেখায়)।

পরেশ। শঙ্কর নিজে গিয়ে তোমায় টাকা দিয়েছে?

জগবন্ধু। নিজে নয়, একটা লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তবে সে ছিল, গাড়ীতে ছিল।

পরেশ। তুমি তাকে দেখেছ?

জগবন্ধু। হ্যাঁ দেখেছি।

পরেশ। Another lie. তুমি যদি ভাল কথায় না যাও আমি পুলিশই ডাকছি। One, two.

জগবন্ধু। Three and go.

পরেশ। You idiot.

[রেগে পরেশনাথের প্রস্থান]

[জগবন্ধু হাসতে থাকে]

প্রফেসার। Friend, তুমি শঙ্করকে দেখেছ?

জগবন্ধু। তবে আমি কি মিথ্যা কথা বলছি?

প্রফেসার। তাহলে রাধু I am right, যে লোকটাকে হাত নেড়েছিলাম সে শঙ্করই।

রাধু। তাহলে সে এ বাড়ীতে আসছে না কেন।

প্রফেসার। দেখ আমার মনে হয়, এই মেশো বোধহয় তাড়িয়ে দিয়েছে শঙ্করকে।

জগবন্ধু। আশ্চর্য নয়। সেইজন্যেই বোধহয় ছোঁড়াটা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

রাধু। চল প্রফেসার, আমরা প্রতিবেশী এসব গোলমেলে ব্যাপারে থাকা উচিৎ নয়। আমরা মানে মানে কেটে পড়ি।

জগবন্ধু। সেকি Friend, এটার একটা ফয়স্লা হওয়া দরকার। শঙ্কর কোথায় ওকে তার জবাবদিহি করতে হবে।

রাধু। কিন্তু এখন পরেশবাবুকে খ্যাপানো উচিৎ হবে না।

জগবন্ধু। কেন?

প্রফেসার। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত আধ পাগল হয়ে আছে, একটু আগেই খুন করতে চেয়েছিল।

জগবন্ধু। কাকে?

প্রফেসার। তাতো মনে নেই। হয়ত রাধুকে—

রাধু। কিংবা তোমাকে—

প্রফেসার। হয়ত আপনাকেই—

জগবন্ধু। যারা coward, তারা এসব কাজ করতে পারে না। তাদের উচিৎ কি জানো, শাড়ী পরে ঘরের মধ্যে বসে থাকা। তুমি coward?

প্রফেসার। হ্যাঁ আমি coward.

রাধু। আমিও coward.

জগবন্ধু। তাহলে তোমরা এস।

প্রফেসার। Good bye friend.

রাধু। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

[দুজনের প্রস্থান]

[জগবন্ধু মাতালের গান করতে থাকে, ললিতা ও পরেশনাথের প্রবেশ]

পরেশ। বিশ্বাস না হয় শোন ঐ মিথ্যেবাদীটা কি বলছে। শঙ্কর নাকি নিজে গিয়ে টাকা দিয়ে এসেছে।

জগবন্ধু। বাকি কুড়ি টাকা দাও মা জননী, তোমাদের ভাল হবে।

পরেশ। এমনিতে যদিও বা আমি দিতাম তুমি মিথ্যে বলছ বলেই আমি দেব না।

জগবন্ধু। মিথ্যে আমি বলছি, না মিথ্যে তুমি বলছ? ডাক শঙ্করকে।

পরেশ। শঙ্কর নেই। বলেছি তো শঙ্কর নেই।

জগবন্ধু। তবে সে কোথায়?

পরেশ। বলব না।

জগবন্ধু। বলতে হবে। নইলে আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।

পরেশ। জগবন্ধু!

জগবন্ধু। সে আমার কাছে টাকা দিয়ে গেছে, আমার friendরা তাকে দেখেছে Esplanadeএ আর তুমি বলছ সে কোলকাতায় নেই? সত্যি করে বল তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ কিনা?

পরেশ। আমি তাকে তাড়াতে যাব কেন?

জগবন্ধু। কারণ বুড়ো বয়সে তুমি বিয়ে করছ বলে। শঙ্করকে অনেক লোভ তুমি দেখিয়েছ—টাকা দেবে সম্পত্তি দেবে, এখন তাকে না ভাগালে চলবে কেন? আমাকে জানতে হবে সে কোথায়?

পরেশ। কিসের জন্যে?

জগবন্ধু। আমার কর্তব্য।

পরেশ। এতদিন বাদে কর্তব্যের কথা মনে পড়ল; ভালবাসা উথলে উঠেছে।

জগবন্ধু। কথা ঘোরাবার চেষ্টা কোর না মিঃ পরেশনাথ্ ভাদুড়ী। আমি যে কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারি তা তুমি জান। তোমাদের আমি কাঠ গড়ায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাব।

[প্রস্থান উদ্যত]

পরেশ। জগবন্ধু দাঁড়াও। টাকাটা নিয়ে যাও।

জগবন্ধু। ধন্যবাদ মহামান্য পরেশনাথ ভাদুড়ী, ও টাকা আমি নেব না। চল্লাম শঙ্করকে খুঁজে বার করতে।

[প্রস্থান]

ললিতা। লোকটা কে?

পরেশ। Scoundrel. লম্পট।

ললিতা। এখানে আসে কেন?

পরেশ। দেখছো ত টাকার জন্যে।

ললিতা। কোন অধিকারে?

পরেশ। জগবন্ধু শঙ্করের বাবা!

ললিতা। শঙ্করের বাবা?

পরেশ। ছেলেটা বাঁচবে কি মরবে কোনদিন দেখেনি। আমি যখন তার বাড়ী থেকে ওকে নিয়ে আসি, ও খুসীই হয়েছিল আপদ বিদেয় হল বলে। যখন দেখলে শঙ্কর আমার ওয়ারিশ হতে চলেছে, তখন থেকে টাকার জন্যে আমায় পাগল করে মেরেছে। এখন সে আওড়াচ্ছে পিতার কর্তব্য। আরও কত কি।

ললিতা। শঙ্করের সঙ্গে ওর বাবার কোন সম্পর্ক ছিল না?

পরেশ। না। আমি রাখতে দিই নি। ভেবেছিলুম আলাদা করে মানুষ করলে শঙ্কর মানুষ হবে। কিন্তু হল না। বাপের সমস্ত বদ গুণগুলো শঙ্কর inherit করেছে; ও হয়ে উঠেছিলো মিথ্যাবাদী শঠ জোচ্চোর। তুমি জান না ললিতা, আমার শালী মানে শঙ্কর-এর মাকে জগবন্ধু গলা টিপে হত্যা করেছে। যে জন্যে লোকটাকে দেখলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। (একটু থেমে) ও যখন আমার পেছনে লেগেছে হয়ত কাঠ গড়ায় নিয়ে দাঁড় করাবে। He is cruel. He is horrible. কিন্তু আমি ভয় পাই না ললিতা। I supped full with horrors.

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়]

[আলো জ্বললে দেখা যাবে ললিতা চেয়ারে বসে। ডাক্তার গম্ভীর মুখে কথা বলছে]

ডাক্তার। ললিতা আমি তোমার টেলিফোনের জন্যে wait করছিলাম, পেলাম না। না পেয়ে আজ আমি চরম বোঝাপড়া করতে এসেছি। তুমি

নিজের life risk করে এখানেই পড়ে থাকবে, না আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসবে ?

ললিতা। আমি যেতে পারব না।

ডাক্তার। কেন পারবে না ? তোমার Nursing Carrierএ একমাত্র আমি তোমাকে সাহায্য করেছি। তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি অথচ এখন পরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছ।

ললিতা। তা নয় ডাক্তার, সত্যি আমার কোন উপায় নেই।

ডাক্তার। কেন, তুমি আমার কাছে কথা লুকুচ্ছো ? শঙ্করকে তোমরা কি করেছ বল, শঙ্কর কোথায় বল ?

ললিতা। আমি জানি না ডাক্তার, আমি জানি না।

ডাক্তার। তুমি কি জান যে শঙ্করের বাবা জগবন্ধু, ও বাড়ীর ঐ প্রফেসার, রাধু আরো অনেকে তোমাদের রীতিমত সন্দেহ করছে। যদি কোন গোপন কথা থাকে, It will be out one of these days.

ললিতা। ওঃ ভগবান। আমি আর পারছি না।

ডাক্তার। আঃ ললিতা, তুমি একটা trap এর মধ্যে পড়ে গেছ, পুলিশ enquiryতে তা বেরিয়ে পড়বে। তাছাড়া তোমার একটা bad history আছে ভুলে যেও না। অতীতে যে Caseএর সঙ্গে তুমি জড়িয়ে পড়েছিলে সেটাও একটা Murder Case.

ললিতা। Please Doctor, আমাকে কদিন সময় দাও। মাথা আমার কাজ করছে না। পরে আমি তোমাকে যা হোক খবর দেব, এখন তুমি যাও।

ডাক্তার। বেশ যাচ্ছি। কিন্তু মিথ্যে আশা নিয়ে পড়ে থেকো না। কোন লাভ হবে না। ভেব না পরেশবাবু তোমাকে বিয়ে করবেন।

[ডাক্তারের কথা বলার সময় অলক্ষ্যে পরেশনাথ ঢুকে কথা শোনেন]

পরেশ। Any more advice ? চুপ করে থেক না ডাক্তার—Speak out.

ডাক্তার। না আমার আর কিছুই বলার নেই।

পরেশ। Then please get out from here and never come back again. [ক্রুর হাসি মুখে ডাক্তার-এর প্রস্থান] So Doctor is your friend, philosopher and guide. কতদিন চেন ডাক্তারকে ?

ললিতা। বেশ কয়েক বছর।

পরেশ। তোমরা আগে কানপুরে থাকতে ?

ললিতা। হ্যাঁ।

পরেশ। Oh God. সবই তো মিলে যাচ্ছে। একটা জঘন্য case-এর সঙ্গে—

ললিতা। সবইত জান দেখছি, তবে আর কেন মিথ্যে প্রশ্ন করছ ?

পরেশ। জানি মানে একটা উড়ো চিঠি পেয়েছিলাম।

ললিতা। এ কথা আমায় আগে বলনি কেন ?

পরেশ। সত্যি মিথ্যে না জেনে হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করাত অন্যায়। তাই এতদিন চুপ করেই ছিলাম।

ললিতা। আজ আর পারলে না এই তো ? তোমার চোখে দেখছি অবিশ্বাসের ছায়া, ভয় নেই ভুল যখন করেছি তার প্রায়শ্চিত্তও আমি করব। তারপর এখান থেকে চলে যাব।

পরেশ। কোথায় যাবে ? ডাক্তারের কাছে ?

ললিতা। সে যেখানেই যাই, তোমার কি আসে যায়।

পরেশ। ললিতা, এই রকমই একটা কিছু ভেবেছিলাম। বিশ্বাসের দাম কে দেয়। শঙ্কর দেয়নি, তুমিও দিলে না ; ভালবাসার মূল্য কতটুকু বোঝ তোমরা—Frailty thy name is woman.

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। আলো জ্বললে দেখা যাবে পরেশবাবু টেবিলের উপর মাথা নীচু করে বসে আছেন, ললিতার হাতে স্যুটকেশ]

পরেশ। সত্যিই তুমি চলে যাবে ললিতা ?

ললিতা। তাই তো তুমি চেয়েছিলে।

পরেশ। সবই আমি চেয়েছি, না? শঙ্করকে মেরে ফেলতে, তোমাকে সরিয়ে দিতে, বল আর কি কি আমি চেয়েছি?

ললিতা। আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না কি করব। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তুমি তিল তিল করে ক্ষয়ে যাচ্ছ। নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে। আমার জন্যেই তো এত কিছু ঘট্‌ল। আমি যাই দেখি বাকী জীবনটা কিভাবে কাটে।

পরেশ। জানি তুমি কোথায় যাবে।

ললিতা। না জানো না। ডাক্তার-এর কাছে যাবো না। তার জন্যে জীবনে অনেক ক্ষতি হয়েছে। কলকাতার বাইরে একরকম পাড়াগাঁয়ের একটা হাসপাতালে কাজ নেব ঠিক করেছি।

পরেশ। এখন কি সেখানেই যাচ্ছ?

ললিতা। না। কয়েকটা দিন আমাকে কলকাতায় থাকতে হবে।

পরেশ। কেন?

ললিতা। তোমাকে রাহুমুক্ত করে তারপর আমি কলকাতা ছাড়ব। অন্ততঃ তোমার কাছে প্রমাণ করে যাব আমি যা কিছু করেছি তোমারই মুখ চেয়ে।

পরেশ। ললিতা, তুমি আমার উপর অভিমান করেছ।

ললিতা। না। তোমাকে আমি প্রাণভরে ভালবেসেছিলাম, কারণ ভালবাসা তো কখনও পাইনি। বিশ্বাস কর, মন আমার ভরে গিয়েছিল। কিন্তু যখন দেখলাম অবিশ্বাসের আগুনে তুমি দগ্ধ হচ্ছ, বুঝলাম আমাকে চলে যেতেই হবে।

পরেশ। ললিতা তোমাকে অবিশ্বাস আমি করিনি, রাগের মাথায় হয়ত কিছু বলেছি।

ললিতা। তার জন্যে তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। তোমার জায়গায় আমি হলে আমিও সন্দেহ করতাম। সবই আমার ভাগ্য। এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলাম। যাক গে কি হবে ওসব কাঁদুনি গেয়ে, আমি চলি।

পরেশ। ললিতা, ভাগ্য আমারও খুব প্রসন্ন নয়, ইচ্ছে থাকলেও তোমাকে আমি ধরে রাখতে পারব না, কোন অধিকার তে' আমার নেই। তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ আমি অসুস্থ, আমি রুগী, আর্তের সেবার খাতিরেও কি তুমি আমার কাছে থাকতে পারো না?

ললিতা। (দীর্ঘশ্বাস) আর না। যদি চাও, ভাল নার্স আমি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

পরেশ। না, তার দরকার হবে না।

ললিতা। তাহলে আমি চলি। কদিন এখানে থেকে তোমার কাছে যা পেয়েছি তার কোন তুলনা হয় না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তোমায় ছোট করতে চাই না। এই টেলিফোন নম্বরটা রাখো, খবর দিলেই আমি নিশ্চয় আসব। (প্রণাম করে)

পরেশ। চলেই যখন যাচ্ছ আমারও কিছু দেবার আছে তোমায়, দাঁড়াও। (দেরাজ থেকে একটা মোটা খাম নিয়ে) এটা রেখে দাও।

ললিতা। কি আছে এতে?

পরেশ। আমার নতুন will-এর কপি। পুরোন will আমি বদ্‌লেছি ললিতা।

ললিতা। এ নিয়ে আমি কি করব?

পরেশ। তোমার জেনে রাখা ভাল আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির কোন কোন অংশ তোমার নামে লিখে দিয়েছি।

ললিতা। এ তুমি কি করেছ?

পরেশ। তুমিও আমাকে যা দিয়েছ এই কয়দিনে, তারও তো কোন তুলনা হয় না। আমার শরীর আর মনের যে অবস্থা কদিন বাঁচব কে বলতে পারে? আমার অনুরোধ, আমার এ উপহার তুমি গ্রহণ কর।

ললিতা। পারব না। কিছুতেই আমি পারব না। এ will তুমি বদলে ফেল, যোগ্য ওয়ারিশ না পাও, কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করে দাও।

পরেশ। ললিতা, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না।

ললিতা। পেরেছি বৈকি, তোমার মহত্বও স্বীকার করছি। কিন্তু

আমি তো এসব কিছুই চাইনি, চেয়েছিলাম শুধু ভালবাসা। সেখানেই যখন ফাটল ধরল কি হবে এসব নিয়ে। বোঝা শুধুই বাড়বে। মনে প্রাণে তোমার চেয়েও আমি ক্লান্ত। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ও উপহার গ্রহণ করতে পারলাম না বলে। চলি।

[প্রস্থান]

পরেশ। ললিতা—

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়]

[Suspense music. টেবিলের উপর ছোরা, ঘড়িতে তিনটে বাজছে, পায়ের শব্দ, আলো জ্বলে ওঠে মঞ্চে।]

পরেশ। (ভেতর থেকে) কে? কে ওখানে?—কে? (প্রবেশ) (সভয়ে) কার পায়ের শব্দ? (দরজার কাছে গিয়ে) দরজা তো বন্ধ। ঘড়িতে তিনটে বাজে, তবে কি আমার মনের ভুল? রাতের পর রাত ঠিক এই সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, আমি চঞ্চল হয়ে উঠি। মনে হয় আমি ছায়া দেখতে পাই। কে তুমি? যদি মানুষ হও তো কথা বল, মিথ্যে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? যদি অশরীরী হও, বল কিসে তুমি শান্তি পাবে। তুমি চলে যাও, আমাকে মুক্তি দাও। ওঃ ললিতাও চলে গেছে। I am alone. Oh this is unbearable torture. I will kill myself. ওটা কি? (টেবিলের কাছে গিয়ে তুলে নেয়) ছোরা? কে রেখে গেল? তুমি যেই হও বড় উপকার করেছ। কোন জবানবন্দী লেখার দরকার নেই। I am alone and I have killed myself. এতে কোন Hallucination নয়। এই তো ছোরা! আমি হাতে ধরে রয়েছি। টেবিলে মারলাম কেটে বসে গেল। এই বার আমার বুকের মাঝখানে বসিয়ে দেব শান্তি শান্তি শান্তি, সব দুর্ভাবনা কেটে যাবে। (হঠাৎ আওয়াজ শুনে চমকে) কিসের শব্দ, কে ওখানে? বল, কে তুমি? উত্তর দাও (পিছনের পর্দার কাছে গিয়ে) নয়ত এই ছোরা দিয়ে প্রথমে তোমাকে মারব, পরে আমি আত্মহত্যা করব। কে তুমি?

[পর্দা সরিয়ে দেয়, দেখতে পায় শঙ্করের মৃতদেহ ঠিক প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যের মত থাকতে। ও শঙ্কর! বলে পরেশবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।]
[আলো জ্বলতে দেখা যাবে যে পরেশবাবু অর্ধশায়িত অবস্থায়, ললিতা মাথার কাছে বসে।]

পরেশ। (ক্ষীণকণ্ঠে) তুমি এসেছ ললিতা? আমি যা ভয় পেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম হয় তো আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

ললিতা। আমি খবর পেয়েই ছুটতে ছুটতে এসেছি।

পরেশ। প্রফেসার ঐ একটা উপকার করেছে; তোমাকে টেলিফোনে খবর দিয়েছে। Oh it was a dreadful night.

ললিতা। এখন কি রকম মনে হচ্ছে?

পরেশ। অনেক ভাল। Even if I die, I will not repent. তুমি আমার কাছে রয়েছ, যদি অজান্তে তোমায় কষ্ট দিয়ে থাকি তুমি আমায় ক্ষমা কর। বিশ্বাস কর তুমি ছাড়া এ জীবনের আমার কোন অর্থ হয় না।

ললিতা। আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি।

পরেশ। আমায় ছেড়ে যাবে না তো?

ললিতা। না।

পরেশ। (উঠে বসে) আঃ—ঐ জানালা খুলে রাধু আর প্রফেসার সকাল-বেলা এই ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল।

ললিতা। আমি সব শুনেছি। অনেকবার বেল বাজিয়েও সাড়া না পেয়ে ভাগ্যিস্ জানালা দিয়ে ঢোকে। তখনও তুমি অজ্ঞান হয়েছিলে।

পরেশ। কতক্ষণ যে আমার সাড় ছিল না, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, তারই মধ্যে কখন যে টেলিফোনের নম্বরটা প্রফেসরকে দিয়েছিলাম মনে নেই।

ললিতা। ছোরাটা তুমি এই টেবিলের উপর দেখেছিলে?

পরেশ। হ্যাঁ (এগিয়ে গিয়ে) সেটা কোথায় গেল? আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিলো, মেঝের উপরে কি?

ললিতা। আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কোথাও পায়নি।

পরেশ। আর সেই মৃতদেহটা?

ললিতা। কোথায় দেখেছিলে ?

পরেশ। ঠিক ঐখানে। শঙ্করকে ঠিকভাবে আমরা চেয়ারে বসিয়ে রেখেছিলাম। ওঃ সেকথা ভাবতেও আমার বুক কেঁপে উঠছে, সে দেহটাও নেই। I am afraid to think what I have done, to look on it again I dare not (I dare not).

ললিতা। তুমি অনেক সহ্য করেছ, আর করতে হবে না। যে কথা এতদিন তোমায় বলতে পারিনি আজ খুলে বলতে চাই।

পরেশ। কি কথা ললিতা ?

ললিতা। চল ওখানে গিয়ে আমরা বসি (দুজনে পিছনের ঘরের চেয়ারে বসে) তুমি লক্ষ্য করেছিলে কিনা জানি না আমি যখন প্রথম এখানে nursing করতে আসি তখন থেকেই

[Music বেড়ে যাবে, ওরা কি বলছে শোনা যাবে না। Light কয়েক সেকেণ্ড off হয়ে আবার জ্বলে উঠবে]

পরেশ। (আলো জ্বললে) এ কথা তুমি আমায় আগে বলনি কেন ?

ললিতা। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, পাছে তুমি আমায় ভুল বোঝ, তোমাকে হারাতে হয়।

পরেশ। So it is that ? এখন সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ললিতা তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি। তুমি আমার চেয়েও বেশী কষ্ট পেয়েছ। যে রাত্রে তুমি এইখানে বসেছিলে, দরজা বন্ধ ছিল তবে সে এল কোথা দিয়ে ?

ললিতা। যদি কোন গুপ্তপথ ?

পরেশ। গুপ্তপথ, এ বাড়ীতে ? Impossible, হতেও পারে। আশ্চর্য কি। এ বাড়ীতো আমি জগবন্ধুর কাছ থেকে কিনেছি। তার পূর্বপুরুষরা দুর্দান্ত জমিদার ছিল। তারা যদি কোন গুপ্তপথ রেখে থাকে, কিন্তু কোথায় ?

ললিতা। যা কিছু ঘটেছে এই ঘরের মধ্যে।

পরেশ। ঠিক বলেছ ললিতা—এই ঘরে কোথাও হবেই। (একটু খোঁজাখুঁজির পর একটা গ্লাভ্স্ পেয়ে) ললিতা এটা এখানে কোত্থেকে এল ?

গ্লাভস্ তো আমরা ব্যবহার করি না, তবে কি এখানে কোথাও। (দেয়াল ঠেলে) পেয়েছি ললিতা, এই সেই গুপ্তপথ এইখান দিয়েই নিশাচরের আনাগোনা, আর কোন ভয় নেই ললিতা—

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়]

[আলো জ্বললে দেখা যাবে ললিতা একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষারতা। দেয়াল সরে গিয়ে একটা ছায়ামূর্তি ঢুকলো]

ললিতা। কে ?

শঙ্কর। চুপ।

ললিতা। আমি জানতাম তুমি আসবে। আমার কথা আমি রেখেছিলাম কিন্তু তোমরা রাখনি।

শঙ্কর। আমরা তো বলেই ছিলাম black mail করব।

ললিতা। সে শুধু একবার। দশ হাজার টাকা নিয়ে তোমরা জন্মের মত চলে যাবে। শঙ্কর আমায় তাই বলেছিলো। আমিও শঙ্করের কথায় বিশ্বাস করে তার সরবৎ এর সঙ্গে মিথ্যে বিষ দিয়েছিলাম।

শঙ্কর। তা আমরা জানি।

ললিতা। জলের ধারে ট্রাঙ্ক নিয়ে গিয়ে পরেশবাবুর অন্যমনস্কতার সুযোগে শঙ্করকে আমি মুক্ত করে দিই।

শঙ্কর। তাও আমরা জানি।

ললিতা। শঙ্করের নির্দেশ মত পাথরভর্তি ট্রাঙ্ক আমি জলের তলায় নামিয়ে দিই, যার জন্যে আজও সকলের ধারণা শঙ্কর মৃত।

শঙ্কর। এ সবের জন্যে আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

ললিতা। সেই কৃতজ্ঞতার দাম দেবার জন্যেই বুঝি আমার গলায় সেদিন ফাঁস লাগিয়েছিলে ? কিন্তু আর নয়। আমি ফাঁস করে দেব যে শঙ্কর মরে নি।

শঙ্কর। তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

ললিতা। শঙ্কর কোথায় ? আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

শঙ্কর। সে নেই। তুমি আমাদের অনেক কথাই জেনে গেছ। আর তোমাকে আমি বাঁচতে দিতে পারি না। (ছোরা বার করে মারতে যায়)

ললিতা। (চিৎকার করে উঠে) আঃ—

[পরেশনাথের প্রবেশ, হাতে পিস্তল]

পরেশ। মাথার উপর হাত তোল। ছোরা ফেলে দাও। মুখোস খোল। কে তুমি ?

[ছায়ামূর্তি ছোরা ফেলে দিয়ে মুখোস খুলে ফেলে]

পরেশ। শঙ্কর !

ললিতা। তুমি !

পরেশ। কি শয়তানির চাল তুমি চেলেছিলে, যখন বুঝতে পারলে তোমার চুরি ধরা পড়ে গেছে, কোম্পানীর সমস্ত ক্ষমতা আমি কেড়ে নিলাম, পুরোন will বদলে ফেললাম, তখন বেচারী ললিতার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে দিয়ে সরবৎ এ মিথ্যে বিষ মিশিয়ে নিজেকে মৃত জাহির করে আমাকে Blackmail করে বার বার টাকা বার করে নিয়েছ। এইবার তুমি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।

শঙ্কর। মেশোমশাই আমি—

পরেশ। বল কি বলতে চাও ?

শঙ্কর। আমার অনেক কিছুই বলার আছে হয়ত তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে না কিন্তু সত্যি বলছি আমি একটা মাকড়সার জালের মধ্যে পড়ে গেছি।

পরেশ। কার জাল ?

শঙ্কর। নিশাচরের। সে যে কি ভয়ঙ্কর লোভ, কি দুর্দান্ত, তোমাদের তা বোঝাতে পারব না। যা কিছু আমি করেছি সব তারই নির্দেশে। নিশাচর আমাদের পিঠের উপর বন্দুক রেখে কাজ করায়। সর্বত্র তার চোখ ঐ যে ওখানে—ঐ ওখানে, ঐ যে ওখানে……।

পরেশ। আঃ শঙ্কর Behave yourself.

শঙ্কর। তোমরা দেখছ না আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে। নিশাচর আমাকে রেহাই দেবে না, পাছে আমি তার কথা বলেদি সেইজন্যে সে

আমাকে মেরে ফেলবে। দেশে-বিদেশে, ঘরে-বাইরে, জেলে যেখানেই আমি থাকি সে আমাকে খুন করবে। যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না চাও ত ঐ টেবিলের নীচে দেরাজে একটা বাক্স আছে বার করে দেখ, সব কিছুই জানতে পারবে।

পরেশ। কি আছে ওতে ?

শঙ্কর। প্রমাণ। নিশাচরকে ধরবার প্রমাণ।

পরেশ। ললিতা দেখত কি আছে, খোল।

ললিতা। (ঘাঁটা ঘাটির পর) কই, কোথায় ?

শঙ্কর। বইগুলো সরাও, তার পেছনে।

ললিতা। হ্যাঁ, হ্যাঁ পেয়েছি, একটা বাক্স রয়েছে।

পরেশ। বার করে নিয়ে এস।

[ইতিমধ্যে শঙ্কর ওদের নজর এড়িয়ে আবার পালায়]

ললিতা। ও কোথায় গেল ?

পরেশ। পালিয়েছে।

ললিতা। এ তুমি কি করলে ? কেন ওকে যেতে দিলে ? আর কি ওকে ধরা যাবে ? সে ভয়ঙ্কর লোক।

পরেশ। কোন ভয় নেই ললিতা, ওর আর পালাবার কোন উপায় নেই। (ভেতর থেকে পিস্তলের আওয়াজ শোনা যায়) ঐ দেখ দেয়াল সরে যাচ্ছে।

[দেয়াল সরে যায়। শঙ্কর হুমড়ী খেয়ে ঢোকে। পিছনে পিস্তল হাতে ইনেস্‌পেক্টর ঢোকে।]

ইনেসপেক্টর। নিশাচর, তোমার এই শেষ খেলার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। ভয় পাবেন না পরেশবাবু, নিশাচর আর কাউকে Blackmail করতে পারবে না।

পরেশ। Thank you Inspector.

[পর্দা নেমে আসে]

যবনিকা

পুড়েও যা পোড়েনা

"মুখোশবন্ধু" প্রযোজিত

"পুড়েও যা পোড়েনা"

রচনা—ধনঞ্জয় বৈরাগী।

মঞ্চ ও পরিচালনা—তরুণ রায় | সংগীত—শশাঙ্ক ঠাকুর

আলোক সম্পাত—বিমল দাস | শব্দপ্রেক্ষণ—দীপক দত্ত

চরিত্র-চিত্রণে

অমর	...	তরুণ রায়
অনন্ত	...	পান্নালাল চ্যাটার্জি
জনার্দন	...	অনুকূল দত্ত
অনিমেষ	...	সমরেশ চক্রবর্তী
নিমাই	...	শশাঙ্ক ঠাকুর
কালি	...	সনৎ দে
ভুবন	...	অমল মজুমদার
সমীর	...	শম্ভু ব্যানার্জি
বিপুলকান্তি	...	অজিত মিত্র
বায়নাদার	...	বিভাস মুখার্জি
জুড়ি ১ম	...	কাজল রায়
" ২য়	...	বাদল দাস
নয়নচাঁদ	...	অবনী ব্যানার্জি
পুরোহিত	...	সুদেব চক্রবর্তী
দর্শক ১ম	...	বাবলু চক্রবর্তী
" ২য়	...	অবনী ব্যানার্জি
শবরী	...	দীপান্বিতা রায়

অগ্নিদগ্ধ একটি মঞ্চ। সামনের পর্দা নেই, পুড়ে গেছে। পিছনে কালো পর্দা, মধ্যে দিয়ে একটি প্রবেশ পথ। দরজা নেই শুধু পোড়া কাঠামো রয়েছে। মাঝখানে একটা পোড়া আলমারি। আলমারির বাঁদিকে একটি ছোট টুলের উপর হারমোনিয়াম এবং একটি ছোট চেয়ার। মঞ্চের সামনের দিকে একটি আধপোড়া তক্তপোষ, তার বাঁদিকে একটি সেলফ, যার উপর চিঠিপত্র রয়েছে। পিছনে একটি ঘোড়াঞ্চি। তাছাড়া প্রয়োজন বোধে এখানে সেখানে ছড়ানো রয়েছে কিছু পোড়া কাঠ। মঞ্চের সব আসবাবপত্র দেখেই যেন মনে হয় এ একটি অগ্নিদগ্ধ মঞ্চের অংশ।

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

[অনন্ত প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। Hall এর মধ্য থেকেই ডাকে—'বাবু, সময় হয়েছে।' কোন সাড়া নেই। 'বাবু, ঘণ্টা দিলাম যে।']

অমর। চোখ বন্ধ করতে বল।

অনন্ত। আঁজ্ঞে?

অমর। চোখ বন্ধ করতে বল।

অনন্ত। ও হ্যাঁ। মশাইরা, দয়া করে চোখ বন্ধ করুন।

দর্শক। কেন, চোখ বন্ধ করব কেন?

অনন্ত। পর্দা নেই কিনা!

দর্শক। কি বলছেন! আমাদের চোখের পর্দা নেই?

অনন্ত। (জিব বার করে) ছিঃ ছিঃ একি বলছেন! আমাদের এই Stage এর পর্দা নেই কিনা! বাবু এসে এক্ষুনি শোবেন। ভোর বেলা ঘুম থেকে ওঠার দৃশ্য। আপনারা চোখ বুজুন। আমিও বাবুকে খবর দি। বাবু আসুন। চোখের পর্দা ফেলে দিয়েছি।

[অমর এসে মাদুরে শুয়ে পড়ে]

অমর। চোখ খুলতে বল।

[অনন্ত ঘণ্টা বাজায় আর চেঁচায়—'চোখ খুলুন, চোখ খুলুন, নাটক সুরু হল।' নেপথ্যে ভৈরবী সুরে গানের আলাপ। আড়মোড়া ভেঙ্গে ঘুম থেকে ওঠে।]

অমর। অনন্ত, অনন্ত! কোথায় গেলি বাপধন?

অনন্ত। (প্রবেশ) ডাকছেন?

অমর। যা দেখি বাবা, চট্ করে চা আর গরম তেলেভাজা নিয়ে আয়।

অনন্ত। তেলেভাজা পাব কোথায়? তেলই নেই বাজারে।

অমর। তাহলে গরম জিলিপি আর চা।

অনন্ত। পয়সা দিন।

অমর। আঃ, এখন নিয়ে আয় না, পরে পয়সা দেব।

অনন্ত। উঁহু, আর ধার দেবে না।

অমর। ধার আবার কি! এইত ক' পয়সার জিনিষ, তার আবার ধার।

অনন্ত। উঁহু, ধার দেবে না।

অমর। বক্ বক্ করিস না। যা দেখি বুঝিয়ে বল, থিয়েটারটা পুড়ে গেছে। কোত্থেকে পয়সা পাব? শিগ্‌গিরি চা নিয়ে আয়।—হ্যাঁরে, চিঠিপত্র কিছু এসেছিল?

অনন্ত। এসেছে এক বাণ্ডিল।

অমর। দেখি। হুঁ। সমবেদনা। উৎসাহ। করুণা। আশীর্বাদ। রেখে দে ওপাশে।

অনন্ত। এখানে যে স্তূপ জমা হল (চিঠি রাখতে রাখতে)।

অমর। হোক না, ক্ষতি কি। হয়ত কখনও কাজে দেবে। হ্যাঁরে, ধনঞ্জয়বাবু এসেছিলেন?

অনন্ত। কৈ, দেখিনি ত।

অমর। যেই থিয়েটার পুড়ল আর অমনি হাওয়া।

অনন্ত। হাওয়া হবেন কেন? অতখানি শরীর নিয়ে হাওয়া হওয়া কি সহজ কথা। থিয়েটার পুড়ে গেছে দেখে মনের দুঃখে হয়ত বাড়ীতে শুয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন।

অমর। তুই চুপ্ কর। চা নিয়ে আয়। (নিজের মনে) আমারই ভুল হয়েছিল। একজন নাট্যকার নিয়ে কি কখনও কাজ করা উচিত? ল্যাজটি ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে। (দর্শকদের প্রতি) হ্যাঁ মশাই—ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথা বলছি। আমার কি দোষ বলুন? যখন ওর 'ধৃতরাষ্ট্র' নাটক আমি এখানে Stage করি তখন ক'জন লোক ওকে চিনত? পাণ্ডুলিপি বগলে করে ঘুরে বেড়াত এক দরজা থেকে আর এক দরজায়। প্রেমেন দা—মানে আমাদের প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পড়ে ভাল লাগল। মঞ্চস্থ করলাম। খারাপটা কি করেছি বলুন। 'রুপোলী চাঁদ'; 'একমুঠো আকাশ'; 'রজনীগন্ধা'; 'আর হবে না দেরী' এসবেরই মধ্যে দেখেছিলাম—ধনঞ্জয় বৈরাগী কিছু বলতে চায়। মেহনতী মানুষ বিস্তর মটর

গ্যারেজের কথা আপনাদের অনেকেরই মনে আছে। 'একমুঠো আকাশ' এর কেষ্ট রক্তমাংসে গড়া মানুষ। 'আর হবে না দেরী'তে যখন বলতাম— 'শাহুজী আমাকে জন্তু করে দাও। দেখতে পাচ্ছ না শুধু বেঁচে থাকার জন্যে কতখানি নীচে আমাদের নামতে হয়েছে। হাত জোড় করে বলছি, আর একটু নামিয়ে দাও—আমাকে জন্তু করে দাও।'

······বিশ্বাস করুন, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। এসব চরিত্রে অভিনয় করে আনন্দ পেয়েছি। নাটক প্রযোজনা করে খুসী হয়েছি। কিন্তু সেই নাট্যকারের একি অধঃপতন হল বলুন ত! স্রেফ হাততালি আর ছুটো ফাঁকা বাহবার মোহে পড়ে লিখতে সুরু করল 'এক পেয়ালা কফি' আর 'নিশাচর' এর মত রহস্য নাটক। রহস্য! খুন! রাহাজানি! গরম মশল্লা! এখন আর ধনঞ্জয় বৈরাগী জীবনকে দেখে না। মানুষকে চেনবার চেষ্টা করে না। তার নিজস্ব ফরমূলা আছে। ছকে ফেলে, সেট্, ড্রেস, মিউজিক দিয়ে সাজিয়ে দর্শকদের সামনে রোমাঞ্চকর dish serve করে। দর্শকেরা গোগ্রাসে গেলে আর ঝালের চোটে হাততালি দেয়।

[অনন্ত চা নিয়ে ঢোকে]

অনন্ত। বাবু, ও বাবু!

অমর। কি রে?

অনন্ত। আপনার মাথার গোলমাল হয়নি ত?

অমর। কে বলেছে—চা ওয়ালা?

অনন্ত। না! প্রায়ই শুনি আপনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কার সঙ্গে কথা বলেন। জর হয়নি তো?

অমর। না, হয়নি।

অনন্ত। জর না হলে কেউ ভুল বকে?

অমর। মিথ্যে বক্ বক্ করিস না। মেজাজ গরম হয়ে যাবে। আচ্ছা অনন্ত, ধনঞ্জয় বৈরাগী শেষ যেদিন এল, তুইত ছিলি—।

অনন্ত। ছিলাম না আবার! বাবু এসে এখানে দাঁড়ালেন। চোখে চশমা। হাতে কোঁচা। গায়ে ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবি। আপনি বললেন—

অমর। বস ভায়া। কি ভেবে ঠিক করলে? একটা নাটক লিখে দাও। তা না হলে বাঁচব কি করে?

অনন্ত। বুঝতে ত পারছি। কিন্তু নাটক করবে কি দিয়ে? এই ত স্টেজের অবস্থা। Set নেই, Curtain নেই—

অমর। তা তো নেই, সবই পুড়ে গেছে।

অনন্ত। আলো নেই। spot, flood, dimmer.

অমর। না, লণ্ঠন আছে!

অনন্ত। (হেসে) ও দিয়ে কি আর থিয়েটার করা চলে। মিউজিশিয়ানরাও তো কেউ নেই! টেপ্ রেকর্ডারও চলবে না। কি করে নাটক তুমি জমাবে?

অমর। আহা মাথা ঠাণ্ডা করে তুমি এখানে বস না। আমি বুঝিয়ে বলছি।

অনন্ত। বড্ড ময়লা এখানটায়। ধুলো, ছাই, জামা, কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে।

অমর। (উঠে পড়ে) তুমি বুঝতে পারছ না ধনঞ্জয়, এই প্লাটফর্মটাতো বেঁচে গেছে। এই ক'খানা কাঠের উপরেই ত হাসা, নাচা, কাঁদা, খেলা। এটাত রয়েছে। আমরাও রয়েছি। তোমায় কথা দিচ্ছি, আমরা জান লড়িয়ে অভিনয় করব।

অনন্ত। ও, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি। এ আকস্মিক বিপর্যয়ে তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু আমার দিকটা একটু ভাব। এই পোড়া থিয়েটারে যদি আমার নূতন একটা নাটক নামে লোকে ত ছিঃ ছিঃ করবে। তা ছাড়া আমি কি পাব? কটা টাকাই বা তুমি দিতে পারবে? তার চেয়ে সারিয়ে টারিয়ে নাও, জনসাধারণের কাছে চাঁদা চাও, তারাও হয়ত দেবে, আমিও দেব—।

অমর। ভিক্ষে না হয় এখুনি চাইছি। টাকা নয়, একটা নাটক। অনেকে চলে গেলেও শবরী এখনও আছে। আমরা দুজনে যদি অভিনয় করি, তুমি দেখ এই পোড়া থিয়েটারেই আবার দলে দলে লোক আসবে।

তখন একে আবার নূতন করে সাজাতে পারব। তার জন্যে ভিক্ষে চাইতে হবে না।

অনন্ত। তুমি ভাবছ শবরী এখানে পড়ে থাকবে? থাকবে না। তারও টাকার দরকার। তারও ভবিষ্যৎ আছে।

অমর। তাহলে তুমি নাটক দেবে না?

অনন্ত। এখন ত হাতে নেই। যদি কিছু লিখি তোমায় জানাব। এখন চলি। (খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে এসে) ভেঙ্গে পড় না। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। সব ঠিক হয়ে যাবে। (পিঠ চাপড়ে)

অমর। এই ব্যাটা! গায়ে হাত দিচ্ছিস্ যে?

অনন্ত। আমি ত এতক্ষণ ধনঞ্জয় বৈরাগী হয়ে গিয়েছিলাম কি না!

অমর। যা দূর হ!

অনন্ত। চায়ের গেলাসটা নিয়ে যাই। ওটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

অমর। থিয়েটারের কাজ করে করে লোকটা বেয়াদপ হয়ে গেছে। সারাক্ষণ acting করছে (দর্শকের প্রতি) কিন্তু বিশ্বাস করুন, তারপর থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগী আর এখানে আসেনি। অথচ আমি তাকে এ লাইনে নিয়ে এসেছি। জনসাধারণের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। এখন তিনি টাকা পয়সার হিসেব করছেন। Popular উপন্যাস লিখছেন। মিথ্যে Romance এর গল্প। দু' ফোঁটা চোখের জল। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা প্যান্‌প্যানানি। মলাটে চক্‌চকে ছবি। ঝর্‌ঝরে ছাপা। দশটাকা দাম। সরস্বতী রুষ্টা হলেও লক্ষ্মী দেবী প্রসন্না হয়েছেন। যাক গে কি হবে ওসব ভেবে। 'যেতে দাও গেল যারা'।

[শবরীর প্রবেশ]

শবরী। কই আমাকে আনতে পাঠাননি!

অমর। ও শবরী, এস এস, বস বলতে পারছি না, তোমার শাড়ী ময়লা হয়ে যাবে।

শবরী। বসবার দরকার নেই, এতক্ষণ বাড়ীতে বসে বসে বিরক্ত হয়ে নিজেই চলে এলাম। গাড়ী পাঠাননি কেন? ভুলে গিয়েছিলেন?

অমর। না ভুলিনি—মানে গাড়ী—

শবরী। থিয়েটারের গাড়ীটাতো আর পোড়েনি।

অমর। তা পোড়েনি। তবে তেলের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে আছে।

শবরী। অনন্ত গিয়েও তো খবর দিতে পারত।

অমর। পারত, নিশ্চয় পারত, কেন যে পারল না!

শবরী। দেখুন অমরদা, এসব রসিকতা আমার ভাল লাগছে না। রিহার্সাল স্বরু করবেন, না কি আমরা সবাই চুপচাপ বসে থাকব?

অমর। রিহার্সাল তো করব, কিন্তু একটা নাটক চাই তো—ধনঞ্জয় বৈরাগী পালিয়েছে। কে নাটক লেখে?

শবরী। কেন, আপনি লিখুন।

অমর। শবরী, তুমি হাসালে। একটা চিঠি লিখতে গেলে আমার কলমের নিব ভেঙ্গে যায়।

শবরী। নাই বা নিজে হাতে লিখলেন, আপনি মুখে বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি।

অমর। বলব বল্লেই হল, কি বলব?

শবরী। ভাল ভাল কথা, তার কড়া কড়া উত্তর, আপনি যে রকম কথা বলেন।

অমর। কিন্তু একটা গল্প চাই তো।

শবরী। সে হয়ে যাবে। লিখতে স্বরু তো করি। তারপর সবাই মিলে ভেবে একটা গল্প দাঁড় করানো যাবে। সত্যি বলছি অমরদা, এরকম করে আর চুপচাপ বসে থাকতে পারছি না। মনটা ছটফট করছে।

[জনার্দনের প্রবেশ]

জনার্দন। বসে আর থাকতে তোমায় হবে না শবরী, ব্যবস্থা সব পাকা করেই এলাম।

শবরী। কিসের ব্যবস্থা করে এলে বাবা?

জনার্দন। রয়্যাল্ থিয়েটারে নতুন বই নামছে, তোকে ওরা হিরোইন করবে।

শবরী। রয়্যাল্ থিয়েটার !

জনার্দন। হেঁ হেঁ, যেমন তেমন জায়গা হলে আমি রাজী হতাম না, কলকাতার সেরা থিয়েটার রয়্যাল, তবেই না আমি এক কথায় মত দিয়েছি।

শবরী। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস না করে ওদের কাছে গিয়েছিলে কেন ?

জনার্দন। আমি যাব কেন, ওরাই তো আমার কাছে এসেছিল। আমাদের বরাত এবার খুলে গেল শবরী। ভাগ্যিস এ থিয়েটারটা—

অমর। কথাটা শেষ করলেন না।

জনার্দন। হেঁ হেঁ, মুখ ফস্‌কে কি যেন বেরিয়ে যাচ্ছিল।

শবরী। বাবা, তুমি বাড়ী যাও। আমি একটু পরে আসছি।

জনার্দন। না, না, দেরী করলে হবে না, বিপুলবাবু তোর জন্যে অপেক্ষা করছেন।

শবরী। কোথায় ?

জনার্দন। (মুখে বিড়ি ধরিয়ে আড় চোখে অমরের দিকে তাকিয়ে) বলছি, বলছি, সবুর কর না।

অমর। (উঠে পড়ে) আপনারা কথা বলুন, আমি আসছি।

[প্রস্থান]

জনার্দন। ছিঃ ছিঃ, অমরবাবুর সামনে সত্যি কথাটা ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এ থিয়েটারটা পুড়েই আমাদের ভাগ্য ফেরাল। (গলা নামিয়ে) হাজার টাকা মাইনে দেবে তোকে। এক হাজার ! ওরে বাপ্‌রে বাপ্। আমি তো ভাবতেই পারছি না। ভগবান এ্যাদ্দিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।

শবরী। কি নাটক ?

জনার্দন। সে সব কি আর আমি শুনেছি ? যেই বলেছে এক হাজার টাকা, আমার মাথাটা চর্কির মত ঘুরে গেল। আর কোন কথাই কানে ঢোকেনি। চল, চল শিগ্‌গীরি বিপুলবাবুর কাছে।

শবরী। এখন আমি যাব না বাবা।

জনার্দন। যাবি না, কি বলছিস্ তুই? ভাবাভাবির আবার কি আছে! এক হাজার টাকা!

শবরী। তা হলেও অমরদাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি উনি কি বলেন।

জনার্দন। সর্বনাশ কাণ্ড, ও কখনও মত দেয়!

শবরী। অমরদাকে তুমি চেন না।

জনার্দন। সব দাদাকেই আমি চিনি। আর কেউ বড় হবে শুনলেই ওদের বুক জ্বলতে সুরু করে।

শবরী। তুমি যাও। আমি একটু পরেই আসছি।

জনার্দন। উহুঁ, সে হবে না। আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

শবরী। তাহলে বস, আমি আসছি।

[শবরীর প্রস্থান]

জনার্দন। কে ওখানে? অনিমেষ না? চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি ভাবছ?

অনিমেষ। কিছু ভাবিনি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল।

জনার্দন। তা আর কি করবে বল; যা ঘটবার তা ঘটেছে।

অনিমেষ। কিন্তু কেন?

জনার্দন। এ 'কেন'র কে উত্তর দেবে বাবা?

অনিমেষ। আমরা তো কিছুই চাইনি; এই ছোট্ট জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে সাধনা করছিলাম, এটুকুও সহ্য হ'ল না!

জনার্দন। এখন কি করবে অনিমেষ?

অনিমেষ। অমরদা যা বলবেন।

জনার্দন। উনি আর কি বলবেন; সবই তো গেছে দেখতে পাচ্ছ। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখতে পার।

অনিমেষ। কিসের চেষ্টা?

জনার্দন। রয়্যাল থিয়েটারে নতুন নাটক খুলছে। লোক নেবে। একবার গিয়ে দেখা কর না। তোমার চেহারা ভাল, হয়ত নিয়ে নেবে।

অনিমেষ। রয়্যাল থিয়েটার! আমি তো কাউকে চিনি না।

জনার্দন। কিন্তু ওঁরা তোমাকে চেনেন। বিপুলবাবু Sole proprietor. একেবারে কেঁদে গিয়ে পায়ে পড়। তোমরা তো এ্যাক্টিং জানো হে, এখুনি হয়ে যাবে।

[বিষ্টুপদর প্রবেশ]

বিষ্টুপদ। অনিমেষ, শোন।

(অনিমেষ কাছে এগিয়ে যায়)

বিষ্টু। সেই জ্যোতিষী ভদ্রলোক এসেছেন। তুমি বলেছিলে একবার দেখা করতে চাও।

অনিমেষ। হ্যাঁ, কোথায় উনি ?

বিষ্টু। মেয়েদের গ্রীনরুমে।

অনিমেষ। পয়সা দিতে হবে ? আমার কাছে কিন্তু নেই।

বিষ্টু। সে আমি দিয়ে দেব, তুমি চল।

অনিমেষ। না, থাক বিষ্টু, জ্যোতিষী দেখিয়ে আর কি হবে ? যার কপাল পোড়া, সে যেখানেই যায় সবই পুড়ে ছাই হয়।

বিষ্টু। না, না, আমি বলছি তোমাকে, এ বড় জাগ্রত জ্যোতিষী, হয়ত সামান্য কিছু একটা ধারণ করতে বলবেন, দেখবে সব অমঙ্গল তোমার কেটে যাবে।

জনার্দন। তোমরা কি বলছ বিষ্টু ?

অনিমেষ। কিছু না, চল বিষ্টু ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেই আসি।

[দুজনের প্রস্থান। ইতিমধ্যে একখানা ঘোড়াফ্কি নিয়ে Lightman ভুবন আর back stage এর কালি মঞ্চের ওপর ঢুকে মাপ জোপ করছিল।]

ভুবন। মাপ কোত্থেকে নেব ? একেবারে ওপরের সিলিং থেকে ?

কালি। ইঞ্চি দুই ছেড়ে দাও।

ভুবন। আমি কি ভাবছিলাম জানিস ? যদি নতুন করেই Stage তৈরী করতে হয় আগের মত আর করব না। সে সব মান্ধাতার আমলের জিনিষ ছিল। একেবারে modern করতে হবে।

কালি। সামনের পর্দাটার যা অবস্থা হয়েছিল! কতবার বলেছি। টানতে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে, তবু বাবু বদলান নি ? এইবারে নতুন curtain হবে। সার্টিনের উপর ফ্রিল্ দেওয়া।

ভুবন। যদি হাল্কা রঙের হয় আমি Show এর আগে পর্দার ওপর Light এর খেলা দেখাব। Music বাজবে, House Light off হয়ে যাবে, তারপরেই আলোর তুবড়ী ছোটাব পর্দার ওপর।

কালি। তোর মাথার ওপর যে বেবিটা ছিল—

ভুবন। ওসব গলে গেছে। ঐ যে ক্লাম্পটা ঝুলছে দেখ না।

কালি। এ সেই কোন ক্ল্যাম্পটা মনে আছে ?

ভুবন। মনে নেই আবার! 'আর হবে না দেরী'তে ভাঙ্গা কড়িটা ঝুল্ত ঐ খান দিয়ে। বাইরে বোমার আওয়াজ হতেই ফস্ করে কড়িটা নেমে আসত, আর শ্রীপতি চেঁচাত—'বাঁচাও', 'বাঁচাও'—।

জনার্দন। তোমাদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই ? মিছিমিছি চেঁচাচ্ছ কেন ?

কালি। আপনি বুঝি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন ?

জনার্দন। ভয় পাব না ? পোড়া থিয়েটারে বসে আছি, সব সময় আগুনের আতঙ্ক! আর তার মধ্যে 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' করে চীৎকার করছ ?

ভুবন। আপনাকে বাবু কিছু বলেছেন ?

জনার্দন। কি নিয়ে ?

ভুবন। এ থিয়েটার আবার তৈরী হবে কি না।

জনার্দন। হবে বল্লেই বুঝি হয় ? কত টাকা লাগবে তার ঠিক আছে ? কে দেবে শুনি ?

কালি। সত্যি বাবুর টাকা নেই ?

জনার্দন। টাকা থাকলে মাসে মাসে মাইনে দিতে পারত না কেন ? শবরীই তো কতদিন বাদে বাদে টাকা পেয়েছে।

কালি। তাহলে আমাদের কি হবে বাবু ?

জনার্দন। এই বেলা কেটে পড়। যে নৌকো ডোবে তা থেকে ইঁদুররাও পালায়। এ থিয়েটার ভরাডুবি হতে আর কতক্ষণ?

ভুবন। তা হলে শবরীদি?

জনার্দন। শবরীও এখানে থাকবে না। অন্য জায়গায় কাজ নিয়েছে।

ভুবন। তাহলে এ থিয়েটার আর চলবে না। কালিরে, আমাদেরও এখন থেকে ভাবতে হবে।

[অনন্ত এক কাপ দুধ হাতে নিয়ে ঢোকে]

অনন্ত। কি ভাববে বাবা? মাথাগুলো তো সব গোবর ভরা, নিজেরা কি ভাববে শুনি?

কালি। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে অনন্তদা; তোমার তো আর সে ভাবনার বালাই নেই।

অনন্ত। ভবিষ্যৎ? তোমাদের? ভাববার কিছু নেই—অন্ধকার।

ভুবন। কেন, কেন?

অনন্ত। তোমাদের না আছে বুদ্ধি, না আছে কাজ করবার ইচ্ছে। গোবরগণেশগুলো, এই থিয়েটারের জন্যেই ত করে খাচ্ছ।

ভুবন। দেখ অনন্তদা, ভাল হবে না বলছি। আলোক সম্পাতে আমার কত নাম জান? যে থিয়েটারে যাব লুফে নেবে।

অনন্ত। সে শুধু লোফালুফি করবার জন্যে, কাজ দেবার জন্যে নয়। যা, মিথ্যে বকর্ বকর্ করিস না। বাবু যা বলেছেন মাপ্-ঝোপ্ কর।

কালি। কিন্তু কিসের জন্যে? আর কি থিয়েটার হবে?

অনন্ত। হবে না তো কি এ রকম পড়ে থাকবে? গাধাগুলো সব।

ভুবন। কাকে নিয়ে হবে; শবরীদি চলে যাচ্ছে।

অনন্ত। তাতে কি হয়েছে, শবরীদি যাবে, কবরীদি আসবে।

জনার্দন। সে আবার কে?

অনন্ত। এখন কেউ নয়; ট্যাংরা মেয়ে, ড্যাবা ড্যাবা চোখ, মাথায় জটা। কিন্তু একবছর এখানে প্লে করবার পর তিনি হবেন মঞ্চাভিনেত্রী কবরীদেবী; তাঁর রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ হবে, চাই কি মূর্চ্ছা যাবে।

কালি। সত্যি বলছ অনন্তদা, থিয়েটার তাহলে চলবে ?

অনন্ত। ওরে গাধা, এই দশবছরে কম দেবদেবী দেখলাম ! মাথা নীচু করে এলেন ; নাম হতেই গট্‌মট্‌ করে চলে গেলেন। তাই বলে কি থিয়েটার বন্ধ রইল ? সবই আবার চলবে। এই দেখ্ দেখি, তোদের জ্বালায় কথা বলতে বলতে দুধটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বাবু গেলেন কোথায় ?

জনার্দন। ঐ ঘরে।

অনন্ত। যাই দুধটা খাইয়ে আসি।

[নেপথ্য থেকে অমরের গলা শোনা যায়]

অমর। পৃথিবী অনেক বড়। আমরা তার ওপর ছোটাছুটি করছি, এ ছোটা কখন থামবে, কোথায় গিয়ে আমরা পৌঁছব কে বলতে পারে। (বেরিয়ে এসে) হাতে ওটা কি অনন্ত ? চা, দাও।

অনন্ত। চা নয়, দুধ।

অমর। দুধ এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।

অনন্ত। তা করবে কেন, ঐ একটা জিনিসই তো গয়লা ধারে দিয়ে যায় কিনা।

অমর। হাঃ হাঃ, ঠিক বলেছ অনন্ত, যা অনায়াসে পাওয়া যায় সেটা কারুর ভালো লাগে না। গরম না ঠাণ্ডা ?

অনন্ত। গরম ছিল, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

অমর। সে দিন এ বাড়ীটাও কি ভীষণ গরম হয়ে উঠেছিল ; আগুন নিভে যাবার পরও কত ঘণ্টা দেওয়ালগুলোয় হাত দিতে পারি নি। এখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পুজোর আগে বিজ্ঞাপনে দেওয়াল ছেয়ে ফেলেছিলাম— গরম পাব্লিসিটি, এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দাও, দুধটা খেয়ে নিই। আরে জনার্দনবাবু, আপনি এখনও যান নি ?

জনার্দন। তোমার জন্যেই বসে আছি ভাই।

অমর। বলুন কি করতে পারি।

জনার্দন। এত লোকের সামনে—

অমর। কালি, ভুবন, এখন থাক, তোমরা যাও। অনন্ত—

অনন্ত। আমার যাওয়াও যা, থাকাও তা; চোখেও দেখি না, কানেও শুনি না। নিন, দুধটা খেয়ে নিন।

[সকলের প্রস্থান। নিমাইএর প্রবেশ]

জনার্দন। শবরীর কাছে শুনেছ বোধহয়—

অমর। হ্যাঁ শুনলাম।

জনার্দন। তা তুমি কি বল?

অমর। আমার তো বলার কিছুই নেই, আপনারা যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

জনার্দন। মানে দেখ, আমার ঐ একটি মেয়ে, অনেক যত্ন করে মানুষ করেছি। সত্যি কথা বলতে ওরই রোজগারের ওপর আমাদের সংসার চলে। এত বড় একটা সুযোগ।

অমর। তা তো বটেই।

জনার্দন। জানই তো শবরী তোমায় কি রকম ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তোমার এই দুর্দিনে তোমাকে ছেঁড়ে যেতে ওর মন চাইছে না, এখন তুমি যদি ওকে একটু বুঝিয়ে বল, তাহলেই ও রাজী হয়।

অমর। বেশ আমি বলব।

জনার্দন। মানে একটু ভাল কোরে বোল; আমাদের অবস্থা তো বুঝতেই পারছ।

অনন্ত। হ্যাঁ বুঝতে পারছি।

জনার্দন। কি বুঝছ?

অনন্ত। এইবার শবরীদির গাড়ী হবে, বাড়ী হবে, চোখে কালো চশমা হবে, মাথায় পরচুলের উঁচু খোপা হবে।

অমর। আঃ অনন্ত। বাইরের লোকের সঙ্গে এ রকম রসিকতা করতে নেই।

অনন্ত। রসিকতা কেন করব বাবু? মনে নেই, আমাদের শিউলিদির ঐ রকম হয়েছিল। পরে বুঝি নাম নিয়েছিল চিত্রিতা। উঃ, ক'বছরের

মধ্যে কি ডাকসাইটে নাম হল, দুটো বাড়ী, তিনটে গাড়ী, চারটে স্বামী, পাঁচটা কুকুর।

অমর। আঃ তুই চুপ কর।

অনন্ত। শেষকালে অবশ্য বিষ খেয়ে মরে গেল। আহা বেচারি! মেয়েটা এমনিতে ভালই ছিল। প্রত্যেক পুজোয় আমাকে একজোড়া ধুতি দিত। আজকাল আর কেউ দেয় না, তবে এ লাইনের ঐ এক মহাদোষ। সুবিধে পেলেই লোকে আত্মহত্যা করে। কেন বলুন তো?

অমর। তুই এখন যা, আমরা দরকারি কথা বলছি।

[অনন্তর প্রস্থান]

জনার্দন। তোমার ড্রেসারটি তো বড় বিচক্ষণ লোক। কেমন আমাকে ভয় দেখিয়ে দিল দেখলে? আত্মহত্যা করলেই হ'ল!

অমর। অনন্ত কি ভেবে বলেছে জানি না। এ পোড়া দেশে ক'জন শিল্পী বেঁচে থাকে বলুন? সকলকেই তো প্রায় আত্মহত্যা করতে হয়।

জনার্দন। (না বুঝে হাসে) কি যে বল। সবাই আত্মহত্যা করলে থিয়েটার বায়স্কোপ আর চলত না, সব লাটে উঠে যেত।

অমর। আমি সে আত্মহত্যা বলিনি জনার্দনবাবু; বেঁচে থেকেও তিলে তিলে মরা, সে বড় নির্মম ট্রাজেডি। বিশ্বাস করুন, শবরীকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি, আমি মনেপ্রাণে চাই সে বড় হোক, ভাল হোক, প্রকৃত শিল্পী হোক।

জনার্দন। তবে, তবে! আমি জানতাম তুমি ওকে বুঝিয়ে বলে রয়্যাল থিয়েটারে ঢুকিয়ে দেবে। জীবনের মোড় ওর ঘুরে যাবে; নিজের মেয়ে বলে বড়াই করছি না, সত্যিই ওর ক্ষমতা আছে। তোমার কথা শুনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি, তুমি শবরীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিও। আমি আজই দুপুরবেলা ওকে রয়্যাল থিয়েটারে নিয়ে যাব। চলি ভাই অমর, তোমাকে আর কি বলব, তোমার এত বড় প্রতিভা, আস্তে আস্তে সব হবে, যায় আবার আসে। সবই তাঁর ইচ্ছা। একটু তাড়াতাড়ি ওকে পাঠিয়ে দিও। বুঝতেই পারছ আমি ব্যস্ত হয়ে থাকব।

[প্রস্থান]

['পথের শেষ কোথায়' গানের কয়েকটা লাইন শোনা যাচ্ছে। অমর ইতস্ততঃ পায়চারী করে। ইতিমধ্যে শবরী এসে ঢোকে। গান থামার পর কথা সুরু হয়।]

শবরী। নিমাইদা গান করছে।

অমর। হ্যাঁ, গানটা ও থামায়নি, কিন্তু কথা বন্ধ করেছে।

শবরী। কেন এরকম হল ?

অমর। চোখের সামনে নিমাই এ থিয়েটারটা পুড়ে যেতে দেখেছিল কিনা ! গভীর রাতে আগুনের ঐ বিভীষিকা ওকে নীরব করে দিয়েছে। শবরী, সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য, আগুনের লেলিহান শিখার কথা শুনেছি, বইতে পড়েছি, কিন্তু চোখের সামনে দেখার যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আগুনের জিব লক্ লক্ করছে। একবার এদিক দিয়ে বেরুচ্ছে, আর একবার ওদিক দিয়ে। কি বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, কি অপরিসীম তেষ্টা। ছ'টা দমকল অজস্র ধারায় জল ঢেলেও তা মেটাতে পারছে না। এ দৃশ্য নিমাই সহ্য করতে পারেনি।

শবরী। আগুনের ভয়ঙ্কর রূপ আমি কখনও দেখিনি ; আমি দেখেছি উনুনের মধ্যে বন্দী অবস্থায়, দেখেছি প্রদীপের ভীরু শিখায়, তবু আমার ভয় করত, 'অঘটন আজও ঘটে'তে অমলের বাসায় যখন আগুন লাগত, স্টেজের মধ্যে যখন আগুনের বন্যা ছুটত ; আপনি তার মধ্যে দাঁড়িয়ে ডাকতেন—"অমল, অমল," আমি কিন্তু উইংস-এ দাঁড়িয়ে ভয় পেতাম।

অমর। সে আগুনের সঙ্গে এ আগুনের কোন তুলনা হয় না শবরী। আগুনের আভাটাই তো আগুন নয়। তার রঙ্ মিলিয়ে যা আমরা মঞ্চে দেখাই সে শুধু ছেলেখেলা। আগুনের যে নিষ্ঠুর শক্তি, তার রূপ দেব কি করে !

শবরী। আমি ভেবেছিলাম নিমাইদার মত আপনিও হয়ত ভেঙ্গে পড়বেন।

অমর। না পড়িনি। দশ বছর ধরে তিল তিল করে যা গড়েছিলাম চোখের সামনে দেখলাম পুড়ে ছাই হয়ে গেল। পাড়ার সবাই মিলে চেষ্টা করেও নেভাতে পারল না। আমি তখন ভেবেছি, এও আর এক পরীক্ষা ! জীবনে তো কম পরীক্ষা দিই নি। তুমি তার অনেকগুলিই জান। মঞ্চকে

ভালবাসার এই বড় দায়। সে তোমাকে যাচিয়ে নেবে তুমি খাঁটি কিনা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) যাক গে, তুমি বাড়ী যাও ; তোমার বাবা সেখানে অপেক্ষা করছেন।

শবরী। এখন যেতে ইচ্ছে করছে না।

অমর। উনি বিরক্ত হবেন।

শবরী। এ তো সুরু, বিরক্তি ক্রমশঃ বাড়বে, আমি তার কি করব ?

অমর। কেন, বাবার কথা শুনবে। রয়্যাল থিয়েটারে নামবে, হাজার টাকা মাইনে পাবে।

শবরী। আপনি কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা করছেন।

অমর। কোন নাটকে তুমি একথাটা বলতে ?

শবরী। মনে নেই ; রজনীগন্ধা। আপনি বসতেন এইখানে, আমি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে। কথাটা উঠত রবি দত্তকে সাহায্য করা নিয়ে ; আপনি তাকে চেক্ কেটে দিলেন, আশা চৌধুরী বিরক্ত হয়ে বলত ; 'আপনি কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা করছেন।'

অমর। আমি বলতাম—'খেলাই যদি করতে হয় এই বুড়ো বয়সে, আমার তো মনে হয় আগুনই ভাল।'

শবরী। বেশ দেখা যাবে।

অমর। নিশ্চয় দেখবেন, তা হলে এখন আমি চলি।

শবরী। না, বসুন।

অমর। সে আবার কি, যেতে দেবেন না ? আশ্চর্য, আমার স্ত্রী এদিকে ঘর-দোর পায়চারি করে মাইল তিনেক হেঁটে ফেল্লেন।

শবরী। চুপ করুন আপনি।

অমর। ওরে বাপ রে বাপ। আপনার যত রাগ দেখছি নিরীহ লোকের উপর। এতক্ষণ তো পাওনাদারের সামনে কেঁচোটি হয়ে বসেছিলেন।

শবরী। বলছি তো, উনি পাওনাদার নন।

অমর। থুড়ি, থুড়ি, ভুল হয়ে গেছে। আপনার একমাত্র বন্ধু। তবে কি জানেন, অনেক সময় দেখা যায় বন্ধুরাও পাওনাদার হয়ে দাঁড়ায়। মানে

বন্ধুরা অনেক উপকার করে তো, তারই সুদ বাবদ আসলটাও উসুল করে নেয়।

শবরী। আপনার সঙ্গে রঙ্গ করবার ইচ্ছে এখন আমার নেই।

অমর। সে তো অতি উত্তম প্রস্তাব, আমি তাহলে এখন যাই।

শবরী। (ধম্‌কে) না, যেতে পাবেন না, বসুন।

অমর। আরে সর্বনাশ। এ তো দেখ্‌ছি মোঘলের হাতে পড়েছি, খানা না খাইয়ে বোধহয় ছাড়বে না।

শবরী। বসুন।

অমর। (বসে পড়ে) বসলাম।

শবরী। ঐ খাতাটা দিন।

অমর। নিন। (খাতা এগিয়ে দেয়)

শবরী। ৩০নং সার্কাস এভিন্যু।

অমর। ও ঠিকানা দেখছেন ? খুব সোজা রাস্তা। যদি বাসে যান আট নম্বর ধরবেন, আধ ঘণ্টা লাগবে, দশ পয়সার টিকেট আর যদি ট্রামে যান—

শবরী। দরকার হলে আমি গাড়িতেই যাব।

অমর। তাহলে একটু মুশকিল আছে, মানে গলিটা বড় সরু। মোড় থেকে হেঁটে যেতে হবে। পলা আপনাকে দেখে যা খুশী হবে, নিজের হাতে লুচি ভেজে—

শবরী। পলা হয়তো খুশী নাও হতে পারে।

অমর। কেন ?

শবরী। কি বলে আমার পরিচয় দেবেন ?

অমর। কেন, আমার বান্ধবী, অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

শবরী। (হেসে) আমার আপত্তি নেই। তবে জানিনা স্বামীর এমন একটি বান্ধবীকে কোন স্ত্রী হাসিমুখে গ্রহণ করবে কি না।

অমর। কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

শবরী। এ শহরে আশা চৌধুরী খুব অচেনা নয়। স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, সিনেমাতে নেমেছি, তা অনেকেই জানে। পলা না

জানলেও জেনে যাবে। তখন কি আপনি মনে করেন পলা খুব খুশী হবে ?

অমর। মানে, দেখুন আমি ঠিক এভাবে ভাবিনি।

শবরী। ভাবা বোধহয় উচিত ছিল। ধরুন যদি পলা শোনে আজ রাত দশটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এই ঘরে আপনি স্বেচ্ছায় বন্দী ছিলেন, তা হলে সে কি ভাববে ?

অমর। আমি সব খুলে বলব।

শবরী। কি বলবেন ? একটি রূপসী যুবতী গলায় দড়ি দিচ্ছিল, আপনি তাকে বাঁচাতে জানলা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকেছিলেন। এবং ৫০০ টাকার চেক লিখে দিয়ে তার পাওনাদারকে তাড়িয়েছেন। এ আজগুবী গল্প কেউ বিশ্বাস করবে ?

অমর। উঃ এসব কি বলছেন ! না, না পলা আপনার কথা বিশ্বাস করবে না।

শবরী। না করার তো কিছু নেই। আপনি যে সন্ধ্যাবেলা আমার কাছে ছিলেন তার প্রমাণ বিমল, সে দেখেছে।

অমর। বিমল !

শবরী। রবি দত্তর নামে চেক দিয়েছেন, ব্যাঙ্কই তা বলতে পারবে।

অমর। রবি দত্ত !

শবরী। আর টাকাটা যে আমার বাড়িভাড়া বাবদ দিয়েছেন তার প্রমাণ এই রসিদ। আপনারই খাতার পেছনে লেখা আছে।

অমর। এসব কেন বলছেন, আপনারা কি আমায় ব্ল্যাকমেল করবেন নাকি ? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। (একটু চুপ করে থেকে) এ আমি কি করলাম। পলার হীরের আংটির জন্যে যে টাকা জমাচ্ছিলাম তাই থেকে আপনার বাড়ীভাড়া দিয়েছি। ও ঠিক বুঝতে পারবে, হয়তো আমাকে সন্দেহ করবে। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার কোন ক্ষতি করার জন্য এরকম করিনি।

শবরী। (হাসতে হাসতে) কি হোল, আগুন নিয়ে খেলা করবেন না ?

অমর। না, করবো না। এতেই আমার হাত-পা সব পুড়ে গেছে, আর চাই না।

['রজনীগন্ধা' অভিনয়ের পর 'শেষ কোথায়' গানটা কয়েক লাইন শোনা যায়।]

অমর। সত্যিই পথের শেষ নেই শবরী ; ধর প্রফেসার যদি ভয় পেয়ে দরজা খুলে রাস্তা দিয়ে চলেই যেত, কোথায় যেত কে বলতে পারে। আশা চৌধুরী অনির্দিষ্ট কালের জন্য বসে থাকত এই ঘরে। শুধু নাটকের খাতিরে আবার দেখা করান হল, নয়ত নাটক হবে কি করে। কিন্তু জীবনে কি তা হয় ? ধর তোমায় যদি প্রয়োজনের খাতিরে রয়্যাল থিয়েটারে নামতেই হয়, তোমার পথ হয়ে যাবে আলাদা। কোন নাট্যকারের সাধ্য নেই আবার আমাদের এক মঞ্চে নিয়ে এসে উপস্থিত করে, তাই না ?

শবরী। হলেও তো তা ভালর জন্যেই হবে।

অমর ! কে বললে ?

শবরী। আপনার কাছেই তো শুনি, যা কিছু হচ্ছে সবই ভালর জন্যে। থিয়েটারে যখন বিক্রী থাকেনা সেও ভালর জন্যে। কোন আর্টিষ্ট যখন চলে যায়, বলেন সেও ভালর জন্যে ; এ আগুনও তো বলছেন ভালর জন্যে। আমায় যদি চলে যেতে হয়ই তার মধ্যে নিশ্চয় কোন ভাল লুকোন থাকবে।

অমর। বাঃ চমৎকার। এবার থেকে তুমি নাটক লেখ শবরী ; ধনঞ্জয় বৈরাগীর তিরোধান, নাট্যকার রূপে শবরী দেবীর আবির্ভাব। এটা যে ভালর জন্যে তা আমি নির্ঘাত বলতে পারি।

শবরী। সবতাতেই আপনার ঠাট্টা আর হাসি।

অমর। গম্ভীর হয়ে তো কোন লাভ নেই, তাই হাসি। বাজারে সব জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি হলেও আজকের দিনে চোখের জলের কোন দাম নেই। ওর সাপ্লাই বড় বেশী, অথচ এতটুকু ডিমাণ্ড নেই।

শবরী। যাচিয়ে দেখেছেন কখনও ?

অমর। না, সে দুর্ভাগ্য হয়নি। বলত একবার এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখি।

শবরী। কি দেখবেন ?

অমর। ‘কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুক্‌নো ধূলো যত,
কে জানিত আসবে তুমি গো
অনাহূতের মত।’

[বিষ্টুপদ প্রমুখ অন্যান্যদেব প্রবেশ]

বিষ্টু। অমরদা একটা কথা ছিল।

অমর। (হেসে) এই দেখ অনাহূতের দল এসে পড়েছে।

সকলে। আমরা একটা দরকারী কথা বলতে এসেছি।

অমর। বল।

বিষ্টু। মানে শুধু আপনাকে বললেই ভাল হত।

অমর। শবরী থাকলেও কিছু মন্দ হবার নেই, তোমরা বল।

বিষ্টু। একটা কথা আমরা তলিয়ে দেখছি না; হঠাৎ থিয়েটারে আগুন লাগলো কি করে।

অমর। ‘সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার পিতা’—আগুন লাগাটা accident.

সকলে। হঠাৎ এ accident হলো কেন?

অমর। Accident হঠাৎই হয়, আর তার কারণ সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভুবন। Electric থেকে হয়নি। Main Switch off ছিল।

অমর। তা আমি নিজে দেখে নিয়েছিলাম।

ভুবন। তা হলে?

অমর। কেউ হয়ত জলন্ত সিগারেটের টুকরো অসাবধানতাবশতঃ ফেলে রেখে গিয়েছিল।

বিষ্টু। আপনি ভুলে যাচ্ছেন অমরদা auditorium এর মধ্যে সিগারেট খাওয়া বারণ।

অমর। Lobby-তেই খেয়েছে। হয়তো Warning bell পড়তে

তাড়াতাড়ি হলে ঢুকতে গিয়ে সিগারেট ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু নেভেনি। আস্তে আস্তে তাই থেকে jute carpet-এ লেগে গেছে।

সকলে। তাহলে অনেক আগেই আগুন দেখা যেত। মাঝরাতে ধরা পড়ত না।

অমর। তোমরা কি বলতে চাইছ?

বিষ্টু। এ আগুন accidental নয়। আগুন লাগানো হয়েছে।

শবরী। কি বলছ বিষ্টু!

বিষ্টু। আমি এ'কদিন কাউকে কিছু বলিনি। তলায় তলায় অনুসন্ধান করছিলাম। আজ আমার স্থির বিশ্বাস, ইচ্ছে করেই এ Theatre-এ আগুন লাগানো হয়েছে।

অমর। কিন্তু কেন?

বিষ্টু। ঈর্ষার জ্বালায়। ওরা সহ্য করতে পারেনি এইটুকু একটা থিয়েটার নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে থাকবে।

অমর। তুমি কাদের কথা বলছো?

বিষ্টু। তাদের আপনি ভালোই চেনেন।

অমর। এখন হেঁয়ালি করবার সময় নয়। বল কাদের তোমরা সন্দেহ করছো? কারা আগুন লাগিয়েছে?

কালি। তাদের কথা ছেড়ে দে বিষ্টু। যাকে দিয়ে লাগিয়েছে তার কথা বল।

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ বল।

অমর। কে সে বল।

সকলে। অনিমেষ।

শবরী। অনিমেষ! কি বলছো, আমাদের অনিমেষ!

বিষ্টু। শবরীদি, যেদিন থেকে ঐ ছেলেটা আমাদের Theatre-এ এসে ঢুকলো, আমরা ওকে সন্দেহ করেছি। আমাদের কারুর সঙ্গে ও ভালো করে মেশে না। নিজের মনে থাকে, বাইরের লোকের সঙ্গে গুজ্ গুজ্ ফুস্ ফুস্ করে। তখুনি বুঝেছিলাম কোন মতলব নিয়ে সে এখানে এসেছে।

শবরী। একথা অমরদাকে বলনি কেন ?

সকলে। বলেছিলাম, উনি শোনেন নি।

অমর। কেন তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে অনিমেষ আগুন লাগিয়েছে ?

কালি। অনিমেষ আজকাল রাত্রে Lobby-তে শুতো।

অমর। আমিই ওকে শোবার অনুমতি দিয়েছিলাম। কোলকাতায় থাকবার ওর কোন জায়গা নেই।

ভুবন। অনিমেষই প্রথম আগুন আগুন বলে চেঁচায়।

অমর। Double show-এর পর ঠাকুর দেখতে ও বাইরে গিয়েছিল। রাত্রে যখন ফেরে দেখে ধোঁয়া বার হচ্ছে। তখুনি ও চেঁচায়।

বিষ্টু। মিথ্যে কথা।

অমর। তার মানে ?

বিষ্টু। পাড়ার ছেলেরা ওকে দেখেছে এ পাড়াতে ঘোরাঘুরি করতে। প্রায় ১১টা নাগাদ Green room-এর ছোট দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে।

অমর। কিন্তু অনিমেষ যে আমাকে বললে—

বিষ্টু। মিথ্যে বলেছে। সব কথাই ওর মিথ্যে। অনিমেষ আপনাদের বলেনি ওর বাবা মা মারা গেছেন ?

অমর। হ্যাঁ বলেছিল।

বিষ্টু। মিথ্যে কথা। ওঁরা থাকেন হাওড়ায়। অনিমেষ সরকার ওর আসল, নাম নয়।

শবরী। তবে—

বিষ্টু। আসল নাম বাদল বসু রায়। ওর বাবা Port Commissioners-এর Tally Clerk.

ভুবন। শুনছি ও নাকি যাত্রা partyতে contract সই করেছে।

বিষ্টু। আজ নয়, একমাস আগে।

অমর। সে কথা আমি জানি না তো !

বিষ্টু। অনিমেষ ইচ্ছে করে জানায় নি। এখন আর জানাবার দরকারও

নেই। আমাদের থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। পরের মাস থেকে দেখবেন সে অভিনয় করছে 'বিনোদ অপেরা'য়।

কালি। আর জ্যোতিষীর কথাটা বল্। তাঁকে দিয়ে গুণিয়ে তবে আমরা অনিমেষের নাম পেয়েছি। অব্যর্থ জ্যোতিষী। উনি কখনো গণনায় ভুল করেন না।

অমর। তোমরা এখন যাও, আমাকে একলা থাকতে দাও।

বিষ্টু। অমরদা, হয় আপনি এর বিচার করুন নয়তো আমরাই বিচার করব। অনিমেষকে আমরা ছেড়ে দেব না।

সকলে। আমাদের হাতে গড়া এ থিয়েটার।

অমর। ঠিক আছে তোমরা যাও।

[শবরী ও নিমাই ছাড়া সকলের প্রস্থান]

শবরী। কিছু ভাবছেন ?

অমর। না।

শবরী। অনিমেষকে ডাকব ?

অমর। না।

শবরী। একবার ডেকে সামনা সামনি কথা বলে নেওয়া তো ভাল। ওর যা বলার আছে বলুক।

অমর। না থাক।

শবরী। সত্যিই তো অনিমেষকে আমরা জানি না, অভিনয় ও করতে পারে, তাই দেখেই আপনি ওকে নিয়েছিলেন। এখন বিষ্টুরা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়।

অমর। কি হবে তাহলে ?

শবরী। মানে আমাদের জানা উচিত কেন আগুন লাগলো, কে লাগালো।

অমর। কোন লাভ নেই শবরী। আমি বিশ্বাস করি এটা accident, এ বিশ্বাস আমার ভেঙ্গে দিও না। আগুন এ থিয়েটারটা পুড়িয়েছে, হয়ত পুড়িয়েছে বাইরের সামগ্রীকে, কিন্তু আমার ভেতরটাকে পোড়াতে পারে নি।

শবরী। কি বলছেন অমরদা !

অমর। ঐ অবিশ্বাস, ঐ সন্দেহ—ও যে আগুনের চেয়েও নিষ্ঠুর, একবার যদি প্রশ্রয় দিই আমার ভেতরটাকেও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। মানুষের ওপর যদি আস্থা হারাই, কি সৃষ্টি করব, কার জন্য করব বলতে পার ?

শবরী। আমি ঠিক এ দিয়ে ভাবিনি। বুঝতে পারিনি কোথায় আপনার ব্যথা।

অমর। তোমার দোষ নেই শবরী। কেউই বোঝে না ; সবাই বাইরেটা দেখে হা-হুতাশ করে। কিন্তু ভেতরটা! নিমাইকে দেখে তোমরা অবাক হচ্ছ, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি কেন ও নীরব হয়ে গেছে ; তাই না M. D. ? (নিমাই মুখ তুলে তাকায় ; অমর ম্লান হাসে)

শবরী। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আমি তাহলে এখন আসি।

অমর। এস।

শবরী। নিমাইদা! আপনি এখানে থাকবেন। ওঁকে একলা ছেড়ে যাবেন না।

অমর। (হেসে) ওকে পাহারা দিতে বলছ ? কে কাকে পাহারা দেয় দেখ।

[শবরীর প্রস্থান]

অমর। এখন কি রকম আছো নিমাই ? খাওয়া দাওয়া করছ ? চুপ করে গেছ ভালোই হয়েছে। কথা বলে বলে আমার জিব ব্যথা হয়ে গেল। সবাই সান্ত্বনা দিচ্ছে, যা হবার তাতো হয়েই গেছে। দশ বছর তো এক ভাবেই কাটল। দেখা যাক না অন্যভাবে কিছু করা যায় কিনা। শুধু দুঃখ এই, পাশে দাঁড়াবার মত লোক হল না, যে আমার সঙ্গে লড়বে, হারবে, জিতবে। যাওয়ার সময় যার হাতে ভার দিয়ে যেতে পারব।

[নিমাই গান গাইছে। 'বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে, আমার রাত পোহালো'…কয়েক লাইন শোনা যাবার পর সভয়ে অনিমেষের প্রবেশ]

অমর। কি হয়েছে অনিমেষ ?

অনিমেষ। না স্যর, ওরা আমায় খুঁজছে।

অমর। কারা ?

অনিমেষ। ঐ বিষ্টুপদ, ঐ ভুবন, কালি—

অমর। কেন ?

অনিমেষ। ঠিক জানিনা, কিন্তু আমার ভয় করছে।

অমর। কিসের ভয় ?

অনিমেষ। Sir ওরা আপনাকে কিছু বলেনি ?

অমর। কি বিষয় ?

অনিমেষ। ওরা আমায় মিথ্যে সন্দেহ করছে, ওরা ভাবছে—না, না আমি বলতে পারব না।

অমর। যা মিথ্যে তার জন্য এত ভয় পাচ্ছ কেন ?

অনিমেষ। যদি আপনি আমায় ভুল বোঝেন, যদি মনে করেন ওরা যা বলছে সব সত্যি। (একটু থেমে) আমার আর কেউ নেই স্যার আপনি ছাড়া।

অমর। এ কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। শুনলাম তোমার বাবা মা আছেন।

অনিমেষ। ওঃ, শুনেছেন! কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি মানুষ হয়েছি দূর সম্পর্কে এক জ্যাঠার কাছে।

অমর। একথা আমায় আগে বলনি কেন ?

অনিমেষ। বলবার তো সুযোগ হয়নি।

অমর। একথাটা বলারও সুযোগ হয়নি যে তুমি 'বিনোদ অপেরা'য় contract সই করেছ ?

অনিমেষ। কে বলেছে !

অমর। যেই বলুক অস্বীকার করতে পারো।

অনিমেষ। আমি বুঝতে পারছি ওরা আমার সর্বনাশ না করে ছাড়বে না। বিষ্টুপদ আমায় ছিঁড়ে ফেলবে—তাই মিথ্যে করে আপনার কাছে লাগিয়েছে। বিশ্বাস করুন আমি নির্দোষ। এ আগুন আমি লাগাইনি। আমি কিছু জানিনা। [বাইরে সোরগোল] ঐ ওরা আমায় খুঁজছে, ওরা আমায় মেরে ফেলবে, খুন করবে।

অমর। কোন ভয় নেই, তুমি আমার ঘরে যাও। নিমাই, ওর সাথে যাও তো। আমি এইখানেই শুয়ে পড়ি। বড় ক্লান্ত বোধ করছি।

[দু'জনের প্রস্থান]

'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
* * *
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি—
'এসো এসো' সুরে করুণ মিনতি মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।'

[নেপথ্যে নারীকণ্ঠের কান্না শোনা যায়]

অমর। কে কাঁদে, কে তুমি?

নারী। (নেপথ্যে) আমাকে উদ্ধার কর।

অমর। যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণ ভিত্তির তলা থেকে কে তুমি গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে উঠছো!

নারী। (নেপথ্যে) আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও।

অমর। তুমি কে, আমি কেমন করে উদ্ধার করব! স্বপ্ন প্রবাহের মধ্য থেকে কোন মজ্জমানা সুন্দরীকে তীরে টেনে তুলব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্য রূপিণী? সব নিস্তব্ধ। অন্ধকারে ঘরখানা যেন মুখ ভার করে রয়েছে। অনুতাপে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হচ্ছে। কিন্তু কাকে জানাব? কার কাছে মার্জ্জনা চাইব? হে বহ্নি, যে পতঙ্গ তোমায় ফেলে পালাবার চেষ্টা করেছিল সে আবার ফিরে এসেছে, এবার তাকে মার্জ্জনা কর। তার দুই পক্ষ দগ্ধ করে দাও, ভস্মসাৎ করে দাও।

নারী। (নেপথ্যে) আমাকে উদ্ধার কর, আমাকে উদ্ধার কর।

অমর। আমার হাতে দু' ফোঁটা চোখের জল পড়লো। কার এ অশ্রুজল! তবে কি আমি ক্ষুধিত পাষাণের মায়ার জালের মধ্যে আটকা পড়ে গেছি? [ইতিমধ্যে প্রেক্ষাগৃহের মধ্য থেকে অনন্ত ঘণ্টা বাজায়]

অমর। কে ওখানে? করিম খাঁ—ও কিসের ঘণ্টা?

অনন্ত। বাবু—বাবু—

অমর। করিম খাঁ, বল এ কিসের ঘণ্টা—

অনন্ত। আমি অনন্ত বাবু, এ বিরামের ঘণ্টা।

অমর। ওঃ এখন বিরাম। আমি যাই। সময় হলে আমায় ডেকে দিও।

অনন্ত। (ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে) বি-রা-ম; দশ মিনিট বিরাম; দ-শ মি-নি-ট বি-রা-ম।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[অনন্ত ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে প্রেক্ষাগৃহের মধ্য দিয়ে মঞ্চের উপর উঠে ঘণ্টাটা রাখে ।]

অনন্ত। [হাঁফাতে হাঁফাতে) এ এক যন্ত্রণা সুরু হয়েছে, ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে হাতে ব্যথা হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে।

[কালি ও ভুবনের প্রবেশ]

কালি। তোমার তো শুধু হাতে ব্যথা অনন্তদা, আমার যে বুকে ব্যথা ওঠে।

অনন্ত। কেন ?

কালি। তোমার ওই ঘণ্টা শুনলেই মনে হয় দমকল ছুটে আসছে। ঢং-ঢং-ঢং, সরে যাও, সরে যাও। লাল লাল গাড়ী, ওদিকে লাল আগুন ; উঃ, সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য !

ভুবন। ঘণ্টা শুনলে আমারও ভয় করে, তবে কালির ওই দমকলের কথা ভেবে নয়।

অনন্ত। তুমি কি ভাবো ভুবন ?

ভুবন। আমার মনে হয় ইস্কুলের ঘণ্টা পড়ছে, এখুনি ক্লাশ বসবে। পণ্ডিতমশাই পড়া জিজ্ঞেস করবেন। তারপরই ওরে বাস্—সে কি গাঁট্টা ! মাথায় টাক পড়ে গেল। পেটে চিমটি—উঃ-হুঁ-ও, তার ওপর পরীক্ষা। ও ঘণ্টা আমার কাছে বিভীষিকা।

[সমীরের প্রবেশ]

সমীর। ওদের কথা শুনো না অনন্তদা, তুমি খুব জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাও। আমার ভারি মজা লাগে।

ভুবন। (রেগে) এর মধ্যে মজার কি আছে ?

সমীর। আমার মনে হয় নিলামের ঘণ্টা বাজছে। একখানা দেয়াল ঘড়ি, একখানা হাত ঘড়ি, একখানা টেবিল ঘড়ি—তিনখানা ঘড়ি। চলে

কিনা জানিনা ; সাত টাকা। সাত টাকা দর দিন। সাত, আট, এগারো, উনিশ, তেত্রিশ, বাহান্ন।

কালি। কি আবোল তাবোল বকছ ?

সমীর। লাষ্ট্‌, বীট্‌, আশী টাকা। আশী টাকা আর কেউ, আশী টাকা। ডাক শেষ। নাম লিখে নাও। আমি সুবিধে পেলেই নিলেম ঘরে যাই কিনা! জিনিস কিনতে নয়, ডাক শুনতে।

ভুবন। অনন্ত দা—তুমি ও তেরো নম্বরকে কথা বলতে বারণ কর।

অনন্ত। তের নম্বর কেন ?

ভুবন। ও হল unlucky—13. যেদিন Box office-এর সামনে দাঁড়াতো, এক পয়সা current-এ বিক্রী হ'ত না। যেদিন আমার Light ঘরে ঢুকত, আমি জানতাম হয় spot-এর বাল্‌ব কেটে যাবে, নয়তো ডীমার কাজ করবে না।

কালি। (হেসে) এ কথাটা ভুবন জব্বর বলেছে। সমীর একদিন আমায় সাহায্য করতে এল ; Screen-এর দড়ি গেল ছিঁড়ে। সে কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড! মনে আছে অনন্তদা ?

অনন্ত। মনে নেই আবার! আমি ছুটে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে পর্দা দুটো টেনে দিলাম। বাবুর তখন Death scene ছিল ; তাই বুঝতে পারে নি। নইলে একচোট হতো।

সমীর। আমি হলাম unlucky ? যেদিন সত্যিকারের আগুন লাগলো, সেদিন তো বাবা আমি আসিনি থিয়েটারে ; তোমরাই ছিলে। এখন খুঁজে বার করো সত্যিকারের তেরো নম্বর কে ? কালি, না ভুবন, না অনন্তদা।

অনন্ত। উহুঁ, আমি তেরো নই—তিন তেরং উনচল্লিশ, fortynine.

[অমরের প্রবেশ]

অমর। বুকিং যোগাড় কর, বুকিং। তা না হলে আমরা বাঁচতে পারব না। Setগুলো সব পুড়ে গেছে। কালি, বুকিং পেলে কোথা থেকে সেট্‌ ভাড়া করবে ঠিক করে রাখ। ভুবন—

ভুবন। আমি Light-এর arrangement করে রেখেছি স্যর।

অমর। অনন্ত—

অনন্ত। Dressগুলো পোড়ে নি। পাঁচটা ট্রাঙ্ক বোঝাই করা ছিল, বার করে ইস্ত্রি করতে দিয়েছি।

অমর। হুঁ, সবাইকে বলে রাখ, কলকাতার বাইরে যেখানে হোক বুকিং ধরতে হবে। সাত আটখানা বই, যেগুলো আমরা করেছি সব তৈরী করা দরকার। আর্টিষ্টদের ডেকে পাঠাও, আমি রিহার্সাল নেব।

অনন্ত। যারা চলে গেছে?

অমর। তাদের substitute তৈরী করতে হবে। অনেক কাজ। ওকি বিষ্টুপদ, ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?

[বিষ্টুপদর প্রবেশ]

বিষ্টুপদ। এমনি।

অমর। কিছু বলবে?

বিষ্টু। না স্যর।

অমর। তোমার মুখ তোমাকে betray করছে বিষ্টুপদ, কি ভাবছ খুলে বল।

বিষ্টু। আপনি রেগে যাবেন।

অমর। না, রাগব না, বল।

বিষ্টু। অনিমেষের বিষয় কি ঠিক করলেন?

অমর। কি করতে চাও? তাড়িয়ে দেব?

বিষ্টু। তার প্রয়োজন হবে না। নিজেই চলে যাবে।

অমর। তবে?

সকলে। উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

অমর। শিক্ষা মানে? মারধোর করবে? তাতে কি লাভ? ওকে মারলেই তো আর তোমাদের পোড়া থিয়েটার নতুন হয়ে যাবে না।

বিষ্টু। তাই বলে আমাদের সাথে শয়তানি করে লোকটা এখান থেকে

নির্ঝঞ্ঝাটে চলে যাবে? আপনারই তো অন্যায়; আমাদের সঙ্গে একবার পরামর্শ না করে একেবারে হিরো করে তাকে দলের মধ্যে নিয়ে নিলেন।

অমর। কি অন্যায় বিষ্টুপদ? একজনের মধ্যে প্রতিভা আছে দেখে তাকে সুযোগ দেওয়া অন্যায়? না মানুষকে বিশ্বাস করা অন্যায়? না নিজের স্বার্থ ভুলে নাট্যপ্রগতির কথা ভাবা অন্যায়? বল, চুপ করে থেকোনা।

বিষ্টু। ন্যায় অন্যায়ের বিচার করতে আমরা আসিনি। অনিমেষকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।

সকলে। আমরা তার বিচার করব।

অমর। বেশ তাই কোরো। আমার কথা যখন শুনবেই না, কি আর বলার আছে।

সকলে। না, না আমরা তা বলিনি। আমরা চাই—

অমর। চুপ্ চুপ্, কিছু শুনতে পাচ্ছ, কারুর কান্না?

[নারী কণ্ঠে নেপথ্যে—'আমাকে উদ্ধার করো, আমাকে উদ্ধার করো'—শোনা যায়।]

সকলে। কই—না।

অমর। কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি। বড় করুণ বিলাপ। কি বলতে চায় সে!

বিষ্টু। কি বলছেন স্যার, আমরা তো—

অমর। শুনতে পাচ্ছ না, কিন্তু একদিন পাবে। সেদিন আমারই মতো তোমরা অস্থির হয়ে উঠবে। ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে আর নিজেদের বন্দী করে রাখবে না, ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। ভাঙ্গতেই হবে, না ভাঙ্গলে তো গড়া যায় না। উঃ এ কিসের যন্ত্রণা। আর যে আমি সহ্য করতে পারি না—।

[প্রস্থান]

বিষ্টু। একি ব্যাপার? অমরদার কি হয়েছে?

অনন্ত। ঠিক বুঝতে পারিনা। প্রায়ই দেখি নিজের মনে কথা বলেন, হাসেন।

কালি। শরীর খারাপ হয়নি তো ?

বিষ্টু। ডাক্তার দেখানো দরকার।

ভুবন। শরীর খারাপ না হওয়াটাই আশ্চর্য। এতবড় একটা Shock.

বিষ্টু। Shock, Shock. থামো তোমরা, আঘাত কি শুধু উনিই পেয়েছেন ? আমরা পাই নি ? তিল তিল করে এ থিয়েটার আমরা গড়েছি, অমরদার বুদ্ধি আমাদের মেহনৎ। কিন্তু উনি কি তা মানেন ? উনি মনে করেন এটা ওঁর একার সৃষ্টি। যে রকম গড়বার, তেমনি ভাঙ্গবার অধিকারও শুধু একলা ওঁরই।

অনন্ত। না, না এ তুমি অন্যায় বলছ বিষ্টুপদ।

বিষ্টু। কিসের অন্যায় ? গত তিন বছরের কথা ভেবে দেখ দেখি। যেদিন থেকে এ থিয়েটার দাঁড়িয়ে গেছে আর কোন বিষয়ে একবারও আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন কি ? সেদিন যখন অনিমেষকে নিয়ে এলেন আমি বলেছিলাম ও একটা কাল সাপ। শুনলেন সে কথা ?

অনন্ত। ভুল সকলেরই হয়, বাবুরও হয়ত ভুল হয়েছে।

বিষ্টু। অমরদা এটাকে ভুল বলে স্বীকার করেন না, করবেনও না। সত্যি কথা বলতে ওঁর তো ভাববার কিছু নেই। নামকরা অভিনেতা—পরিচালক। এ থিয়েটার না চললেও কেউ না কেউ ওঁকে ডেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা কি করব ?

ভুবন। আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে। থিয়েটারে না পাই অন্য কোথাও কাজ নেব, পেট তো আর উপোস করে থাকবে না।

বিষ্টু। তোমরা হয়ত তা পারবে, কিন্তু আমি পারব না। স্কুল থেকে আমি অভিনয় করছি, কলেজে উঠে নাটক বুঝতে শিখেছি। পাশ করে বেরিয়ে ভালোবেসেছি এই মঞ্চকে। আমি তো খ্যাতি, যশ, অর্থের পেছনে ছুটে বেড়াইনি। মাথা নীচু করে অমরদার কাছে এসেছিলাম, আজও রয়েছি, কিসের জন্যে ? আমি শিখতে চাই, জানতে চাই, মঞ্চের সেবা করতে চাই। বাড়ীতে আমার বুড়ী মা, যুবতী স্ত্রী, দু'টি অপোগণ্ড শিশু, কিন্তু তাদের প্রতি কতটুকু কর্তব্য আমি করতে পেরেছি ? এই একখানা ছোট মঞ্চকে ভালবেসে

আমি সব ভুলেছিলাম আজ সেটা চলে গেলে আমি কি নিয়ে বাঁচব বলতে পার ?

কালি। অমরদাতো বলেছেন আমরা বুকিং নেব, পাঁচ জায়গায় থিয়েটার করে বেড়াব।

বিষ্টু। এই হলো ভাঙ্গনের স্থরু, উৎসাহের মাথায় প্রয়োজনের তাগিদে হয়ত দু'চার জায়গায় বায়না নেওয়া হবে, কিন্তু সে ক'মাস টিঁকবে ? একে একে সবাই সরে পড়বে। ভুবন, কালি, সমীর সবাই তোমরা পালাবে যে যেখানে স্থযোগ পাবে, কারণ তোমরা মঞ্চকে ভালোবাসনি।

সকলে। কি বলছ বিষ্টুপদ—একলা তুমিই ভালবাস ?

কালি। তোমার তো তবু ঘর আছে, আমার ঘরও রইল না। ঘরনি পালিয়ে গেল। তার কি দোষ! মন্তর পড়ে ঘরে এনেছিলাম এই পর্যন্ত, আরতো কিছুই করিনি। দিনরাত এই থিয়েটার নিয়ে কাটাইনি ?

অনন্ত। মেলাই চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলিস নারে ভাই! তোরা আমার হাঁটুর বয়সী। কদিন হয়েছে বল্ ? ওরে বিপদের সময় সাহসে বুক বাঁধতে হয়। ভেঙ্গে পড়লে চলে না। মনে রাখিস্, এ আমাদের অগ্নিপরীক্ষা।

বিষ্টু। বড় কথা বলে ফেললে অনন্তদা, দরকারের সময় মনে থাকে যেন। পেছিয়ে যেও না। সত্যি এ আমাদের অগ্নিপরীক্ষা!

[নেপথ্যে—'ভেতরে আসতে পারি ?']

অনন্ত। কে ?

[নেপথ্যে—আমাকে চিনবেন না, একটা বুকিং এর বায়না দিতে এসেছি]

সকলে। আস্থন—আস্থন—।

[বায়নাদার ও সঙ্গে দু'জন জুড়ির প্রবেশ]

বায়না। সত্যিই তো থিয়েটার পুড়ে গেছে দেখছি। কাগজে তাহলে মিথ্যে লেখেনি।

বিষ্টু। না, মিথ্যে লিখবে কেন ?

বায়না। কাগজের তো তাই কাজ, তিলকে তাল করা। ময়দানের

মিটিং-এ যেদিন লোক হয় পাঁচহাজার, ওরা লেখে পাঁচ লক্ষ। কলেরায় দু'জন মরলে ওরা ছাপাবে মহামারী। কিন্তু এটা দেখি সত্যি লিখেছে। থিয়েটার বলে চেনবার জো নেই। তোমরা কি বল?

জুড়ি। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

বায়না। কার পাপে এরকম হল বলুন তো?

সকলে। পাপ কিসের?

বায়না। তা না হলে ভগবানের এমন প্রকোপ—কি বল?

জুড়ী। অভিশাপ লেগেছে, অভিশাপ লেগেছে।

বিল্টু। এরা কারা?

জুড়ী। আমরা জুড়ী, আমরা জুড়ী।

বায়না। ইংরিজীতে এদের নাম 'কোরাস', ওরা আমায় সমর্থন করে।

অনন্ত। আর সমর্থন না করলে?

বায়না। তাড়িয়ে দেব, বলব Get out!

জুড়ী। বলব 'Get out', বলব 'Get out'.

অনন্ত। আপনি কি স্ব-ইচ্ছায় এখানে এসেছেন, না কেউ খবর পাঠিয়েছে?

বায়না। না ডাকলে আমি যাই না।

অনন্ত। কে ডেকেছে?

বায়না। আপনাদের হিরোয়িন্ শবরী স্যান্যালের বাবা জনার্দন স্যান্যাল আমার এক বন্ধুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তারই মারফৎ অবগত হলাম যে আপনারা বাইরে নাটক করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। সেই কারণে আপনাদের সাহায্য করতে আমরা এসেছি।

জুড়ী। আমরা সাহায্য করতে এসেছি, আমরা সাহায্য করতে এসেছি।

অনন্ত। তা আমাদের কোথায় থিয়েটার করতে হবে?

বায়না। কলকাতার বাইরে যে কোন city-তে বা মফঃস্বল townএ, বাঁধা stage-এ কি সিনেমা হলে, কিংবা পূজামণ্ডপে অথবা যাত্রার আসরে। বাংলার বিভিন্ন জেলায়, এবং কলিয়ারী অঞ্চলে; অর্থাৎ রাণীগঞ্জ, আসানসোল,

বার্নপুর প্রভৃতি এলাকায় নাটক মঞ্চস্থ করার যাবতীয় ব্যবস্থা আমরা করে থাকি।

জুড়ী। ব্যবস্থা করে থাকি আমরা ব্যবস্থা করে থাকি।

বিষ্টু। বেশ তো বলুন কি নাটক আমাদের করতে হবে। অন্ততঃ দশ বারোখানা নাটক আমরা ইতিমধ্যে করেছি। যেটা চলছিল তার নাম 'নিশাচর'।

বায়না। নিশাচর? উঁহুঁ, নামটা সুবিধের নয়। কোন মাইথোলজির বই রেডী আছে? 'ধ্রুব', 'প্রহ্লাদ', না হয় 'নরনারায়ণ'?

বিষ্টু। না, আমরা ও ধরনের বই করিনি।

বায়না। নিদেন পক্ষে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের life?

বিষ্টু। না।

বায়না। সবই Social? তাহলে তো বিপদ হবে।

জুড়ী। তাহলে বিপদ হবে, তাহলে বিপদ হবে।

বায়না। Historical?

অনন্ত। 'সাজাহান' করেছিলাম।

বায়না। 'সাজাহান'! সে তো দিল্লীর লোক, বাংলার কোন নবাব—মানে সিরাজদৌল্লা, মীরকাশিম নচেৎ রাণীভবানী?

সকলে। (মাথা নেড়ে) উঁ হুঁ।

বায়না। তাহলে ভাবিয়ে তুললেন।

জুড়ী। ভাবিয়ে তুললেন, আমাদের ভাবিয়ে তুললেন।

[অমরের প্রবেশ]

অমর। কিসের ভাবনা? কে কাকে ভাবাচ্ছে?

অনন্ত। বাবু ইনি নাটক বায়না করতে এসেছিলেন, কিন্তু আমরা যা করেছি তার কোনটাই এঁদের পছন্দ হচ্ছে না।

অমর। তা হলে ওঁর সঙ্গে কথা বলে কি লাভ?

বায়না। তা নয়, আপনাদের 'সাজাহান'টা চলতে পারে।

অমর। বেশ তাই চালাব।

বায়না। তাহলে এখন দরদস্তুর ?

জুড়ী। দরদস্তুর এখন দরদস্তুর ?

অমর। বাইরে কোথাও Show করলে আমরা সাধারণতঃ হাজার টাকা নিই। তবে এখন আমাদের যা অবস্থা তাতে কিছু কম করতে রাজী আছি।

বায়না। কম তো করতে হবে নইলে আমরা আসব কেন ? আমার যা মনে হচ্ছে প্রায় পনেরো night-এর Booking আমরা দিতে পারবো। আর্টিষ্টদের ট্রামভাড়া, বাসভাড়া, থার্ডক্লাশ রেল ভাড়া; ওয়েটিংরুম, ডাকবাংলো কিংবা ধর্মশালা, যেখানে যেমন সুবিধে থাকার ব্যবস্থা। এক বেলা নিরামিষ, একবেলা মাছ, সারাদিনে তিনকাপ চা, আর দু' বাণ্ডিল বিড়ি।

বিষ্টু। আর টাকা ?

বায়না। যদি পারসেণ্টেজে আসেন শতকরা চল্লিশ আপনাদের, ষাট্ আমার। আর যদি fixed টাকা চান, Show পিছু চারশো।

সকলে। সে কি মাত্র চারশো !

বায়না। চারশো, ভদ্রলোকের এক কথা।

জুড়ী। ভদ্রলোকের এক কথা, ভদ্রলোকের এক কথা।

অমর। এ terms-এ আমরা থিয়েটার করব না।

বায়না। কেন ?

অমর। পোষাবে না।

বায়না। হেঁ, হেঁ, এখন আপনাদের যা অবস্থা ফস্ করে এতগুলো টাকা কেউ দেবে না।

অমর। আটশো টাকার কমে আমরা করব না।

বায়না। ভাল করে ভেবে বলুন।

অমর। বললাম তো ভদ্রলোকের এক কথা।

জুড়ী। ভদ্রলোকের এক কথা, ভদ্রলোকের এক কথা।

বায়না। এই চোপ্! কিন্তু আমি বলছিলাম আপনারা মহা ভুল

করছেন। আমি সোজা মানুষ, তাই সব খোলাখুলি বললাম। ওই কুমারডিহির বেতো হারাণ আসবে, লম্বা চওড়া কথা বলবে, হ্যান্ দেবো, ত্যান্ দেবো, শেষ পর্যন্ত কটা নগদ টাকা ঠেকায় দেখে নেব। ক'লকাতার এক বাবুদের নিয়ে গিয়েছিল। পাঁচ জায়গায় পালা গাইয়ে দেড় হাজার টাকা দিয়েছিল, বলেছিল আড়াই দেবে। যেই না বাকী হাজার টাকা চাওয়া, পাড়ার ছেলেদের দিয়ে বেধড়ক মারলো। বেতো হারাণের পাল্লায় পড়লে আপনাদেরও সেই অবস্থাই হবে।

অমর। আপনার অযাচিত উপদেশের জন্য ধন্যবাদ, এখন আসতে পারেন।

বায়না। আপনারা তা হলে আমার প্রস্তাবে রাজী নন ?

অমর। না।

বায়না। যখন শুনবেন না আরও পঞ্চাশ টাকা বেশী দেব, কিন্তু female staff ভালো চাই। পেঁচী, ক্ষেন্তিদের নিয়ে গেলে চলবে না। আর অর্কেষ্ট্রা হ্যাণ্ড্ অন্ততঃ তিনজন।

অমর। বিষ্টুপদ, ভদ্রলোককে যেতে বল; ক্রমশঃ আমার বিরক্তি বাড়ছে।

বায়না। যাব কি মশাই ! এখনও দরদস্তুর ঠিক হলো না—কি বল ?

জুড়ী। দরদস্তুর ঠিক হলো না, দরদস্তুর ঠিক হলো না।

অমর। দর আটশো। আর দস্তুর, ভদ্রলোকদের যে ভাবে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করা দস্তুর তাই করতে হবে।

বায়না। হেঁ, হেঁ, ভদ্রলোক তো কত রকম হয়, সাত টাকার ইলিশ মাছ খানেওয়ালা ভদ্রলোকও দেখেছি, কুঁচো চিংড়ি, পুঁই শাকের ভদ্রলোকও দেখেছি। আপনারা কোন কেলাশের ভদ্রলোক তা তো জানি না।

অমর। এখনি জানিয়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে যান এখান থেকে।

বায়না। (সভয়ে) মারবেন নাকি ? এত ক্ষেপে উঠছেন কেন ?

জুড়ি। ক্ষেপে উঠছেন কেন ? ক্ষেপে উঠছেন কেন ?

অমর। Get out you fool !

জুড়ি। Get out you fool—Get out you fool!

[বায়নাদারের ছুটে প্রস্থান]

অনন্ত। তোমরা সং এর মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও! বেরিয়ে যাও!

জুড়ী। একি, আমরা কাকে সমর্থন করেছি! এখন আমাদের কি হবে?

বায়না। (নেপথ্যে) হতভাগা, ছুঁচো, শিগ্‌গীরি চলে আয়, নয়ত হাড় গুঁড়ো করে দেব।

জুড়ী। (খুশী হয়ে) হাড় গুঁড়ো করে দেব, হাড় গুঁড়ো করে দেব।

[প্রস্থান]

বিষ্টু। জনার্দনবাবুর কি মাথা খারাপ, বদ্ধ পাগলগুলোকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে।

ভুবন। পাগল মোটেই নয়, খুব শেয়ানা।

কালি। ইচ্ছে করছিল ঘা কতক দিয়ে দিই।

অনন্ত। তোরা যা দেখি, বাবুকে একলা থাকতে দে।

[অনন্ত ছাড়া সকলের প্রস্থান]

অনন্ত। শরীরটা কেমন বুঝছেন?

অমর। ভালোই।

অনন্ত। মন?

অমর। আরও ভালো।

অনন্ত। মেজাজ?

অমর। তার চেয়েও ভালো। আর কিছু জিজ্ঞেস্ করবে?

অনন্ত। না। (একটু পরে) সারাক্ষণ কপালটা কুঁচকে রয়েছেন কিনা, তাই জিজ্ঞেস্ করছিলাম।

অমর। তার মানে?

অনন্ত। আমার কপালে কখনও ঢেউ খেলতে দেখবে না দাদু। যখনই দেখবে কপালে জোয়ার ভাঁটা খেলছে, বুঝবে অসুখ করেছে। মনের অসুখ। চিকিৎসা দরকার। মনের অসুখ না টাকার অসুখ? আমি অনেক ভেবে

দেখেছি ওই চাঁদ আর টাকায় কত মিল। চাঁদও গোল, টাকাও গোল। চাঁদও রূপোলী, টাকাও রূপোলী।

অমর। তারপর ?

অনন্ত। শিশু চাঁদে হাত দিতে চায়। মানুষ টাকায় হাত দিতে চায়! কিন্তু চাঁদেতে কেউ বাস করতে পারে না। টাকাতেও কেউ বাস করতে পারে না।

অমর। তার মানে তুমি বলছ চাঁদ আর টাকা এক জিনিস ?

অনন্ত। উহুঁ ; বাইরে ওদের মিল থাকলে কি হবে, ভেতরে যে গভীর অমিল। টাকার কি গরম ! ওরে বাপরে বাপ্! আর চাঁদ ? কি ঠাণ্ডা! আঃ সব জ্বালা যেন জুড়িয়ে যায়।

অমর। হুঁ, রূপোলী চাঁদে খুড়োর পার্ট করা হয়েছিল বুঝি ?

অনন্ত। দু' রাত্রি করেছিলাম। হরেনদা'র জ্বর হয়েছিল। প্রম্পটার থেকে অ্যাক্টর। লোকে নিয়েছিল খুব। এই সিনটায় তো চটাপট্, চটাপট্ হাততালি পড়ল।

অমর। ওঃ, সেই জন্যেই বোধ হয় ঐ পার্টটা আর তোমায় করতে দিই নি। হাততালি পড়া মানেই ও সিনের বারটা বাজল।

অনন্ত। আমি বাইরে আছি, দরকার পড়লে ডাকবেন।

অমর। বাইরে থেকো। কেউ দেখা করতে চাইলে ঢুকতে দিও না, বোল আমি একটু জিরোচ্ছি।

[অনন্তর প্রস্থান]

অমর। টাকা আর চাঁদ ; চাঁদ আর টাকা। এসব নিয়ে কথা বলতে বেশ ; লোকের বাহবা পাওয়া যায়। (হাতে একটা টাকা নিয়ে নাচায়) আমি যখন ছোট ছিলাম, ম্যাজিক দেখাতাম হাতের ওপর টাকা চলছে। এই দেখুন, টাকা চলছে। আপনারা ভাবছেন কি করে ? কিছুই না, চুলের সঙ্গে টাকাটা বাঁধা রয়েছে। এই চুলের খবর যারা জানে তারা হাতের ওপর দিয়ে টাকা চালায়, লক্ষ লক্ষ টাকা। যতক্ষণ টাকা থাকে, সবাই আপনার বন্ধু। এই ছোট থিয়েটার চলছিল, সবাই আসছিল। থাওয়া, দাওয়া হৈ,

হৈ, আনন্দ, সব কিছু credit এ পাচ্ছিলাম, মনে হত পৃথিবী কি চমৎকার জায়গা, চাইলেই পাওয়া যায়।

অনন্ত। আমাকে ডাকছেন?

অমর। না।

অনন্ত। মনে হলো কি যেন বললেন।

অমর। বলছি না, তুমি যাও। [অনন্তর প্রস্থান] একে নিয়ে এই জ্বালা। কাজের সময় কালা। পাঁচবার ডাকলেও শুনতে পায় না; আর অন্য সময় এসে বিরক্ত করে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আজ যেই থিয়েটার পুড়েছে, সবকিছু ভোজবাজীর মত উবে গেল। এই যে বায়নাওয়ালা এসেছিল, এরাই আমাদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুর ঘুর করত। হাজার বার'শ টাকা দিতে চেয়েছে তবু যাইনি। এখন যেই দেখেছে হাতী কাদায় পড়েছে, অমনি তাকে আরো বে-কায়দায় ফেলবার চেষ্টা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আগে যা ভাবছিলাম, কিছু বুকিং নিয়ে টাকা জমিয়ে এই থিয়েটারটা মেরামত করব তার আর উপায় নেই। টাকা ধার করতে হবে। অন্ততঃ হাজার পনেরো টাকা। আমার এক দাদার শালা আছে, তার প্রচুর টাকা। কুবেরের ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল লোকটা। পৈত্রিক সম্পত্তিতো পেয়েইছে, দাদামশায়েরও লাখ দুই টাকা, তার ওপর শুনছি ওর নিঃসন্তান জ্যাঠামশাই মর মর; তার দরুন খান তিনেক বাড়ী পেল বলে। ছেলেবেলা থেকেই ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব। সেই ভদ্রলোককে আমি খবর পাঠিয়েছি, ও নিশ্চয় আমায় টাকা দেবে।

[দর্শকদের মধ্য থেকে খঙ্ খঙ্ করে কাশে]

অমর। ও নিশ্চয়ই আমাকে টাকা দেবে।

[আরও জোরে কাশি]

অমর। ও মশাই, অত কাশছেন কেন! আমাকে কথাটা বলতে দিন!

[আরও কাশি]

অমর। আরে! ওই তো নয়নচাঁদ! তুমি ওখানে এসে লুকিয়ে বসে!

আরে মশাই, ওই তো আমার দাদার শালা। ওর কথাই বলছিলাম। ওপরে উঠে এসো।

নয়নচাঁদ। বড্ড কাশি হয়েছে।

অমর। কেন? কাশি কেন?

নয়ন। কি জানি! বোধ হয় ডেঙ্গু। বড় ছোঁয়াচে, তাই আর তোমার কাছে আসিনি।

অমর। না, না, ডেঙ্গুকে আমি মোটেই ভয় করি না। ওপরে এস।

নয়ন। (আসতে আসতে কাশে) তাহলে বোধ হয় হুপিং কাফ, সেটাও ছোঁয়াচে।

অমর। তাতেও আমার ভয় নেই। তোমাকে ছুঁলেই আমি খুসী, ওতেই টাকা।

নয়ন। (ষ্টেজে উঠে) কি যে বল!

অমর। তোমাকে তো চিঠিতেই লিখেছি, হাজার পনের টাকা এক্ষুনি দিতে হবে ভাই। থিয়েটারটা সারিয়ে সুরিয়ে নিই। বছর খানেকের মধ্যেই ফেরৎ দেব।

নয়ন। আজকাল money market বড় tight.

অমর। তাতো বুঝতেই পারছি। তুমি আমার বাল্যবন্ধু, আমার আত্মীয়, বিপদে পড়েই তোমার শরণার্থী হয়েছি।

নয়ন। ক্যাশ্ টাকা তো হাতে নেই; বাজারে খাটছে। তোমার জন্যে যোগাড় করে দিতে পারি; তবে সুদটা একটু চড়া হয়ে যাবে।

অমর। সুদ! তা-বেশ, সুদ দেব। কত, ছ' পারসেণ্ট?

নয়ন। (কেশে) কাশালে!

অমর। তবে কি দশ পারসেণ্ট্?

নয়ন। (হেসে) হাসালে!

অমর। তারও বেশী? তবে কত?

নয়ন। বাজারে চলছে আঠেরো; আমি না হয় পনেরো করে দেবো।

অমর। শতকরা পনেরো টাকা! বেশ তাই দেবো। যখন কোন

উপায় নেই ; থিয়েটারটাকে তো বাঁচাতেই হবে। তা কবে টাকাটা দেবে ভাই ?

নয়ন। কাগজপত্রে যেদিন সই করবে।

অমর। সই আমি এখুনি করতে রাজী আছি, কলম আমার পকেটে।

নয়ন। শুধু সই করলেই তো হবে না (কাশি)।

অমর। আবার কি ?

নয়ন। Security ! মানে, কিছু একটা বন্ধক—বাড়ী—।

অমর। বাড়ী কোথায় পাবো ?

নয়ন। তা হ'লে—(কাশি)।

অমর। এই থিয়েটারটা ?

নয়ন। হাসালে। এটার তো কানাকড়িও দাম নেই। এতো পোড়া। কিছুই যদি না থাকে তা হ'লে বরং—

[শবরী ইতিমধ্যে ঢুকেছিল]

শবরী। গয়না ?

নয়ন। ঠিক বলেছ। কে বললে ? ইনি কে অমর ?

অমর। তাতে তোমার কি আসে যায় ?

নয়ন। কিছু না, কিছু না, গয়না যারই হোক, বন্ধক থাকলেই হ'ল।

শবরী। গয়না পেলেই আপনি টাকা দেবেন তো ?

নয়ন। আধঘণ্টা সময় দিতে হবে মা ; না-না, দিদিমনি। শুধু একবার স্যাকরাকে দিয়ে যাচিয়ে নেবো। তারপরই ঝন্ ঝন্ করে টাকা। আবার নতুন করে থিয়েটার হবে, হুইসিল্ বাজবে, সিন্ উঠবে, পরীরা নাচবে। অমর, তুমি কি বোকা ! ঘরে এমন সতী লক্ষ্মী থাকতে তোমার ভাবনা কিসের ?

অমর। আঃ, যা তা বোক না। উনি এই থিয়েটারের নায়িকা।

নয়ন। তাই নাকি ! এ রকম দু'চারটি নায়িকা যদি যোগাড় করতে পার অমর, এক শো'র জায়গায় চারশো সিট্এর থিয়েটার হবে। চলি এখন, (কাশি) তাহলে ওই কথাই রইল—ঐ গয়নার বাক্সটা—

[কাশতে কাশতে প্রস্থান]

অমর। সব কথাই তো শুনেছ শবরী।

শবরী। শুনলাম।

অমর। নতুন করে Theatre গড়ার কথা ভুলতে হবে।

শবরী। কেন, কথা তো হয়েই গেল। আমি গয়না বন্ধক দেব।

অমর। তা হয় না।

শবরী। কেন হবে না? এ থিয়েটারকে নতুন করে গড়ার দায়িত্ব শুধু কি একলা আপনার? আমাদের নয়? কী হবে গুচ্ছের গয়না দিয়ে; কদিনই বা ব্যবহার করি। চোরের ভয়ে তোলা থাকে ব্যাঙ্কে। এখন যদি কাজে লাগে সে তো ভালোই।

অমর। আর তোমার বাবা আমার নামে কেস্ করুন আর কি!

শবরী। সে উনি এমনিতেই করবেন।

অমর। কেন? আমি কি দোষ করলাম?

শবরী। আমি রয়্যাল থিয়েটারে contract সই করছি না যে!

অমর। হ্যাঁ, তাও বটে! সে দোষও তো আমার!

শবরী। আমিও যেন আর পেরে উঠছি না। বাবা এখন চাইছেন আমাকে পুরোপুরি টাকা রোজগার করার কল তৈরী করতে। তা কি করে হব! বাবার ইচ্ছেয় ছ'সাত বছর বয়স থেকেই আমাকে stage-এ নামতে হয়েছে। তখন ছেলেমানুষ ছিলাম; না বুঝে অভিনয় করেছি, নেচেছি। কিন্তু এখন আর পারি না।

অমর। তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পারি শবরী।

শবরী। একদিন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলাম, বাবা তখন দেননি। জোর করে ঢুকিয়েছিলেন stage-এ। এখন সেই stage-কেই ভালোবেসেছি। এই ছোট থিয়েটার, এই ছোট গ্রীনরুম্, এই ছোট দল, সকলের সাধনা। এ সব ছেড়ে কোথায় যাবো?

অমর। কত রকমের সমস্যা সামনে। পোড়া থিয়েটারকে নতুন করে গড়া, এ দলটাকে বাঁচিয়ে রাখা, তার ওপর আবার তোমার সমস্যা। হয়তো

চলে গেলেই তোমার ভালো হত। আমার কাছে পড়ে থাকলে যদি তোমার ক্ষতি হয়!

শবরী। আমাকে নিয়ে ভাববার সময় এখন নয়।

অমর। ভাবতাম না, যদি তুমি একজন সাধারণ শিল্পীই হ'তে। কিন্তু তুমি তো জান না, তুমি যে আমার কাছে—

শবরী। জানি অমরদা।

অমর। যদি জেনে থাকো তা'হলেই বুঝতে পারবে কেন এই সংশয়। ভালবাসা মহৎ, কিন্তু তা যেন কাউকে পঙ্গু করে না দেয়।

[বাইরে থেকে অনিমেষের ডাক—অমরদা, অমরদা]

অমর। ঐ অনিমেষ আসছে; আমার এখন ভাল লাগছে না। ভেতরে যাচ্ছি, যদি কিছু ওর বলার থাকে শুনে নিও।

শবরী। আমি?

অমর। হ্যাঁ তুমি। কিসের কষ্ট, কেন যন্ত্রণা পাই তোমারও বোঝা দরকার।

[প্রস্থান]

[একটু পরে অনিমেষের প্রবেশ]

অনিমেষ। অমরদা, অমরদা এখানে ছিলেন না?

শবরী। হ্যাঁ। কাজে বোধ হয় ভেতরে গেছেন। ডেকে দেবো?

অনিমেষ। না থাক। (একটু থেমে) শবরী দি, ওঁকে বলে দেবেন, আমার প্রণাম জানিয়ে গেছি।

শবরী। কোথায় যাচ্ছ?

অনিমেষ। আমার জ্যাঠামশাই, যিনি আমাকে মানুষ করেছেন তিনি আজ মৃত্যু শয্যায়।

শবরী। কি অসুখ করেছে?

অনিমেষ। জানিনা।

শবরী। সেরে উঠবেন নিশ্চয়ই। তুমি তাঁকে সুস্থ দেখে ফিরে এস।

অনিমেষ। না, উনি বাঁচবেন না।

শবরী। কেন একথা বলছ ?

অনিমেষ। আমি জানি এ সংসারে এক একজন মানুষ আসে যাদের ভাগ্যটাই খারাপ, যার কাছে যায় তারই সর্বনাশ ডেকে আনে। আমি সেরকমই একজন অভাগা পুরুষ শবরীদি।

শবরী। তুমি একেবারে ছেলেমানুষের মত কথা বলছ অনিমেষ।

অনিমেষ। আমি যেদিন জন্মালাম বাবার চাকরী গেল, সবাই বলল আমি অপয়া। বাড়ীতে কেউ আমায় দেখে না বলে জ্যাঠামশাই আমাকে চেয়ে নিলেন বাবার কাছ থেকে। কিন্তু এমনই ভাগ্য আমার জেঠতুতো দাদা ক'দিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গেল। সবাই আবার বলল আমি অপয়া। বিশ্বাস করুন ঐটুকু বয়েসেও জেঠিমার চোখের দিকে আমি তাকাতে পারতাম না, নিজেকে অপরাধী মনে হত। আমি যেন ওঁর ছেলেকে সংসার থেকে সরিয়ে দিয়েছি।

শবরী। তারপর ?

অনিমেষ। এক দলের হয়ে প্রতিযোগিতায় অভিনয় করতে এসে অমরদার নজরে পড়ে গেলাম। উনি আমাকে দলে নিয়ে নিলেন, থাকতে দিলেন এখানে।

শবরী। সে তো আমরা জানি।

অনিমেষ। কিন্তু জানেন না কতখানি অভাগা আমি। অমরদার স্নেহ পেয়েছিলাম বলেই বোধহয় সকলের বিষদৃষ্টি পড়ল আমার ওপর। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না, হিংসে করত, কিন্তু আমি মনে মনে ভেবেছিলাম, অমরদার কাছে থেকে একমনে সাধনা করে যাব। কিন্তু এ কি হয়ে গেল ? বিশ্বাস করুন শবরীদি, এই পোড়া মঞ্চটার দিকে আমি তাকাতে পারি না, বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে। সর্বনেশে চিতার আগুন সবচেয়ে প্রিয়জনকে পুড়িয়ে শেষ করে দিল।

শবরী। অনিমেষ, ছিঃ। নিজেকে সামলে নাও, ছেলেমানুষের মত কান্নাকাটি করে তো কোন লাভ নেই।

অনিমেষ। এও হয়তো আমি সহ্য করতে পারতাম শবরীদি, কিন্তু ওরা

কি বলে জানেন? আমি নাকি এইখানে আগুন লাগিয়েছি। ওঃ ভগবান, কেন আমি সেদিন ওই চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়িনি! তাহলে হয়ত ওরা বুঝত একাজ আমি করিনি, আমি করিনি, আমি করিনি।

শবরী। পাগল ছেলে, শক্ত হও।

অনিমেষ। আমি চলি, আপনাকে আমি প্রণাম করছি, প্রণাম জানাচ্ছি অমরদাকে, আর এই মঞ্চকে, এ একদিন তীর্থ হয়ে উঠবে।

[প্রস্থান]

শবরী। অনিমেষ—শুনে যাও—

[বিষ্টুর প্রবেশ]

বিষ্টু। ও আর আসবে না শবরীদি।

শবরী। কেন?

বিষ্টু। ক'দিন বাদেই ওদের নতুন পালা শুরু হবে। এখন থেকে রিহার্সাল না স্থরু করলে ও নামবে কি করে?

শবরী। অনিমেষ যে বলল ওর জ্যাঠামশাই মৃত্যুশয্যায়?

বিষ্টু। কিছু তো একটা বলতে হবে!

শবরী। তা হলে এতক্ষণ যা কিছু বলল, ওই চোখের জল, এই মঞ্চকে প্রণাম করা—!

বিষ্টু। সবই অভিনয়। অমরদা তো ওকে স্থদক্ষ অভিনেতা হিসেবেই দলে নিয়েছিলেন।

শবরী। না—না এ আমি ভাবতে পারছি না।

বিষ্টু। শবরীদি, সংসারে অনেক কিছু আছে যা আমরা ভাবতে পারিনা, কল্পনাও করতে চাইনা, অথচ তা ঘটে। এইটেই চরম সত্য, নির্মম ট্রাজেডী।

[বাইরে থেকে জনার্দনের গলা শোনা যায়,—শবরী—শবরী—]

বিষ্টু। উনি এখানে।

[বিপুলকান্তিকে নিয়ে জনার্দনের প্রবেশ]

জনার্দন। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তখন থেকে

বিপুলবাবু আমার কাছে বসে রয়েছেন, আর তুমি না বলে কয়ে বাড়ী থেকে চলে এসেছ !

শবরী। এখানে আমার কাজ ছিল।

জনার্দন। সেটা আমায় বলে এলেই পারতে। তাছাড়া তুমি জানতে না বিপুলবাবু আজ আসবেন তোমার contract সই করাতে ?

শবরী। জানতাম।

জনার্দন। তবে কেন বেরিয়ে এসেছিলে ?

শবরী। ও contract-এ আমি সই করব না বলে।

জনার্দন। সই করবে না ! আমি ওঁকে কথা দিয়েছি।

বিপুল। সেই কথামত আমি সব ব্যবস্থা করেছি।

শবরী। আমি তো কোন কথা দিইনি।

জনার্দন। (বিস্ময়ে) তুমি কথা দেবে সেই মত আমায় কাজ করতে হবে ! আমি কি তোমার চাকর ?

শবরী। আমিও কারুর ঝি নই !

বিপুল। আরে ছিঃ ছিঃ, এ কি কাণ্ড ! পিতাপুত্রীতে ঝগড়া ! আর সে শুধু আমার জন্যে ? না, মা contract সই করতে হবে না, এ আমি রেখে দিলুম।

জনার্দন। তা হতে পারে না বিপুলবাবু, সই ওকে করতেই হবে। আজই, এখনই।

বিপুল। আমি বুঝতে পারছি কেন আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন। আপনি আমার লোকসানের কথা ভাবছেন, আপনার কথামত আমি Publicity করতে শুরু করেছি। আগের হিরোইনকে নোটিশ দিয়েছি, এখন শবরী দেবী রাজী না হলে আমার হাজার দশেক টাকার লোকসান হবে, তা হোক। তাই বলে আপনাদের দু'জনের মধ্যে কোন মনোমালিন্য হোক এ আমি চাই না।

শবরী। আপনার বিচক্ষণতার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

বিপুল। এ লাইনে তো আমার কমদিন হলো না। আর্টিষ্ট মানেই

moody ; তা না হলে stage-এর ওপর অভিনয় করবে কি করে ! এই সংহার মূর্তি রণচণ্ডীনি রূপ তারপরেই শান্ত, সমাহিত, তুষারাবৃত…এঁ্যা… এঁ্যা…নিস্তরঙ্গ তটিনী । তবে হ্যাঁ, যে পার্টখানা আপনার জন্যে লেখানো হয়েছিল, দেখতেন কি নাম হতো । লোকের মুখে মুখে শুধু শবরীদেবী আর শবরীদেবী । কোন হিরো নেই, শুধু হিরোইন্, বলেন তো নাটকটা একবার পড়ে শোনাতে পারি ।

শবরী । না আমি শুনতে চাই না, আপনি আমাকে মাপ করুন ।

জনার্দন । মাপ উনি করলেও আমি তোমায় করব না শবরী । এই প্রথম আমার কথার খেলাপ হবে ।

শবরী । তুমি তো আমায় না জিগ্যেস করে কথা দিয়েছিলে ।

জনার্দন । সারা জীবনই তাই দিয়েছি, এখন দিচ্ছি, পরেও দেব । আমি তোমার বাবা, আর তুমি আমার মেয়ে এইটে বুঝে কথা বল ।

বিপুল । আবার আপনারা চেঁচামেচি শুরু করলেন !

জনার্দন । অমর কোথায় ! তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই । আমার মেয়ে তো এরকম নয়, কে ওর মাথায় এসব দুর্বুদ্ধি ঢোকাচ্ছে ।

[অমরের প্রবেশ]

অমর । আমি যে নই তা আমি হলপ্ করে বলতে পারি । নমস্কার বিপুলবাবু, আমার কি সৌভাগ্য ! এই পোড়া থিয়েটারে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো । কতবার নাটক দেখবার জন্যে নিজে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছি, আপনি কিন্তু আসেন নি । আজ যে এসেছেন তাইতেই আমি খুশী ।

বিপুল । কাজে ব্যস্ত থাকি ভাই, তাই আসা হয় না । আহা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে আপনাদের, শুনেই বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠেছিল । হাজার হোক আমরা তো একই নৌকার যাত্রী ।

অমর । এ কথা আপনি মনে করেন বিপুলবাবু ? আমার তো মনে হোতো আপনারা নিজেদের ভাবেন বিরাট জাহাজ, আর আমরা পান্সী নৌকো ।

বিপুল। সে একই কথা। দু'জনেই নাট্যস্রোতের ওপর দিয়ে চলেছি তো! এবার আমি উঠি, অন্য কাজ আছে।

অমর। কেন এসেছিলেন জানতে পারলাম না!

জনার্দন। জানো তুমি সবই, এখন ন্যাকা সাজছ। আজ শবরীর contract সই করবার কথা ছিল।

অমর। সে তো ভাল কথা। জনার্দনবাবু, আমাদের মিষ্টি খাওয়ান।

বিপুল। মিষ্টি তো আমিই খাওয়াতে রাজী আছি। কিন্তু উনি সই করছেন না যে।

অমর। সে কি শবরী! তুমি সই করছ না কেন? কলমে কালি নেই?

শবরী। আঃ অমরদা ঠাট্টা ভাল লাগছে না।

অমর। বিপুলবাবু, আমি একটা প্রস্তাব করতে পারি। শুন্‌বেন?

বিপুল। কি প্রস্তাব?

অমর। আমাকে নেবেন?

বিপুল। আপনাকে? কিসে! কোথায়? মানে ঠিক বুঝতে পারছি না।

অমর। রয়্যাল্ থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্যে?

বিপুল। সত্যি বলছেন! এ তো আমি সদা সর্বদা চেয়েছি।

অমর। 'যা চেয়েছ তার কিছু বেশী দেবো, বেণীর সঙ্গে মাথা।'

শবরী। অমরদা!

বিপুল। (সানন্দে) না মা ওকে বলতে দাও; মনে হচ্ছে বরাত বোধ হয় ঘুরল।

জনার্দন। অমরের কথায় কোন বিশ্বাস নেই। এ ওর কোন নতুন ফন্দী।

বিপুল। আঃ, চুপ করো জনার্দন, তুমি বড়ো বাজে বকো। অমরবাবু, 'রয়্যাল থিয়েটারে'র একমাত্র সত্বাধিকারী হিসাবে বলছি, আপনাকে পেলে 'রয়্যাল থিয়েটার' ধন্য হবে। যদি অনুমতি করেন, আমার সঙ্গে আরও contract form রয়েছে, এখুনি সই হয়ে যাক; আমিও মিষ্টি আনতে দিই।

[অমর contract formটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে]

বিপুল। ও সব clause আপনাকে পড়তে হবে না, এই কেটে দিলাম। শুধু নামটা সই করে দিন। টাকা আপনি যা চাইবেন আমি তাইতেই রাজী হব। অমর-বন্দ্যোপাধ্যায় আর শবরী সান্যাল, যদি এক সঙ্গে নামাতে পারি রয়্যাল্ থিয়েটারে! আমি আর ভাবতে পারছি না! জনার্দন, মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শিগ্‌গীরি এই দশ টাকার মিষ্টি আনতে দাও ড্রাইভারকে।

শবরী। অমরদা ভালো করে ভেবে দেখুন এ আপনি কি করছেন। আপনার এতদিনের থিয়েটার, এত দিনের সাধনা বিক্রী করে দেবেন?

অমর। আমি কি করব শবরী; এতদিন একলা লড়েছি, কিন্তু আজ বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। বুকিং ধরবার চেষ্টা করলাম, দেখলাম তাতেও নিজেকে বিক্রী করতে হবে। টাকা ধার চাইলাম, তার জন্যে তোমার গয়না বিক্রী করতে হবে, অনিমেষও পালিয়ে গেল।

শবরী। সে আবার ফিরে আসবে।

অমর। হয়ত আসবে; তোমাকেও যদি আটকে রাখি, কী দিতে পারব জানিনা, কিন্তু সারাজীবন গঞ্জনা শুনতে হবে। তার চেয়ে এই ভালো।

শবরী। না, না, আমি বিষ্টুদের ডাকি ওরা আসুক।

অমর। ডেকো না, এ পরাজয়ের গ্লানি আমাকে একলা সহ্য করতে দাও।

বিপুল। পরাজয় কেন বলছেন, এ তো আপনার জয়, দিগ্বিজয়। দেশের লোক যেই জানতে পারবে আপনারা রয়্যাল থিয়েটারে নামছেন, তারা হুড়-মুড় করে ছুটে আসবে। থিয়েটার পুড়ে গিয়ে আপনাদের কম Publicity হয়েছে! আর পোষ্টার মারার দরকার হবে না; দেখবেন রোজ House Full.

অমর। শুধু একটা অনুরোধ; আমার দলের অনেকেই পালিয়ে গেলেও গুটিকয়েক অনুগত ছেলে আছে। তাদের যদি নেওয়া সম্ভব হয়।

বিপুল। নিশ্চয় নেব, সে আর কি কথা; পার্ট দিই না দিই substitute করে বসিয়ে রাখব। মাস গেলে মাইনে ওরা ঠিক পাবে।

অমর। ও বেশ ; তবে ঐ কথাই রইল।

বিপুল। এইখানটায় সই করে দিন।

[ছুটে অনন্ত প্রবেশ করে]

অনন্ত। বাবু, বাবু, সাজাহানের এই মুকুটটা আস্ত রয়েছে, পোড়েনি।

[নিমাইর প্রবেশ]

অমর। তাইতো! (হাতে নিয়ে) এই তাজ মাথায় দিয়ে কত রাত্রি সাজাহানের অভিনয় করেছি। এটা পরেই contract-এ সই করি। সম্রাট সাজাহান আপনার কাছে দাসখৎ লিখে দিচ্ছে।

বিপুল। ছিঃ ছিঃ একি বলছেন ; এইখানটায় সই করুন—

অনন্ত। উঁহুঃ, সই করবেন কি? সাজাহান তো সই করত না, পাঞ্জা দিত। পাঞ্জাটা পুড়ে গেছে।

অমর। তবে তুমিই আমার হয়ে সই কর অনন্ত।

অনন্ত। মার্জনা করবেন, তা আমি পারব না।

অমর। পারবে না! এই আমার মুকুট, আর এই আমার কোরাণ—কোরাণ স্পর্শ করে বলছি, বাইরে গিয়ে সমবেত প্রজাদের সম্মুখে এই মুকুট আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেব। কারো সাধ্য নেই যে প্রতিবাদ করে। তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে।

অনন্ত। আমাকে মার্জনা করেন।

অমর। দেখ, এ ছেলেখেলা নয়। আমি স্বয়ং সম্রাট সাজাহান। কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করছি ; একদিকে তোমার পিতার আজ্ঞা, আর একদিকে ভারতের সাম্রাজ্য। বেছে নাও এই মুহূর্তে।

অনন্ত। আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হতে পারিনা।

অমর। একটা সাম্রাজ্যের জন্যেও না?

অনন্ত। পৃথিবীর জন্যেও না।

অমর। ভাল করে বিবেচনা কর—ভারতের অধীশ্বর হবে।

অনন্ত। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা শুনব না। প্রলোভন বড়ই অধিক, হৃদয় বড়ই দুর্বল—মার্জনা করবেন—

[প্রস্থান]

অমর। চলে গেল, চলে গেল, জাহানারা, কথা কইছিস্ না যে—

বিপুল। বাঃ, বাঃ, কি চমৎকার এ্যাক্‌টিং, কথায় কথায় একেবারে সাজাহান। কি আশ্চর্য প্রতিভা! এইখানটায় সই করে দিন।

শবরী। অমরদা।

অমর। আজ থাক, কাল বরং—

জনার্দন। আবার কাল কেন? শুভকাজে দেরী করা ঠিক নয়; এখুনি সই হয়ে যাক।

বিপুল। আঃ জনার্দন! তুমি চুপ কর। ঠিক আছে, কাল আমি আবার আসব। আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। আমরা দু'জনে হাত মেলালে দেখবেন কি বিরাট একটা সম্ভাবনা।

অমর। আপনারা কিছু শুনতে পাচ্ছেন না?

বিপুল। কি?

অমর। কারুর কান্না? উঃ, এ কি যন্ত্রণা মাথার মধ্যে।

বিপুল। একি হ'লো!

অমর। আপনারা এখন আসুন; আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।

শবরী। আমি থাকি অমরদা!

অমর। না, আমাকে একলা থাকতে দাও।

বিপুল। আচ্ছা, তবে ঐ কথাই রইল, আমি বরং কাল একবার আসব। এখন চলি নমস্কার।

অমর। নমস্কার।

[সকলের প্রস্থান]

অমর। (নিমাইকে) তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ না নিমাই?

[নিমাই অমরের মুখের দিকে তাকায়, তারপর গান ধরে। ইতিমধ্যে শবরী এসে অমরের পেছনে দাঁড়ায়। অমর মুখ নীচু ক'রে বসে থাকে]

শবরী। (নিমাইর গান শেষ হলে) অমরদা—!

অমর। তুমি ফিরে এলে শবরী?

শবরী। হ্যাঁ, জানতে এলাম বিপুলবাবুকে যা বললেন সত্যি?

অমর। হ্যাঁ, সত্যি।

শবরী। রয়্যাল থিয়েটারে আপনি যোগ দেবেন ?

অমর। দেব।

শবরী। তাহলে বলে রাখছি আপনাকে ওখানে একলাই অভিনয় করতে হবে, আমি যাব না।

অমর। কেন ?

শবরী। এ থিয়েটারকে যদি আপনিও ছেড়ে চলে যান, আমি ছাড়ব না। একলা গড়ে তুলব আবার আগের মত করে।

অমর। সম্ভব নয় শবরী ; তাহলে আমিও করতাম। টাকা নেই, বন্ধু নেই ; দেখতে পাচ্ছ না, সবাই আমাদের ত্যাগ করেছে।

শবরী। আমার ভাবতে অবাক লাগছে, হঠাৎ আপনি এতটা ভেঙ্গে পড়লেন কি করে! থিয়েটারে আগুন লাগার পরও দেখেছি আপনি শক্ত, কঠিন। তখনও চিন্তা করেছেন নতুন করে থিয়েটার গড়বার, অথচ আজ।

অমর। শবরী, নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। এতদিনের ধারণা সব উল্টে পাল্টে যাচ্ছে। আমার ক্ষতি হোক তার জন্যে ভাবিনা ; কিন্তু এতগুলো ছেলেমেয়ে, যারা আমার মুখ চেয়ে রয়েছে, তাদের কি হবে ? তার ওপর আবার তোমাকে আটকে রাখা। না, না, আর আমি দায়িত্ব নিতে পারছি না। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও।

শবরী। কে আপনাকে ধরে রেখেছে ?

অমর। ঐ মঞ্চ। এ আমাকে মুক্তি দিচ্ছে না। রাত্রে এর করুণ বিলাপ শুনতে পাই। কতরকম বিভীষিকা দেখি। যে সব চরিত্রে অভিনয় করেছি, তারা সব সাজ পোষাক পরে আমার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। কিছুদিনের জন্যেও অন্তত: আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। শবরী, আর আমার মনকে দুর্বল করে দিও না ; কালই আমি contract সই করব।

শবরী। বেশ করুন। কিন্তু আমি করব না।

অমর। তুমিও আমাকে ছেড়ে যাবে শবরী ? বেশ যাও, আমি যে নিরুপায়। শুনতে পাচ্ছ না কান্না ; যা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে ? ও

কান্না ক্রমশঃ বাড়ে। আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত ক'রে—সে কী করুণ আর্তনাদ!

শবরী। অমরদা! ওরকম করছেন কেন?

অমর। মেরেছে—মেরেছে—রক্ত ছুটে বার হচ্ছে, ঘর ভেসে গেল। দাঁড়া ঘাতক, হাত জোড় করে দাঁড়া। ভেবেছো ক্ষমা করবো? না—তুষানলে দগ্ধ করার আজ্ঞা দিলাম। যাও—নিয়ে যাও।

শবরী। অমরদা, শুনুন!

অমর। তুমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছ? ক্ষমা করব না; মেরেছে—ওই ওরা কাঁদছে—থামাও, কান্না থামাও।

শবরী। অনন্ত, অনন্ত, শীগগীর এস।

[অনন্তর প্রবেশ]

অনন্ত। কি হয়েছে শবরীদি?

শবরী। দেখ, বাবু কিরকম করছেন।

অমর। মাটি থেকে একটা কালো ধোঁয়া আকাশে উঠছে। আকাশ কালিবর্ণ হ'য়ে গেল। সংসার উল্টে গেল বুঝি! ঐ ঐ—আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি!

অনন্ত। বাবু। একি! গা যে পুড়ে যাচ্ছে। অনেক জ্বর!

অমর। জ্বর হয়েছে অনন্ত! তাই হবে।

অনন্ত। শবরীদি, বাবুকে ঘরে শুইয়ে দিন। আমি এখুনি ডাক্তার ডেকে আনছি।

অমর। শবরী, তুমি এখনও যাওনি? দেখ তো জ্বর হয়েছে নাকি? কত কি দেখলাম, কত কি সব শুনলাম—!

শবরী। চলুন ঘরে শোবেন।

[উভয়ের প্রস্থান। অনন্ত আস্তে আস্তে বিরামের ঘণ্টা বাজায়]

তৃতীয় অঙ্ক

[অনন্ত ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে মঞ্চে ঢোকে। প্রায় অন্ধকার। একটু পরে অন্যদের প্রবেশ]

বিষ্টু। অনন্ত দা—

অনন্ত। কি ?

বিষ্টু। অমরদার কি হয়েছে ?

অনন্ত। খুব জ্বর। বেহুঁস হয়ে মাঝে মাঝে ভুল বকছিলেন। ডাক্তার-বাবু কতরকম ওষুধ দিলেন !

ভুবন। এখন কিরকম আছেন ?

অনন্ত। ভাল।

সকলে। তবে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না কেন ?

অনন্ত। থিয়েটারের কথা ভেবে আবার যদি মাথা গরম হয়ে ওঠে তাই বোধহয়। (একটু থেমে) সেবা করছেন শবরীদি ; উনি না থাকলে যে কি হোত ; সারাক্ষণ মাথায় বরফ দেওয়া, জ্বর দেখা, ওষুধ খাওয়ানো ; রাত্রিবেলা-টুকুই যা বাড়ীতে শুতে গেছেন।

কালী। নিমাইদাকে আর বেরুতে দেখিনা !

অনন্ত। সেদিন থেকে সেও বসে আছে ঐ ঘরে। অনেকদিনের বন্ধু ওরা। কথা বলে না, কিন্তু বুঝতে তো পারি যে ভেতরে ছটফট করে।

বিষ্টু। আর কোন বিপদ নেই তো ?

অনন্ত। না, এখন থেকে ডাক্তারবাবু বলেছেন একটু একটু বাইরে বেরুতে।

সকলে। আমরা দেখা করব।

অনন্ত। নিশ্চয় করবে। শবরীদি বেরুলে তার সঙ্গে কথা বলে ভেতরে যেও। আমি দেখি, ভেতরে কিছু দরকার আছে কিনা।

[প্রস্থান]

কালি। আমি কিন্তু শুনেছি বাবু ভয় পান এখানে থাকতে। গভীর রাত্রে ওঁর মনে হয় কে যেন কাঁদছে—ওঁকে ডাকছে।

সমীর। আমিও শুনেছি; অমরদা কাকে যেন দেখতেও পেয়েছে।

বিষ্টু। এ সব কথা কে তোমাদের বললে ?

কালি। তা বলব না।

বিষ্টু। নিশ্চয় ঐ অনন্ত, ওর পেটে তো কোন কথা থাকে না। তবে আমি ওসব আজগুবি কথা বিশ্বাস করি না।

ভুবন। দোহাই; এখুনি অসুস্থ লোকটাকে ব্যস্ত করে তুলো না।

[শবরীর প্রবেশ]

বিষ্টু। শবরী দি; আমরা অমরদার সঙ্গে দেখা করব ?

শবরী। হ্যাঁ, উনিও তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

সকলে। ভেতরে যাব ?

শবরী। একটু বাদে।

বিষ্টু। শবরীদি; যা শুনছি এসব কি সত্যি ?

শবরী। কি শুনছ ?

অনেকে। কারুর কান্না ওঁকে পাগল করে তোলে !

শবরী। হ্যাঁ সত্যি।

বিষ্টু। কিন্তু মন যে বিশ্বাস করতে চায় না।

শবরী। প্রথমটা আমিও তো বিশ্বাস করতে পারিনি।

বিষ্টু। তাহলে এখন বিশ্বাস করেন ?

শবরী। হ্যাঁ করি। অমরদার অসুখের মধ্যে এ ক'দিন বেশীরভাগ সময়টাই এ জায়গায় কাটিয়েছি। হয়ত অমরদা জ্বরে বেহুঁস, অনন্ত কাজে বেরিয়েছে, আমি একলা মাথার কাছে বসে, কেউ কোথাও নেই। মনে হয়েছে আমিও যেন কার করুণ বিলাপ শুনতে পেলাম। অমরদার মত আমিও ছটফট্ করেছি, সব জায়গা খুঁজে বেড়িয়েছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি, কোথা থেকে সে স্বর ওঠে, কে কাঁদে।

ভুবন। আশ্চর্য! শবরীদির তো আর অসুখ করেনি।

শবরী। না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

বিষ্টু। তবে আমরা শুনতে পাই না কেন?

শবরী। অমরদা বলে, পাবে।

অনেকে। কবে?

শবরী। আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু।

বিষ্টু। আর যদি শুনতে না পাই?

শবরী। অমরদা বলে তাহলে বুঝতে হবে মঞ্চের মায়ায় তোমরা ভুলে ছিলে, তাকে সত্যিকারের ভালবাসনি।

বিষ্টু। এ তো হেঁয়ালি!

শবরী। যা বুঝতে পারিনা সেটাইতো হেঁয়ালির মত শোনায়। কিন্তু পরে আর তা হেঁয়ালি থাকে না।

শবরী। বিষ্টুপদ, তোমার সঙ্গে আমি একটু পরামর্শ করতে চাই।

বিষ্টু। বলুন।

শবরী। কালি, ভুবন, তোমাদের পরে ডাকব, এখন যাও।

[কালি, ভুবন, সমীর প্রভৃতির প্রস্থান]

শবরী। বিষ্টুপদ, এখন আমাদের অনেক কিছু ভাবতে হবে। অমরদাকে ভাবতে দিলে চলবে না। চিন্তা করে করে ক্রমশঃ ওঁর শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে।

বিষ্টু। উনি তো কিছুই খুলে বলেন না আমাদের।

শবরী। ওই তো ওঁর স্বভাব। অথচ আমি তো জানি, সারাক্ষণ আমাদের কথাই ভাবছেন—তোমার কী হবে, কালি, ভুবন, ওদের কী করে চলবে।

বিষ্টু। আমরা কি করতে পারি বলুন?

শবরী। অমরদা সেদিন রয়্যাল থিয়েটারে contract সই করতে যাচ্ছিল, আমাদের জন্যেই যাচ্ছিল; আমি তখন বাধা দিয়েছিলাম।

বিষ্টু। আমরাও তো বাধা দিয়েছিলাম।

শবরী। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমাদের সকলেরই অন্ততঃ কিছু দিনের

জন্যে এখন রয়্যাল থিয়েটারে কাজ করা উচিত। তাহলে টাকা পয়সার চিন্তাটা অমরদার মাথা থেকে যাবে।

বিষ্টু। বেশ তাই হবে শবরীদি। আমি অন্যদের বুঝিয়ে বলব।

শবরী। অমরদা এখনও খুব দুর্বল; ওকে যেন কেউ উত্তেজিত না করে।

বিষ্টু। তা আমরা জানি।

[নেপথ্যে অমর ডাকে শবরী]

শবরী। আসছি। আমাকে ডাকছেন।

বিষ্টু। আমি যাব ভেতরে?

শবরী। এসো।

[দু'জনের প্রস্থান]

[সাজি হাতে পুরুতের প্রবেশ। জল নিয়ে চারদিকে ছিটোয়, মন্ত্র পড়ে। অনন্তর প্রবেশ]

অনন্ত। এই যে পুরুতঠাকুর। ক'দিন আসনি যে বড়?

পুরুত। আসিনি? কে বললে আসিনি? রোজ এসেছি, মন্তর পড়েছি; তোমরা কেউ না শুনলে আমি কি করব?

অনন্ত। কিসের মন্তর আওড়াচ্ছিলে? শ্রাদ্ধের?

পুরুত। শ্রাদ্ধের কেন হবে? যত সব অলুক্ষুণে কথা! লোক ম'লে তো শ্রাদ্ধ হয়। আমি পুজোর মন্তর বলছিলাম।

অনন্ত। কি পুজো বাবা? ক'দিন ধরে এমন মন্তর আওড়ালে যে থিয়েটারটা পুড়ে গেল? তোমার ভুল মন্তর শুনে অগ্নিদেব চটে গেছেন; তাই না এ আগুন লাগলো!

পুরুত। দেখ অনন্তবাবু; তুমি বড় আমার পেছনে লাগো। আগুন লেগেছে তোমাদের জন্যে। কেউ ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস কর না—সবাই খৃষ্টান হয়ে গেছ! টিপ্ টিপ্ করে এই তক্তাগুলোকে প্রণাম করছো, অথচ দেবতার স্থানে মাথা নোয়ায় না!

অনন্ত। এ কথা বলতে পারবে না পুরুত ঠাকুর! তোমার ঐ ময়দা গোলা টিপ আমি রোজ মাথায় লাগাইনি?

কেষ্ট। বল।

চিনু। গৌরী কোনদিনই আপনাকে ভালবাসতে পারেনি।

কেষ্ট। তুমি কি করে জানলে?

চিনু। আপনার ওপর একটুকু দরদ থাকলে সে এভাবে চলে যেতে পারত না। আমি তো জানি, আপনি কত অসহায়। সংসারের কোন কাজটাই আপনাকে দিয়ে হয়না। ভাব দেখান, সব কিছুই পারেন, অথচ কেউ করে না দিলে—

কেষ্ট। সত্যি কথা চিনু। এখানে যে কি করে সংসার চলেছে আমি কিছুই জানি না। সবই ছিল গৌরী। সকালে উঠে কাজ করত, হাসত, গল্প করত। বাইরে বেরিয়ে গেলে মনে হ'ত কখন ফিরব। সবই তো গৌরীর জন্যে। (একটু থেমে) শুনলাম এঘর ছেড়ে দিচ্ছ? চুপ করে রইলে কেন, বল? তবে কী পিনাকী আর তোমার সঙ্গে থাকে না? একথা আমাকে বলনি কেন?

চিনু। কী প্রয়োজন।

কেষ্ট। না, না, আমি ওকে কিছুতেই ছাড়তাম না। এ কি ভীষণ অন্যায়? কে তোমায় দেখবে? কি করে তুমি একলা থাকবে? তোমার এত বড় সর্বনাশ করে সে দিব্যি পালিয়ে যাবে?

চিনু। পালিয়ে যাবার কথা তো নয় কেষ্টদা; আমি যে নিজেই ওকে সরিয়ে দিয়েছি।

কেষ্ট। তার মানে?

চিনু। যখন বুঝতে পারলাম সত্যিকারের সংসার পাতার ইচ্ছে ওর নেই; আমিও আর ওকে প্রশ্রয় দিলাম না। ওর সঙ্গে চলে এসেছিলাম সত্যি; কিন্তু ভালবাসতে তো পারলাম না।

কেষ্ট। অথচ তুমি তো সংসার ভালবাস চিনু!

চিনু। প্রাণ দিয়ে ভালবাসি কেষ্টদা। তারই আশায় একদিন বাড়ী থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছি। অথচ সব যেন কেমন হ'য়ে গেল।

কেষ্ট। এ ঘর ছেড়ে দিলে তুমি কোথায় থাকবে?

চিনু। ভাবছি কম ভাড়ায় কোন ঘরে চলে যাব।

কেষ্ট। ঘর পেয়েছ কম ভাড়ায়?

চিনু। হ্যাঁ, টালিগঞ্জের কাছে—সতেরো টা কা ভাড়া।

কেষ্ট। টালিগঞ্জের ঘরের সন্ধান আগে পাওনি বুঝি?

চিনু। পেয়েছি কিছুদিন হল।

কেষ্ট। আগে যাওনি কেন?

চিনু। তাহলে তো আপনার সঙ্গে দেখা হোত না।

কেষ্ট। তুমি কি এতদিন আমার জন্যেই এখানে ছিলে?

চিনু। আমার যে আর কেউ নেই কেষ্টদা!

কেষ্ট। আশ্চর্য! যার জন্যে এলাম, সে চলে গেল। অথচ অপেক্ষা করে রইলে তুমি।

[নেপথ্যে অনিমেষের গলা শোনা যায়। শ্যামলের ভূমিকাভিনেতা হিসাবে অনিমেষ প্রবেশ করে]

শ্যামল। কেষ্ট দা—কেষ্ট দা—

কেষ্ট। শ্যামল!

শ্যামল। আমাকে বাঁচান কেষ্ট দা। ওরা আমাকে ধরতে আসছে।

কেষ্ট। কারা?

শ্যামল। পুলিশ।

[ইতিমধ্যে বিষ্টুপদ বাইরে বেরিয়ে যায়]

কেষ্ট। কেন? কি করেছিস তুই?

শ্যামল। কালী গুণ্ডা আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজে সরে পড়েছে।

কেষ্ট। তুই কালীগুণ্ডার দলে গিয়েছিলি?

শ্যামল। আর যাবো না। আপনি আমাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচান। ওরা আমাকে জেলে দেবে, ফাঁসি দেবে।

[কেষ্ট গহনার বাক্স খুলে দেখে]

কেষ্ট। এ কি! এ যে গয়না।

[ইন্‌স্‌পেকটরের ভূমিকাভিনেতা হিসাবে বিষ্টুপদ প্রবেশ করে]

(কেষ্ট গয়নার বাক্স লুকিয়ে রাখে)

ইন্‌স্‌। এই যে এখানে। Arrest কর।

শ্যামল। না, আমি যাব না। আমি কিছু করিনি।

কেষ্ট। কি হয়েছে বলুন।

ইন্‌স্‌। ওকে ছেড়ে দিন। এক্ষুনি থানায় নিয়ে যেতে হবে।

কেষ্ট। কেন ?

ইন্‌স্‌। এদের against-এ অনেক রকমের charge ; দাঙ্গা, লুঠ, এমন কি চুরির অভিযোগও আছে।

শ্যামল। না, না আমি কিছু করিনি। কালীগুণ্ডা করেছে।

কেষ্ট। শ্যামল, চুপ কর। আপনি মিথ্যে ওর ওপর রাগ করছেন ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব। শ্যামল কিছু জানে না।

ইন্‌স্‌। কি বলছেন আপনি !

কেষ্ট। সত্যি কথাই বলছি। (গয়নার বাক্স এনে) আপনি এই গয়নাগুলো খুঁজছেন তো ? এ তো আমিই চুরি করেছি।

সকলে। কেষ্ট দা !

কেষ্ট। ভেবেছিলাম ধরা পড়ব না—যখন এসেই পড়েছেন স্বীকার করাই ভাল।

শ্যামল। না-না-কেষ্ট দা নির্দোষ ; উনি কিছু জানেন না।

কেষ্ট। আঃ শ্যামল। তুই ঘরের মধ্যে যা, আমার জন্যে আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না।

শ্যামল। চিনুদি, চিনুদি—

কেষ্ট। চলুন ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব। যা বলবার আমি থানায় গিয়ে বলব।

ইন্‌স্‌। আপনি স্বেচ্ছায় সব দোষ স্বীকার করছেন ?

কেষ্ট। হ্যাঁ করছি।

চিনু। কেষ্ট দা !

কেষ্ট। চিনু।

চিনু। এ আপনি কি করলেন ?

কেষ্ট। আর কেউ না জানুক, তুমি তো জান চিনু, গৌরী আর শ্যামল— এ দু'জনের সব কিছুর জন্যে তো আমিই দায়ী। আজ যদি শ্যামলকে জেলে যেতে হয়, আমি নিজের কাছে কি জবাবদিহি করব বলতে পারো ?

চিনু। কিন্তু কেষ্টদা, আপনি তো ওদেরই ভালো চেয়েছেন। ওরা যদি তা না বোঝে—

কেষ্ট। কিন্তু কোন্ অন্যায়ের শাস্তি যে কি ভাবে আসে কেউ বলতে পারে না। এ আমি কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছি চিনু ? এ যে মিথ্যে। ব্রজদুলাল ঠিকই বলেছিল, কোথাও কোনদিন মিথ্যের রাজত্ব কায়েমী হয়নি। এখানেও হবে না—।

ইন্স্। কেষ্টবাবু, চলে আসুন। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

কেষ্ট। আমি চলি চিনু। তোমার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। শুধু আফশোষ রয়ে গেল, কিছুই করে যেতে পারলাম না। শ্যামল, তোর চিনুদিকে দেখিস। চলুন, ইন্স্পেক্টর সাহেব।

চিনু। কেষ্টদা—।

কেষ্ট। আমার জন্যে ভেবোনা। যেখানেই থাকি ওই একমুঠো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকব। ফিরে এসে নতুন করে জীবন সুরু করব। আর চিনু, গৌরীকে বোলো, তার ওপর আমার কোন অভিমান নেই। সে যেন বিনোদকে নিয়ে সুখী হয়। চলুন ইন্স্পেক্টর সাহেব।

[কেষ্টর প্রস্থান। রিহার্সাল শেষ হয়। নাটক আবার পূর্ব পরিস্থিতিতে ফিরে আসে]

অনন্ত। (অনিমেষকে ; চাপা গলায়)—তুমি আবার এসেছ ?

অনিমেষ। পারলাম না অনন্তদা। কিছু না নিয়ে শুধু হাতে ফিরে এলাম। টাকা কেউ দিল না।

শবরী। তোমার জ্যাঠামশাই ?

অনিমেষ। সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাঁর কাছেও ভিক্ষে চেয়েছি। উনি বললেন, যদি থিয়েটার ছেড়ে দিই তাহলে আমাকে ওঁর ওয়ারীশ করে নেবেন, তাও নিতে পারলাম না ; ফিরে এলাম।

[ইতিমধ্যে অমর এবং বিষ্টুপদ এসে একপাশে দাঁড়িয়েছে]

অমর। তুমি ফিরে এসেছ এতেই আমি খুসী হয়েছি অনিমেষ। শিল্পীর সত্তাকে বিশ্বাস করে যে আমি ভুল করিনি, তুমি তা-ই প্রমাণ করলে।

অনিমেষ। অমরদা, আপনি বিশ্বাস করুন, তোমরা বিশ্বাস কর ভাই—এ ক'দিন কি কষ্টে আমার কেটেছে। সারাক্ষণ এই পোড়া থিয়েটারের কথাই ভেবেছি, তোমাদের কথাই ভেবেছি। জ্যাঠামশাইর সেবা করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম তাঁরা আমার আত্মীয় নন। আত্মীয় তোমরা।

অমর। বাঃ বাঃ, অনিমেষ, আমার মনের কথাটা তুমি বলেছ। এখন বল তোমরা, অনিমেষকে আমাদের দলে রাখবে না সন্দেহ করে দূরে সরিয়ে দেবে! (একটু থেমে) চুপ করে থেকো না বল!

বিষ্টু। আমাকে ক্ষমা কর ভাই; তোমাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম।

অমর। এ এক শিল্পী গোষ্ঠি; এ যেন একটা পরিবার। এ ছাড়া আমাদের আর কোন পরিচয় নেই। আজ তোমাদের কয়েকটা কথা বলা দরকার। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া আমাদের হয়ে গেছে। দুঃখের আগুনে পরস্পরকে আমরা চিনেছি। ছোটবেলা থেকে আমি একটা স্বপ্ন দেখতাম, রূপ-কথার রাজকুমারী সোনার পালঙ্কের ওপর শুয়ে রয়েছে। যৌবনে তার রূপে আমি আকৃষ্ট হয়েছি; তার আহ্বানে সবকিছু বিসর্জন দিয়ে ছুটে চলে এসেছি। সেই রাজকুমারী আজ বন্দিনী, দৈত্য তাকে চুরি করে এনেছে, কষ্ট দিচ্ছে। সে কাঁদে আর বলে—'আমাকে উদ্ধার কর, আমাকে উদ্ধার কর—।'

সকলে। কে তাকে উদ্ধার করবে?

অমর। অচিনপুরের রাজকুমার। সোনার কৌটো খুলে দৈত্যের প্রাণ ভোমরাকে মেরে তবেই সে উদ্ধার করবে সেই বন্দিনী রাজকুমারী মঞ্চকন্যাকে।

সকলে। কে সেই রাজকুমার?

অমর। আমরা তাকে চিনি না। কিন্তু সে আসবে। যেমন এসেছিলেন গিরীশচন্দ্র, যেমন এসেছিলেন শিশিরকুমার। বণিক মঞ্চে সোনার কৌটো হ'ল Box office. তার মোহে ধরা দিলে চলবে না। আমাদের লড়াই করতে হবে। আদর্শচ্যুত আমরা হব না। বল, তোমরা রাজী?

সকলে। হ্যাঁ রাজী।

অমর। নতুন করে এ মঞ্চ আমাদের গড়ে তুলতে হবে। প্রচণ্ড পরিশ্রম। আর সামর্থ্য অতি অল্প। তোমরা আমার সঙ্গে খাটতে রাজী?

সকলে। হ্যাঁ রাজী।

অমর। এমনকি কেউ নেই এ দেশে যে এই বিপদের সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

[দর্শকগোষ্ঠীর মধ্য থেকে একজন দর্শক উঠে দাঁড়ায়]

দর্শক। আমি আছি—।

অমর। কে আপনি ভাই? অন্ধকারের ভেতর ভাল দেখতে পাচ্ছি না।

দর্শক। মনে নেই? যে রাত্রে আপনাদের থিয়েটার পুড়ে গেল, পর দিনের শো'য়ের advance আমার কাটা ছিল। আপনারা পয়সা ফেরত দিতে চেয়েছিলেন—কিন্তু আমি নিইনি। এই সেই চারখানা চার টাকার টিকিট।

অমর। হ্যাঁ মনে আছে; আপনি বলেছিলেন—

দর্শক। আবার আপনাদের থিয়েটার তৈরী হবে; নতুন বই নামবে, এই টিকিট নিয়েই তখন দেখে যাবো।

অমর। আপনি এসেছেন বড় খুশী হলুম। আর কেউ না হোক, জানবো আপনি আছেন আমাদের পাশে।

আরও দর্শক। আমরাও আছি—।

অমর। আপনারা?

দর্শকবৃন্দ। আমরা দর্শক।

অমর। বিষ্টু, ভুবন, কালি, দেখ, দেখ—এঁরাই আমাদের ভরসা। গিরীশচন্দ্রের সময় থেকে আজ পর্যন্ত একশ বছরের বাংলা থিয়েটার বাঁচিয়ে রেখেছেন এঁরাই। এঁরা দর্শক; এঁরা যদি আসেন এই পোড়া থিয়েটারে—আর কাউকে আমরা চাইনা; নতুন করে আমরা দাঁড়াবো; নতুন থিয়েটার গড়বো—নতুন নাটক দেখাবো—

[ইতিমধ্যে নিমাই প্রবেশ করেছে। নিমাই গান ধরে—'তোরা সব জয়ধ্বনি কর।' মঞ্চে সমবেত সকলেই নিমাইয়ের সাথে সুর মেলায়। বিভিন্ন প্রবেশ পথে দর্শকের আসন থেকে অভিনেতারা মঞ্চে উঠে আসে এবং সমবেত সংগীতে যোগ দেয়। গানের শেষে অভিনেতারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আস্তে আস্তে দু'দিকে চলে যায়। শূন্য মঞ্চ অন্ধকার হয়।]

॥ যবনিকা ॥